আর্য্যধর্ম্মসার।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র সেন-

কর্ত্তৃক

বেদ, স্মৃতি, মনু, উপনিষৎ, তন্ত্র ইত্যাদি

শাস্ত্র হইতে প্রমাণসহ উদ্ধৃত ও প্রণীত

এবং তৎকর্ত্তৃক ময়মনসিংহবিভাগ,

সাকরাইল হইতে প্রকাশিত।

"শাস্ত্রসিন্ধুপারযানকুণ্ঠকল্পজীবিনাং

তন্ত্রকাদিশাস্ত্রসারমাবিলোক্য প্রাঞ্জলিঃ।

আর্য্যধর্ম্মতত্ত্ববোধনায় চাল্পকালতঃ

আর্য্যধর্ম্মসারনামধেয় এষ তন্যতে॥"—

কলিকাতা

যোড়াসাঁকো, শিবকৃষ্ণ দাঁর লেন, ... নং

শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষাল-দ্বারা

সন ১২৮৯ সাল, আষাঢ়।

বিজ্ঞাপন।

—০০—

এই ভারতবর্ষীয় আর্য্যসন্তানগণ গাঢ়তর অর্জ্জনসস্পৃহার বশীভূত হইয়া, স্বস্ব-আত্মজগণকে শিশুকালহইতে বিজাতীয়-ভাষাশিক্ষার্থ স্কুলে প্রেরণকরেন। তাহারাও বাল্যাবধি ঐরূপ ভাষাশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া তদানুষঙ্গিক আচারব্যবহারাদিতে ক্রমে দীক্ষিত হইতে থাকে। এইরূপে উত্তরোত্তর বিজাতীয় ধর্ম্মপুস্তক পাঠ ও তাহাদের সংসর্গগুণে কেহ খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম, কেহ ব্রাহ্মধর্ম্মের নামকল্পনায় স্বাতন্ত্র্যধর্ম্মকে অতিপবিত্র বোধে, ইহারই অন্যতরকে অবলম্বনকরে; না করিবেই বা কেন? যখন তাহারা স্বস্বজাতীয় ধর্ম্মের কিছুই অবগত হইতে পারে না, তখন আপনাদের আর্য্যধর্ম্ম উত্তম, কি অধম, তাহা কিরূপে জানিতে পারিবেক? আমি ঐ সকল গুরুতর ভ্রম সংশোধন করার মানসে (বামনের চাঁদ ধরার আশার ন্যায়) এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি রচনা করিলাম। ইহাতে আর্য্যধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব, জাতিভেদের কারণ, ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত ধর্ম্মের সারমর্ম্ম, সাকার উপাসনার কর্ত্তব্যতা এবং [illegible]র উপাসনার প্রণালী, জপের নিয়ম, সৃষ্টিপ্রকরণ, গুরুসন্নিধানে দীক্ষা হওয়ার আবশ্যকতা, ষট্চক্রের ভাষা ও জ্ঞানার্জ্জনের হেতু [illegible] নিরূপণ এবং ব্রহ্মজ্ঞানলাভের প্রকার ইত্যাদি বেদ, শ্রুতি [illegible] প্রভৃতির প্রমাণ ও যুক্তিসহ উল্লেখ করা হইয়াছে। যদি এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিদ্বারা এই অজ্ঞজনের আশা কতক অংশে ফলবতী হয়, তবে এই মহৎ শ্রমের সম্যক্ সফলতা জ্ঞান করিব এবং

ভবিষ্যতে এই গ্রন্থ খানিতে পরিত্যক্ত বিষয়গুলিদ্বারা ইহার কলেবর বৃদ্ধিকরণেও ত্রুটি করিব না।

আমি প্রগাঢ়তর ভক্তিসহকারে প্রকাশকরিতেছি যে-হালা-লিয়ানিবাসী পূজ্যতম পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকশঙ্কর তর্কালঙ্কার মহাশয় যৎপরোনাস্তি আয়াস স্বীকারকরিয়া এই পুস্তকখানির আদ্যোপান্ত সংশোধনকরিয়া দিয়াছেন। এমন কি, আমি কেবল তাঁহারই কৃপাতরণী আশ্রয় করিয়া এই দুস্তর আর্য্য-ধর্ম্মরূপ পারাবারপারে সাহসিক হইয়াছি! ইহার তিনিই এক-মাত্র কর্ণধার। তাহা না হইলে যে অনভিজ্ঞ নাবিক ক্ষেপণী ক্ষেপণের ক্রমও সম্যগ্রূপে অবগত নহে, তাহার কি এরূপ দুঃসাহস হইতে পারে? তবে কিনা মূঢ়ের অসাধ্য কিছুই নাই!

এই সাকরাইল নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু জগদ্বন্ধু নিয়োগী মহা-শয়ও এই পুস্তকখানি প্রকাশপক্ষে বহুল উৎসাহ প্রদানকরিয়া তন্ত্রাদিহইতে অনেক প্রমাণ সংগ্রহকরিয়া দিয়াছেন। তাঁহার অসাধারণ অধ্যবসায়ও আমার দ্বিতীয় অবলম্বন।

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত রামধন তর্কপঞ্চানন ও শ্রীযুক্ত হরানন্দ বিদ্যাবাগীশ ও শ্রীযুক্ত যদুনাথ ন্যায়রত্ন এবং ঋষিবর শ্রীযুক্ত মধুসূদন ভট্টাচার্য্য মহোদয়গণও কৃপা করিয়া এই খানির আদ্যোপান্ত দর্শনকরিয়া . । ইহাঁদের অসাধারণ অনুকম্পাও আমার এই গ্রন্থপ্রকাশের তৃতীয় অবলম্বন হইয়াছে।

নিবেদক

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র সেন।

নিবাস সাকরাইল।

আর্য্যধর্ম্মসার।

মঙ্গলাচরণ।

হে চিত্ত! সেই নিত্য নিরঞ্জনের শ্রীচরণ স্মরণকর! নিত্য নিত্য কুকৃত্যে প্রবৃত্ত হইয়া কি হেতু সত্যপথ বিস্মৃত হও? তুমি যে কালে বিশালতিমিরজালাবৃত জননীজঠরপিঞ্জর-হইতে অবনীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলে, সেই কাল বর্ত্তমান-কালের কবলে পতিত হইয়া কালসদনে গমনকরিতেছে; এক্ষণ, কাল পাইয়া করাল কাল নিঃশব্দপদনিঃক্ষেপে নিকটা-গত হইতেছে। প্রভাতে প্রভাকর প্রখরকরনিকর-সহ উদয়-ধরাধরহইতে উদিত হইয়া ক্রমশঃ যত প্রতীচীগত হইতে থাকে, ততই তোমার জীবনসার পরমায়ুঃ গতায়ুঃ হইয়া প্রাণ-বায়ুর গমনাগমনে শমনভবনে গমনকরে। দেখ দেখ! তুমি যে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অনুরোধে ব্যস্ত থাকিয়া আপনজীবনসময় অস্ত করিতেছ, তাহারাই অবিশ্বস্ত হইয়া তোমাকে কখন্ কোন্ কুপথে বিন্যস্ত না করিতেছে? তোমার ইন্দ্রিয়চয় যখন যে বিষয়প্রতি প্রবৃত্ত হয়, তখন তুমি সেই বিষয়ের সুখ-ভোগ-রোগে অবশ হইয়া কখন্ কোন্ ক্লেশভোগ না কর? তুমি যে সকল পুত্র-কলত্রাদির প্রেমে প্রমত্ত হইয়া আপন-

মহত্ত্ব হারাইয়া নিত্য নিত্য মোহগর্ত্তে পড়িতেছ বিবেচনা কর দেখি! তাহারাই কি কেহ তোমার পরলোকে তত্ত্ব করিবে? ওহে স্বান্ত! কেন আর নিতান্ত ভ্রান্ত হও? এখন একান্তভাবে সেই অনন্ত ঈশ্বরের চরণ চিন্তনকর! অশান্ত হইয়া কেন আর জ্বলন্ত কলুষানলে দগ্ধ হও? যিনি তোমাকে সৃষ্টিকরিয়া এই সংসারসমষ্টিতে প্রেরণকরিয়াছেন, হা! তুমি তাঁহাকেই বিস্মৃত হইয়া কেন এরূপ বিব্রত হইতেছ? আহা! কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য! তুমি অনিবার্য্যরূপে যাঁহার কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া সর্ব্বদা সকল বিষয় ভোগকরিতেছ, একি! তাঁহাকেই ভুলিয়া এমন বিশালবিপদযুক্ত হওনে বাঞ্ছিত হইতেছ? ওহে ওমনঃ! কেন এমন বিচেতন হইলে? এখন তোমার নির্ম্মল বিবেক ও অসীম শান্তি কোথায় গেল? কেবল ভ্রান্তিজালে জড়িত হইয়া আপন-আত্মাকে ক্লান্তি-ভাজন করিলে? রে দুরাশয়! তোমার নীচাশয়-প্রবৃত্তির নিবৃত্তি নাই? একবার জ্ঞানচক্ষুরুন্মীলন করিয়া এই সময়ে পরমেশধনের শরণ লও! দেখ! পাপরূপ পিশাচ কখন্ কোন্ দুর্লক্ষ্যসূত্র অবলম্বনকরিয়া হৃদয়মন্দিরে প্রবেশকরিবে, তাহার নিশ্চয় কি? অতএব শুচিসলিলে অবগাহনে অবিলম্বে অবহিত হও! আর কতকাল এই বিষম মায়াজালে বিমুগ্ধ থাকিবে? একবারও কি মানবজন্মের অসীমগৌরবপ্রকাশে বাঞ্ছাকরিবে না? আহা কি আশ্চর্য্য! কর্ত্তব্যকার্য্যের কি অবধার্য্য না করিয়াই অনিবার্য্যের ন্যায় সদসৎ নির্দ্ধার্য্য-পক্ষে পরাঙ্মুখ হইবে? কি অনিত্য ধন উপার্জ্জনে নিত্যধন বিসর্জ্জনকরিয়া পরিণামে নরকধামে গমনকরিবে? দেখ! মানবদেহ কখনই নিত্য নহে। যে নশ্বর পঞ্চভূতে জড়ীভূত

হইয়া এক অদ্ভুত মনুষ্যদেহ উদ্ভূত হইয়াছে, তাহার ক্ষণমধ্যেই ধ্বংস হওয়ার আশ্চর্য্য কি? অপিতু যে জন যামিনীতে কামিনীর প্রেমসুধাপানে প্রমত্ত হইয়া উন্মত্তবৎ নানাপ্রকার ক্রীড়া-কৌতুক করিয়াছে, প্রত্যূষে সেই প্রণয়ী প্রণয়িনীকে দুরন্ত কালের করাল কবলে নিপতিত দেখিয়া অধীর হইবে, আশ্চর্য্য কি? যে জন মধ্যাহ্নে তনুজের বদনারবিন্দবিনির্গত সুকোমল আধ আধ বাণি শ্রবণে শ্রবণের সার্থকতা করতঃ নিরাতঙ্কে অঙ্কে করিয়া অশনার্থ উপাদেয় মিষ্টান্ন প্রদানকরিয়াছেন, সায়াহ্নে তাঁহার প্রাণাত্মজের শবদেহ ক্রোড়ে করিয়া রোদনকরাই বা আশ্চর্য্য কি? যে জন এক সময়ে স্বীয় অঙ্গকে হিরণ্ময় বিবিধ ভূষণে বিভূষিত করিয়া সুবর্ণালঙ্কৃত তুরঙ্গে আরোহণপূর্ব্বক নগরীর শোভা সংবর্দ্ধনকরিয়াছেন, তাহার পরক্ষণেই তিনি প্রধূমিত জ্বলন্তচিতারোহণ করিবেন, আশ্চর্য্য কি? অতএব বলি, যদি নিদারুণ দুঃখাবলিহইতে নিষ্কৃতি ইচ্ছাকর, তবে সেই দৈত্যেন্দ্র-বলিসেবিত মায়াবলীর শরণ লও! পূত হইয়া সেই সারভূতের অবিচ্যুত ভক্তিপথের পথিক হও! ভবশঙ্কটে পতিত হইয়া কেন আর অবিশঙ্কট যাতনা সও? রসনায় সেই জগচ্চিন্তামণির নাম লও!

হিন্দুশাস্ত্রের প্রাচীনত্ব

——oo——

মনু লিখিয়াছেন. স্বয়ম্ভূ ভগবান্ স্বয়ং এই পৃথিবীর সৃষ্টির বাসনাকরিয়া প্রথমতঃ জলের সৃষ্টি করিলেন। তাহাহইতে স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল এক অণ্ডোৎপত্তি হইল। তাহাতে তিনি স্বয়ং ব্রহ্মারূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতালাদি সৃষ্টি করিলেন। তৎপরে অষ্টজন পাঞ্চভৌতিক মনুষ্য সৃষ্টিকরিলেন। তাঁহারাই ব্রহ্ম-ঋষিনামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। অনন্তর এই মনুষ্যদিগের জ্ঞানজন্য হিন্দুদিগের প্রধান শাস্ত্র বেদের সৃষ্টি করিলেন।

বেদের আর এক নাম শ্রুতি ; যখন লিখিবার প্রথা প্রচলিত হয় নাই, তৎকালে লোকে শ্রবণকরিয়া অভ্যাসকরিয়া রাখিত, এই নিমিত্ত বেদকে শ্রুতি বলে। বেদকে এক্ষণে যেরূপ চারিখণ্ডে বিভক্ত দেখা যাইতেছে, প্রথমতঃ এরূপ ছিল না ; একমাত্র মূলবেদ ছিল, তাহার নাম যজুঃ ; সেই মূলবেদের অন্তর্গত চারিপ্রকার বাক্যদ্বারা যজ্ঞের বিশেষ বিশেষ অঙ্গ সম্পাদিত হইত। সেই সকল বাক্য পৃথক্ পৃথক্ করিয়া দ্বৈপায়ন ব্যাস "বেদসৃষ্টির বহুদিবসপরে" ঋগ্‌বাক্য সকলের নাম ঋগ্বেদ, সামবাক্যের নাম সামবেদ, যজুর্ব্বাক্যের নাম যজুর্ব্বেদ ও অথর্ব্ববাক্যের নাম অথর্ব্ববেদ রাখিয়া বেদকে চারিখণ্ডে বিভক্ত করেন। বেদ বিভক্ত করেন বলিয়াই তাঁহার নাম বেদব্যাস হয়। ঋক্, যজুঃ ও সাম, এই তিন বেদই যজ্ঞের উপযোগী, এই নিমিত্ত বেদকে ত্রয়ীও বলিয়া থাকে।

সমুদায় বেদই আবার দুইভাগে বিভক্ত,—ব্রাহ্মণভাগ ও মন্ত্রভাগ। ব্রাহ্মণভাগে যাগযজ্ঞাদির নানাপ্রকার বিধি ও নিষেধ আছে, এবং মন্ত্রভাগে বরুণ, ইন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি দেবতাগণের স্তুতিবাদ আছে। এক এক বেদের সমুদায় মন্ত্রকে সংহিতা বলিয়া থাকে; যেমন—ঋগ্বেদসংহিতা, যজুর্ব্বেদসংহিতা, সামবেদসংহিতা ও অথর্ব্ববেদসংহিতা। এইরূপ ব্রাহ্মণভাগকে ঋগ্বেদব্রাহ্মণ, যজুর্ব্বেদব্রাহ্মণ, সামবেদব্রাহ্মণ ও অথর্ব্ববেদব্রাহ্মণ বলে। বেদের শিরোভাগের নাম উপনিষদ্ (১)। নিরাকার, নির্ব্বিকার, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান্, চৈতন্যস্বরূপ ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মের স্বরূপ নিরূপণ ও তাঁহার উপাসনাবিষয়ক উপদেশই উপনিষদের প্রতিপাদ্য। বেদে ও উপনিষদে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, হরি প্রভৃতি অনেক দেবতাগণের নাম ও উপাসনার প্রণালী লিখিত আছে। কিন্তু ঐ সকল নাম মানবগণের সাকার উপাসনার জন্য ব্রহ্মেরই নামান্তরমাত্র। আর এই বেদে সূর্য্য, ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি দেবতাদিগের উপাসনারও বিধান হইয়াছে। তাহাতে কেবল সূর্য্যের অন্তর্য্যামী যে পুরুষ, তিনি সূর্য্যদেবতা; বায়ুর অন্তর্য্যামী যে পুরুষ, তিনি বায়ুদেবতা; অগ্নির অন্তর্য্যামী যে পুরুষ, তিনি অগ্নিদেবতা। ফলতঃ বৈদিকগণ এই সকল দেবতার অন্তর্য্যামী চৈতন্যস্বরূপ পুরুষকেই উপাসনাকরিয়া

---

(১) "ইসাকেনকঠপ্রশ্নমুণ্ডমাণ্ডুক্যতিত্তিরিঃ।
ছান্দোগ্যং বৃহদারণ্যং ঐতরেয়স্তথা দশ॥"—
এই দশখানা উপনিষদ্।

থাকেন। ইহাতে কেবল মানবচয়ের অন্তঃকরণের বিশুদ্ধতা জন্মিয়া থাকে, তাহার বিশেষ উপাসনার নিয়মের স্থলে ব্যক্ত করা যাবেক।

উপনিষদের পর সংহিতা প্রচারিত হয়। মনুপ্রভৃতি মহর্ষিগণ বেদের মর্ম্ম গ্রহণকরিয়া সংহিতা প্রচারকরেন। লিখিবার প্রথা প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে লোকে মুখে মুখে অভ্যাসকরিয়া স্মরণ রাখিত; এই নিমিত্ত ইহাকে স্মৃতি বলে। সংহিতায় বর্ণভেদ, জাতিভেদ এবং বর্ণজাতির ভেদে ধর্ম্মভেদও নিরূপিত আছে। প্রায় সমুদায় সংহিতায় গর্ভাধান-অবধি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াপর্য্যন্ত সমুদায় সংস্কার, সকল বর্ণের ও সকল আশ্রমের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিধি ও প্রায়শ্চিত্তবিধি নিরূপিত আছে। সংহিতার একএকটী বিষয় অধুনা উদ্বাহতত্ত্ব, শ্রাদ্ধতত্ত্ব, প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব ইত্যাদি নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন সৃষ্টিপ্রকরণ, ব্যবহারপ্রকরণ প্রভৃতি অনেক প্রকরণ আছে, এস্থলে তাহার উল্লেখকরা অনাবশ্যক।

পুরাণ।—সংহিতার পর পুরাণসকল প্রচারিত হইতে লাগিল। পুরাণসকল বেদব্যাসরচিত। পুরাণে অবান্তরসৃষ্টি, মন্বন্তরনিরূপণ, রাজগণের উপাখ্যান ও রাজবংশের বিবরণ আছে। পুরাণ সমুদায়ে অষ্টাদশ, যথা—ব্রাহ্ম, পাদ্ম, বৈষ্ণব, শৈব, ভাগবত, নারদীয়, মার্কণ্ডেয়, আগ্নেয়, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, লৈঙ্গ, বারাহ, স্কান্দ, বামন, কৌর্ম্ম্য, মাৎস্য, গারুড় এবং ব্রহ্মাণ্ড। ইহা ভিন্ন অনেক উপপুরাণ আছে।

পুরাণে ইহাও লিখিত আছে যে, যাঁহারা ব্রহ্মোপাসনায় সমর্থ, তাহাদিগের ব্রহ্মোপাসনাই কর্ত্তব্য; কারণ ব্রহ্মোপাসনাব্যতিরেকে মুক্তিলাভ করিবার উপায়ান্তর নাই। কিন্তু যাঁহারা

দুর্ব্বল অধিকারী, অর্থাৎ যাঁহাদিগের অন্তর কামাদি রিপুর পরতন্ত্র বিধায় সর্ব্বদা চঞ্চল, সুতরাং তাঁহারা নিরাকার ব্রহ্মোপাসনায় সমর্থ নহেন, তাঁহাদিগের নিমিত্তই সাকার উপাসনার বিধি নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সাকার উপাসনাদ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে, তাঁহারা নিরাকার ব্রহ্মোপাসনায় অধিকারী হন। যাহা হউক, পুরাণপ্রচারের পর ভিন্ন ভিন্ন সাকার দেবদেবীর উপাসনাদ্বারা ভিন্ন ভিন্ন অনেক সম্প্রদায় হইয়াছে। তন্মধ্যে শিব, শক্তি, সূর্য্য ও গণেশের উপাসকদিগকে শৈব, শাক্ত, সৌর ও গাণপত্য বলে। এই পাঁচ সম্প্রদায়ই বিশেষরূপে প্রসিদ্ধ। বৈষ্ণবদিগের আবার ভিন্ন ভিন্ন অনেক সম্প্রদায় আছে;—রামানুজ, রামানন্দী, কবীরপন্থী, দাদূপন্থী, সেনপন্থী, মলূকদাসী, বাইদাসী ইত্যাদি; কিন্তু সকলেরই এক কামনা। সকলেই চিন্তাকরিয়া থাকেন, আমি যে ধর্ম্ম অবলম্বনকরিয়াছি, তদ্দ্বারা আমার মোক্ষলাভ হইবে, যেহেতু ধর্ম্মই মুক্তির ফল।

তন্ত্র।—সামান্যতঃ তন্ত্রশাস্ত্র তিন ভাগে বিভক্ত,—আগম, যামল ও তন্ত্র। তন্ত্রশাস্ত্রে শক্তি-উপাসনার প্রকারভেদ বাহুল্যরূপে নিরূপিত হইয়াছে। এই শাস্ত্র মহাদেব প্রস্তুত করিয়া প্রচারকরিয়াছেন। সংহিতায় যেরূপ সন্ধ্যাবন্দন, গায়ত্ত্রী-উপদেশ ও আচার্য্যের নিকট বেদাধ্যয়ন প্রভৃতির বিধি আছে, সেইরূপ তন্ত্রশাস্ত্রেও গুরুর নিকট তান্ত্রিকী দিক্ষা, গায়ত্ত্রী ও সন্ধ্যাবন্দনের বিধি দৃষ্ট হইতেছে। কিন্তু তান্ত্রিকী গায়ত্ত্রী ও সন্ধ্যা বৈদিকী গায়ত্ত্রী ও সন্ধ্যা হইতে বিভিন্ন। তন্ত্রশাস্ত্রেও শক্তি-উপাসকদিগের আচারভেদে মতভেদ আছে; যথা—দক্ষিণাচারী, বামাচারী, সিদ্ধান্তাচারী ও কৌলাচারী।

কোন্ আচারে কিরূপ নিয়ম করিতে হয়, এস্থলে তাহার বিশেষ উল্লেখ করা অনাবশ্যক।

ঐ সকল শাস্ত্র প্রমাণের দ্বারা এই মাত্র উপলব্ধি হই-তেছে যে, স্বয়ম্ভু ভগবান্ মনুষ্যসৃষ্টির মানসকরিয়া প্রথমতঃ কেবল ব্রাহ্মণ সৃষ্টিকরিয়াছিলেন। তাহার পর ঐ সকল ব্রাহ্মণগণ আচারভ্রষ্ট হইয়া পতিত, অর্থাৎ জাত্যন্তরপ্রাপ্ত হইয়াছেন। যদিচ মনু ও বেদের প্রমাণে আমি অন্য স্থলে ব্রহ্মার মুখ বাহু ইত্যাদি স্থানহইতে ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের উৎপত্তি হওয়া উল্লেখ করিয়াছি। ঐ বচনসকলের বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। ব্রহ্মার উত্তমাঙ্গ মুখ, সুতরাং শাস্ত্রকার মুখ-হইতে শ্রেষ্ঠজাতি ব্রাহ্মণের উৎপত্তি কল্পনা করিয়া, ক্রমান্বয়ে অধমাঙ্গ বাহু, ঊরু, পাদাদিতে উত্তরোত্তর অধম জাতি ক্ষত্র, বৈশ্য ও শূদ্রের উৎপত্তি কল্পনাকরিয়াছেন। বস্তুতঃ প্রাগুক্ত কল্পনা কেবল উত্তমাধমজাতির নিশ্চয়তাজনক। তদ্ভিন্ন চতুর্ম্মুখের মুখহইতেই যে ব্রাহ্মণের সৃষ্টি ও বাহুহইতেই ক্ষত্রিয়ের সৃষ্টি হইয়াছে, ইহা কোনরূপেই অনুভূত হয় না (১); এবং ইহা ধীমচ্চয়েরও বিবেচ্য নহে।

এক্ষণে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে, চঞ্চলমতি মানবগণ বিশেষ একটি নিয়মদ্বারা সম্যগ্‌রূপে আবদ্ধ না থাকিলে, এই জগতে নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলতা ঘটার নিতান্তই সম্ভব; কারণ মনুজচয় আপন আপন কর্ত্তব্যাবধারণে নিতান্তই অক্ষম-

---

(১) "ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্ম্য-মিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মণা বর্ণতাং গতম্॥"—

মহাভারত।

বিধায় স্বেচ্ছাচারী হইয়া ঘোরপাতকী হওয়ার কিছুই অসম্ভব ছিল না। সুতরাং সর্ব্বান্তর্য্যামী জগদীশ্বর ঐ সকল বিশৃঙ্খলতার দূরীকরণজন্য বিশেষ বিশেষ নিয়ম সংস্থাপনকরিয়াছেন। সেই সকল নিয়মের নাম শাস্ত্র। শাস্ত্রভিন্ন মনুষ্যের আচার, ব্যবহার ও ধর্ম্মনীতির নিশ্চয় হইতে পারে না। অতএব পরমেশ্বর মনুষ্যসৃষ্টি করিয়াই তাহাদিগের সন্ধ্যা, গায়ত্রী ও উপাসনার নিয়ম প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া হিন্দুদিগের প্রধান শাস্ত্র বেদের সৃষ্টি করিয়াছেন। ব্রাহ্মণগণ পরমেশ্বরদত্ত বেদের মত অবলম্বনকরিয়া বৈদিক আচার ও উপাসনাদি করিতে আরম্ভ করেন। পরে ব্রাহ্মণচয়মধ্যে কেহ কেহ বেদাচারের অন্যথাচরণ করিয়া উল্লিখিত ব্রাহ্মধর্ম্মহইতে চ্যুত হওতঃ ভিন্নজাতিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন (১)। তাঁহাদের আচার, ব্যবহার ও ধর্ম্মপ্রণালীজন্য ক্রমে পুরাণাদি শাস্ত্রসমূহ প্রস্তুত হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে ঐ চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে উত্তমাধম বর্ণের স্ত্রীপুরুষসংযোগে নানাপ্রকার বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে। যথা—ব্রাহ্মণহইতে যথাশাস্ত্র পরিণীতা বৈশ্যার গর্ভজাত অম্বষ্ঠ (বৈদ্য) নামক জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। ইহাঁরা ঋষিশ্রেষ্ঠগণকর্ত্তৃক ব্রাহ্মণদিগের চিকিৎসার্থ নির্দ্দিষ্ট

(১) "কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ।
ত্যক্তস্বধর্ম্মা-রক্তাঙ্গা স্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ॥
গোভ্যোবৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মান্ নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজা-বৈশ্যতাং গতাঃ॥
হিংসানৃতপ্রিয়ালুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টা-স্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥"—

মহাভারত।

হয়েন (১)। পরাশরোক্তবচনে বৈদ্যজাতিকে ব্রাহ্মণহইতে বৈশ্যার গর্ভজাত বলিয়া নিশ্চয় করা যায়। এই জাতি সত্যকালে তপস্যাপ্রভাবে ব্রাহ্মণতুল্য ছিলেন; যুগক্রমান্বয়ে ক্রমশঃ তপস্যাহীন হইয়া ত্রেতা ও দ্বাপরযুগে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়-অপেক্ষা ন্যূন হইয়া বৈশ্যবৎ হইয়াছিলেন; এইক্ষণ জঘন্য কলিযুগে উত্তরোত্তর ক্রিয়ালোপদ্বারা শূদ্রবৎ আচারপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এইরূপ বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে (২)। কিন্তু বৈদ্যজাতি কলিতে শূদ্রবৎ আচার প্রাপ্ত হইলেও ক্ষত্রবৎ হইয়া শূদ্রের পূজনীয় বটেন (৩)। এইরূপ সংহিতা ও কুলপঞ্জিকোক্তবচনদ্বারা প্রমাণীকৃত হইয়াছে। মনুস্মৃতি-অনুসারে শূদ্রের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে অয়োগবনামক একজাতি উৎপন্ন হয়; ইহারা ইদানীন্তন সূত্রধর। ব্রাহ্মণ এবং শূদ্রকন্যাদ্বারা নিষাদ বা পারশব নামক একজাতি উৎপন্ন হয়; ইহারা এক্ষণে ধীবর। নিষাদ এবং বৈদেহস্ত্রীহইতে কারাবার (চর্ম্মকার) ও শূদ্র এবং ব্রাহ্মণকন্যাদ্বারা চণ্ডাল উৎপন্ন হয়। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণানুসারে, ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যাদ্বারা শঙ্খকার, কাংশ্যকার ও গান্ধিকবণিক্ এবং ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াদ্বারা

(১) "বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতোঽম্বষ্ঠো-হি মুনিসত্তম।
ব্রাহ্মণানাং চিকিৎসার্থং নির্দ্দিষ্টো-মুনিপুঙ্গবৈঃ॥"

(২) "তপোযোগাৎ পুরা বৈদ্যা-স্তেজসা পিতৃবৎ স্মৃতাঃ।
বিপ্রাৎ ক্ষত্রাৎ যতোন্যূনাঃ ক্রিয়য়া বৈশ্যবৎ কৃতাঃ॥
শনৈঃ শনৈঃ ক্রিয়ালোপাদথ তে বৈদ্যজাতয়ঃ।
কলৌ শূদ্রত্বমাপন্না-যথা ক্ষত্রাস্তথা বিশঃ॥"

(৩) "অম্বষ্ঠজাতবৈদ্যস্তু শূদ্রত্বং ক্ষত্রিয়াদিবৎ।
তস্মাৎ ক্ষত্রবিশোস্তুল্যো-বৈদ্যঃ শূদ্রস্তু পূজ্যতঃ॥"

কুম্ভকার ও তন্তুবায় উৎপন্ন হয়। এইরূপে নানাপ্রকার জাতির উৎপত্তি হইয়াছে; তাহার আর বাহুল্য এস্থলে লিখিবার প্রয়োজনাভাব। কেবল ব্রাহ্মণাদি চারি জাতি এবং অপরাপর জাতি যে ক্রমান্বয়ে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাই আমার দেখান উদ্দেশ্য।

মুসলমান্ উৎপত্তি বিষয়ে অথর্ব্ববেদে এরূপ উল্লেখ আছে যে, ব্রহ্মার ঔরসে ব্রহ্মাণীর গর্ব্ভে এক কন্যার জন্ম হয়। এই বালিকা জন্মগ্রহণকরিবামাত্রই বিধাতা যোগবলে ঐ নবজাত-আত্মজার ভাবী কুসংস্কারের বিষয় অবগত হইয়া, তাঁহার পত্নীকে বলিলেন, যে কন্যা তোমার গর্ব্ভে জন্মগ্রহণকরিয়াছে, ইহাদ্বারা বংশের অখ্যাতিলাভ হইবেক; অতএব ইহাকে পরিত্যাগ কর। ব্রহ্মাণী পতির বাক্য অবহেলন না করিয়া তাহাকে এক তটিনীসমীপস্থ বনে পরিত্যাগকরিলেন। পরে জনান্তরদ্বারায় বালিকাটী প্রতিপালিতা হইয়া যুবাবস্থা প্রাপ্তা হইলে, এক দিবস ব্রহ্মাণীর সহিত তাহার হঠাৎ সাক্ষাৎ হয়। ব্রহ্মাণী ঐ যুবতীকে স্বীয় কন্যা জানিতে পারিয়া কন্যাসমীপে আত্মপরিচয় প্রদানপূর্ব্বক (করীম্) এই মন্ত্র প্রদান করিয়া স্বস্থানে প্রস্থানকরেন। কালে জননীদত্ত মন্ত্রবলে ঐ কন্যার গর্ব্ভ হইয়া একটি বালক উদ্ভব হয়। তাহার নাম ইসা রাখিলেন। ইসা, ক্রমে যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইলে, প্রসূতী-প্রমুখাৎ ব্রহ্মা যে স্বীয় মাতামহ, এরূপ অবগত হইয়া, বিদ্যাশিক্ষার্থ চতুরাননসমীপে গমনকরিলে, ব্রহ্মা তাহাকে বিদ্যা শিক্ষা না করাইয়া, প্রত্যুত সমধিক ভৎর্সনা করিলেন। ইসা মাতামহের এইরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার অবলোকন করিয়া, অতিমৌনভাবে সাশ্রুবদনে গমন করিলেন। দেবাদিদেব মহাদেব

ব্রহ্মাকর্ত্তৃক ইসার অপমান জানিতে পারিয়া অবশ্যম্ভাবী ঘটনাসকল বিচারপূর্ব্বক ইসার গমনীয়বর্ত্মের সম্মুখভাগে তপস্বিবেশে এক পর্ণশালাতে উপবেশনকরিয়া রহিলেন। ইসা নিকটাগত হইলে ভাক্তযোগিবেশধারী মহাদেব তাহাকে রোদনের বিবরণ জিজ্ঞাসিলে, তিনি সবিশেষ বর্ণন করিলেন। মহাদেব তাহাকে শাস্ত্র শিক্ষাকরাইবেন, এমত বলিয়া নিকট রাখিলেন এবং স্বীয় নাম "গোরোকনাথ" বলিয়া প্রচার করিলেন ও কোরাণপ্রস্তুত করিয়া শিক্ষা দিতে লাগিলেন, বিশেষতঃ ঐন্দ্রজালিকবিদ্যা তাহাকে সমধিকরূপে অভ্যাস করাইলেন। এইরূপে কতকদিবস শিক্ষা করিলে, ইসা উক্ত বিদ্যায় উত্তমরূপে পারদর্শী হইলেন। ব্রহ্মার নিকট যে ব্রাহ্মণবালকগণ বেদাধ্যয়ন করিয়া থাকেন, মহাদেব ইসাকে তাঁহাদের সহিত শাস্ত্রবিচারজন্য পাঠাইয়া দিলেন। ইসাও স্বীয় শিক্ষিত ঐন্দ্রজালিকবিদ্যাপ্রভাবে নানাপ্রকার অদ্ভুত ঘটনাসকল দর্শন করাইলেন। ব্রহ্মার শিষ্যগণ, ইসার শিক্ষিতবিদ্যার সমধিক প্রাদুর্ভাব প্রত্যক্ষকরিয়া, গোরোকনাথসমীপে আগমনপূর্ব্বক কোরাণ শিক্ষাকরিতে আরম্ভকরিলেন। ব্রহ্মা, মহাদেবকৃত ঘটনাসকল জানিতে পারিয়া, ইসা-প্রভৃতি সমুদায় শিষ্যগণকে "যবন" এই আখ্যা প্রদান করিয়া ক্ষান্ত থাকিলেন। প্রাগুক্ত ইসাকেই সাক্ষাৎ পরমেশ্বরের পুত্র বলিয়া মুসলমানশাস্ত্রকারেরা স্বরচিত গ্রন্থসকলে ইসা পয়গাম্বর নামে উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপে প্রথমতঃ মুসলমানের সৃষ্টি হয়।

ইহার পরে অন্যান্যকারণবশতঃ আরও বহুপ্রকারে যবনের উদ্ভব হইয়াছে। তাহার স্থূল বিবরণ এই—বৈবস্বত

মনুর পুত্র পৃষধ্র গুরুর গাভী হননকরিয়াছিলেন; এই জন্য তাঁহার শূদ্রত্ব প্রাপ্তি হয়, এবং তদ্বংশীয়েরা যদিও বেদবিহিত ধর্ম্ম-কর্ম্মাদি করিত, কিন্তু তাহাদের যবন খ্যাতি হইয়াছিল। ইহাদিগের কোন কোন শ্রেণী শক, কাম্বোজ, পারদ, খশ, বা পহ্লব নামে খ্যাত ছিল। বহুকালপরে বাহুক নামে সূর্য্য-বংশীয় এক রাজা হইয়াছিলেন। তালজঙ্ঘ ও হৈহয়-বংশীয় রাজারা পৃষধ্রবংশীয় যবনদিগের সহযোগে তাঁহাকে নিগ্রহ করিয়া তাঁহার রাজ্য গ্রহণকরেন। বাহুক রাজার পুত্র মাতার সহিত এক মুনির আশ্রমে প্রতিপালিত হইয়া তাঁহার নিকট ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষাকরেন। পরে পিতৃশত্রুদিগকে দণ্ড দিবেন, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া, যবনাদি তালজঙ্ঘ-হৈহয়দিগকে বিনাশকরিতে আরম্ভকরিলেন। তাহাতে ঐ জাতীয়েরা মহাভীত হইয়া বশিষ্ঠ ঋষির শরণাগত হইল। বশিষ্ঠ তাহা-দিগকে হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগের পরামর্শ দিয়া সগররাজাকে তাহা-দিগকে ক্ষমা করিতে অনুরোধ করিলেন। রাজা তাঁহার অনুরোধে তাহাদিগকে বধ না করিয়া ব্রাহ্মণসংজ্ঞারহিত করিলেন এবং কাহারো সর্ব্বশিরোমুণ্ডন, কাহারো অর্দ্ধশিরো-মুণ্ডন, কাহাকে শ্মশ্রুধারী ও কাহাকে মুক্তকচ্ছ করিয়া সিন্ধু পার করিয়া দিলেন (১)। যাহারা সর্ব্বশিরোমুণ্ডিত, তাহারা

---

(১) "অর্দ্ধমুণ্ডান্ শিরঃ কাংশ্চিৎ সর্ব্বমুণ্ডানথাপরান্।
কাংশ্চিৎ শ্মশ্রুধরান্ কাংশ্চিন্মুক্তকচ্ছানথাপরান্॥"—

হরিবংশ।

"যবনান্ মুণ্ডিতশিরসোঽর্দ্ধমুণ্ডান্ শকান্ প্রলম্বকেশান্ পারদান্ পহ্লবাংশ্চ শ্মশ্রুধারিণঃ।"—

বিষ্ণুপুরাণ।

যবন ; যাহারা অর্দ্ধশিরোমুণ্ডিত, তাহারা শক ; যাহাদিগের প্রলম্বিতকেশ, তাহারা পারদ ; এবং পহ্লবেরা শ্মশ্রুধারী হইল (১)। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেও এই কথার প্রমাণ আছে।

অধুনাতন অস্মদ্দেশীয় মুসলমানগণমধ্যে যে নূতন কোরাণের মত প্রচারিত আছে, তাহা খৃষ্টীয় ৫৬৯ সালে মহম্মদ নামে এক ব্যক্তি মক্কানগরে জন্ম গ্রহণকরিয়া স্বীয় মত প্রচারজন্য স্বয়ং প্রস্তুত করিয়া প্রকাশকরিয়াছেন। মহম্মদের এই নব্য মত প্রচারে মক্কাবাসী মুসলমানগণ উঁহার বিদ্বেষী হইয়া তাঁহার বিদ্রোহিতাচরণ করাতে মহম্মদ প্রাণভয়ে মদিনায় পলায়নকরেন এবং স্বীয় মত মদিনার মুসলমানগণকে শিক্ষা দিতে আরম্ভকরেন। তথায় ঐ মহম্মদীয় মত উত্তমরূপে প্রচারিত হইলে ক্রমে ক্রমে মক্কাদি সকল দেশেই প্রচার হইয়াছে।

অতএব যবনাদি বিবিধ জাতির উৎপত্তির কারণ দৃষ্টে ইহা সপ্রমাণ হইতেছে যে, হিন্দুজাতি সকলজাতিরই আদি এবং হিন্দুদিগের শাস্ত্রও এই পৃথিবীস্থ সকল শাস্ত্রের মূল। তাহার অনুমাত্রও সংশয় নাই। আরও দেখা যাইতেছে, যে সকল বিদ্যা শিক্ষাকরিয়া মনুষ্যগণ অদ্বিতীয় পণ্ডিতরূপে এই ধরাধামে সুবিখ্যাত হইয়াছেন ও অধুনাও হইতে পারেন, তাহার স্রষ্টা এই হিন্দুজাতি। যেহেতু জ্যোতিষশাস্ত্র, গণিতশাস্ত্র, আধ্যাত্মিকবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, খগোল, ভূগোল, ইত্যাদি যাহা অধুনা আশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপ খণ্ডে

(১) "যবনানাং শিরঃ সর্ব্বং কাম্বোজানাং তথৈবচ।
পারদা মুক্তকেশাশ্চ পহ্লবাঃ শ্মশ্রুধারিণঃ॥"—
ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।

প্রচার হইতেছে, এই সকল শাস্ত্র ভারতবর্ষস্থ হিন্দুগণকর্ত্তৃক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবেচিত হইয়া বহুকাল হইল প্রকাশ হইয়াছে। বরং এরূপ বলা যাইতে পারে, ভারতবর্ষের প্রাচীন মত এক্ষণ ইয়োরোপাদি খণ্ডে নবীন হইয়াছে। কারণ আর্য্যভট্টকৃত সূর্য্যসিদ্ধান্ত, ব্রহ্মসিদ্ধান্ত, সিদ্ধান্তশিরোমণি প্রভৃতি জ্যোতিষ, এবং লীলাবতীকৃত লীলাবতী-নামক গণিত শাস্ত্রের মত অবলম্বন করিয়া, ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ যে অধুনা খগোল, ভূগোল, জীউমেটেরি এবং গ্রহনক্ষত্রগণের আকার প্রকার ও গতির বিষয় আবিষ্কার করিতেছেন, তাহা তদ্রচিত গ্রন্থে, বিশেষতঃ হিন্দুদিগের ঘোর বিপক্ষ বেন্টলি সাহেবের স্বরচিত গ্রন্থেই স্পষ্ট প্রকাশ আছে। আরব্য, পারস্য, গ্রীক্, লাতিন্ প্রভৃতি আর যত প্রকার ভাষাই কেন না থাকুক, এই সংস্কৃতভাষার বিজ্ঞানই তাহার মূল।

জাতিভেদের কারণ।

স্বয়ম্ভু ভগবান্ জগৎসৃষ্টির বাসনা করিয়া সূক্ষ্ম অবয়ববিশিষ্ট ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতিপুরুষরূপে স্বয়ং উদ্ভব হওতঃ ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতের সৃষ্টি করিয়া (১), প্রাগুক্ত সূক্ষ্মরূপ ব্রহ্মা স্বকীয় শক্তিপ্রভাবে মুখ, বাহু, উরু, পাদাদি উত্তমাধম কল্পনায়, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই ত্রিগুণাত্মক ও পঞ্চেন্দ্রিয়বিশিষ্ট

(১) "তেষাস্ত্ববয়বান্ সূক্ষ্মান্ ষন্নামপ্যমিতৌজসাং
সন্নিবেশ্যাত্মমাত্রাসু সর্ব্বভূতানি নির্ম্মমে॥"

বিষয়েতে প্রশক্তিজনক (১) চারিজাতি মনুষ্যের উৎপত্তি করিলেন (২) এবং মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতাঃ, বশিষ্ঠ, ভৃগু, নারদ, এই দশ জন মহর্ষি (৩) ও মনুনামে এক বিরাট পুরুষ (৪) আর বেদের উদ্ভব করিয়া ক্রমে মনুষ্যের বহুলতা সম্পাদনকরিতে লাগিলেন এবং ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের আচারব্যবহারাদি নির্ণয়সূচক শাস্ত্র করিয়া, জাতিভেদে ব্যবহারাদির পৃথকৃত্ব নিরূপণ করিলেন। যথা— যজন, যাজন, অধ্যাপন, অধ্যয়ন, দান, প্রতিগ্রহ, ব্রাহ্মণের কর্ম্ম (৫); প্রজার রক্ষণ, যাগাদিকর্ম্ম, বিষয়েতে প্রশক্তি ইত্যাদি ক্ষত্রিয়চয়ের কর্ত্তব্য কর্ম্ম (৬); পশুগণের রক্ষণাবেক্ষণ, ব্রাহ্মণ ও দীনগণকে দান করা, যাগাদি কর্ম্ম, বণিগ্‌বৃত্তি, ঋণদানাদিদ্বারা জীবিকা, কৃষিকর্ম্মাদি

(১) "মহান্ত-মেব চাত্মানাং সর্ব্বাণি ত্রিগুণানি চ।
বিষয়াণাং গ্রহীতৃণি শনৈঃ পঞ্চেন্দ্রিয়াণি চ॥"

(২) "লোকানান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ॥"

(৩) "মরীচিমত্র্যাঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুং।
প্রচেতসং বশিষ্ঠঞ্চ ভৃগুং নারদমেব চ॥"

(৪) "তপস্তপ্ত্বাসৃজদ্যন্তু স স্বয়ং পুরুষোবিরাট্।
তং মাং বিত্তাস্য সর্ব্বস্য স্রষ্টারং দ্বিজসত্তমাঃ॥"—
সংহিতা॥

(৫) "অধ্যাপন-মধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ॥"

(৬) "প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়ন-মেব চ।
বিষয়েষ্বপ্রশক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ॥"

বৈশ্যচয়ের কর্ত্তব্য কর্ম্ম (১) এবং শূদ্রচয়ের কেবল প্রভুর কার্য্য (দাস্যবৃত্তি) সম্পাদন করাই বিধি (২)। শুশ্রূষাভিন্ন শূদ্রের অন্যবিধ কর্ম্ম করা অবিধি। অধুনা সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে বিচারকরা কর্ত্তব্য যে, ভগবান্ যখন চতুর্ব্বর্ণমধ্যে জাতিভেদে তাহাদিগের প্রতি উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট কর্ম্মের ব্যবস্থাকরিয়াছেন, তখন অবশ্যই ইহাদিগের মধ্যে অন্তঃকরণের বৃত্তিসমূহকেও সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণভেদে তারতম্য করিয়া, মানসিকবৃত্তিসমূহকে তদনুসারে সবল ও দুর্ব্বল করিয়াছেন, তাহার কিছুই সন্দেহ নাই। কারণ, উৎকৃষ্ট কর্ম্ম সাধনকরিতে হইলেই তদুপযুক্ত মানসিকবৃত্তিরও উৎকর্ষতা আবশ্যক। রাজ্যাধিপের মনোবৃত্তি যদ্রূপ পরিষ্কার ও প্রশস্ত, একজন সামান্য কৃষিজীবী মনুষ্যের মনোবৃত্তি কখনই তদ্রূপ বলবান্ নহে; ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং জগদীশ্বরের প্রাগুক্ত অখণ্ডনীয় আদেশ, অর্থাৎ শাস্ত্রশাসন অবজ্ঞা করিয়া জাতিভেদ না রাখা অস্মদাদির কোনমতেই কর্ত্তব্য নহে। তিনি যে রূপ আজ্ঞা করিয়া যাহাকে যে প্রকার শক্তি অর্পণ করিয়াছেন, তাহার অন্যথা আচরণ করিলে আমাদের অবশ্য অমঙ্গল হইবেই হইবে, তৎপক্ষে সন্দেহ বিরহ!

আমাদিগের বেদাদি সনাতন শাস্ত্রের মতে পরিদৃশ্যমান সমস্ত বস্তুই প্রকৃতিপুরুষসংসর্গাধীন উৎপন্ন হইয়া থাকে।

---

(১) "পশূনাং রক্ষণং দান-মিজ্যাধ্যয়ন-মেব চ।
বণিক্‌পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব চ॥"

(২) "এক-মেব তু শূদ্রস্য প্রভুকর্ম্ম সমাদিশৎ।
এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষা-মনসূয়য়া॥"—

সংহিতা।

প্রকৃতি শব্দে চৈতন্যভিন্ন অখিল বিশ্বকার্য্যের অব্যক্তাবস্থাকে কহা যায়। যে প্রকার বটবৃক্ষের অব্যক্তাবয়বরূপ তদীয় সূক্ষ্ম-বীজহইতে মৃত্তিকা-জলাদি-সহকারে শাখাবিশিষ্ট প্রকাণ্ড মহাবিটপির প্রাদুর্ভাব হয়, সেই প্রকার বিশ্বের অব্যক্তাবয়ব-রূপা প্রকৃতিহইতে চৈতন্যসহকারে বিস্তীর্ণ বিবিধ জগৎ-কার্য্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রকৃতি পদার্থের ত্রিগুণময়তা-হেতু তৎকার্য্যভূত সাংসারিক সমস্ত বস্তুতে তারতম্যরূপে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় বর্ত্তমান আছে। সত্যের কা কথা! আমাদিগের স্রষ্টা নিয়ন্তা যে পরমপুরুষ, তিনিও প্রকৃতির গুণাবলম্বন করিয়া সৃষ্ট্যাদি সমাধানকরিতেছেন। আমরা যাঁহাকে পরব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি, তিনি কেবল চৈতন্য-মাত্র; এইহেতু স্বরূপতঃ তাঁহার কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদি কোন বিশেষণ নাই, অথচ তিনি ঈশ্বরাদিকীটপর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুর আত্মারূপে অবস্থিত থাকিয়া নিখিল কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদির সাক্ষিস্বরূপ হইয়াছেন। বস্তুতঃ যে প্রকার বহ্নিসহকারে স্বভাবতঃ বারুদের নানাপ্রকার বৈচিত্র্য জাত হইয়া থাকে, সেই প্রকার চৈতন্যসহকারে স্বভাবতঃ প্রকৃতির নানাবিধ বিকৃতি উপস্থিত হইয়া ঈশ্বরাদি তাবৎ পদার্থই উৎপন্ন হয়। প্রকৃতির সত্ত্বগুণ প্রকাশবহুল, এই প্রযুক্ত শান্তি, বিবেক, ক্ষমা, দয়া, সরলতা, বিনয়িতা, জিতেন্দ্রিয়তা, বৈরাগ্য, আস্তিক্য, অলোলুপত্ব প্রভৃতি তাহার কার্য্যও প্রকাশময় হেতু জ্ঞানজ্যোতির আচ্ছাদক হয় না; রজোগুণ প্রবর্ত্তক, এই-হেতু কামনা, চেষ্টা, ভেদবুদ্ধি, গর্ব্ব, অসন্তোষ, পরপরাভবেচ্ছা, অন্যায়োদ্যম প্রভৃতি তাহার কার্য্যসমূহও তাদৃশ স্বভাববর্দ্ধক-হেতু শান্তিনাশক ও কিঞ্চিৎ জ্ঞানাচ্ছাদকও হইয়া থাকে;

এবং তমোগুণ মোহনস্বরূপ, অতএব ক্রোধ, লোভ, হিংসা, ভয়, শোক, বিষাদ, নিদ্রা, শ্রম, কলহ, অমুত্তম প্রভৃতি তাহার কার্য্য ও মোহপ্রদহেতুক শান্তিনাশক ও সম্যগ্‌জ্ঞানজ্যোতির আচ্ছাদকও হয়। প্রকৃতির উক্ত ত্রিগুণ কেবল সচেতন পদার্থেই থাকে এমত নহে, কিন্তু অচেতন মৃত্তিকা-জলাদি তাবৎ বস্তুতেই তাহার অবস্থিতি প্রত্যক্ষসিদ্ধ আছে। মৃত্তিকাদিহইতে প্রাণির দেহ উৎপন্ন হইলে, তদ্দেহে চৈতন্যের স্ফূর্তি থাকায়, মৃত্তিকাদিতে প্রকাশ্যভাবে সত্ত্বগুণের অংশ থাকা উপলব্ধি হইয়াছে এবং উক্ত মৃত্তিকা প্রভৃতির আকর্ষণশক্ত্যাদিরূপ প্রবৃত্তি স্বভাবতা ও চৈতন্য আচ্ছাদকরূপ মোহধর্ম্মতার অনুভবদ্বারা মৃত্তিকাদি জড় পদার্থে রজোগুণ ও তমোগুণের অংশ থাকা প্রতীত রহিয়াছে। ফলতঃ সচেতন পদার্থে প্রস্তাবিত গুণত্রয়ের কার্য্যসকল যাদৃশ প্রত্যক্ষ হয়, অচেতন পদার্থে তাহা তাদৃশ প্রত্যক্ষ হয় না। আমাদিগের শাস্তা ও নিয়ন্তা যে পরম পুরুষ, তিনি বিশুদ্ধ সত্ত্বময়প্রযুক্ত সর্ব্বজ্ঞ ও সদাশান্ত এবং বিবেক-বৈরাগ্য-দয়াদি নির্ম্মলগুণযুক্ত বিধায় তিনি স্বাধীন মলিন সত্ত্বময় জীববৃন্দের প্রতি করুণা বিতরণার্থ যথযোগ্য তাহাদিগের ভোগ্যভোগাদি নির্ম্মাণকরতঃ জগতের কল্যাণ বিধানকরেন। জগদীশ্বর যে প্রকার স্বয়ং বিশুদ্ধ সত্ত্বময় হেতু নির্ম্মল শান্তিসুখসাগরে নিমগ্ন, সেই প্রকার সমস্ত জীববৃন্দকে বিপুলসুখভোগী করণার্থ অভিলাষী হইয়া পশুপক্ষিপ্রভৃতি তমোগুণবাহুল্যপ্রযুক্ত তাহারা স্বভাবসিদ্ধ নিরন্তর ক্রোধ, লোভ, ভয়, কলহাদির অনুগামী হইয়া কেবল আহার বিহারাদি দৈহিক কার্য্যেই অহরহঃ আসক্ত বিধায় তৎসমূহের প্রতি কোন

সুনিয়ম প্রকটন করা বিফল জ্ঞানে পশুপক্ষ্যাদিপক্ষে সকল সুখসম্ভোগের উপায় না করিয়া মনুষ্যের প্রতিই তদুপায় সাধননিমিত্ত শাস্ত্রশাসন আজ্ঞাপন করেন (১), কেননা, পশুপক্ষিপ্রভৃতি প্রাণি-অপেক্ষা মনুষ্যের প্রকৃতিতে সত্ত্ব-গুণাংশের আধিক্য থাকায় তাহাদিগের স্বভাব পরিবর্ত্তনের অনেক সম্ভাবনা রহিয়াছে। সুতরাং যদ্দারা মনুষ্যের স্বভাব শোধন হইয়া ক্রমশঃ তাহারা শান্তিসুখসিন্ধুতে অবগাহন করিতে পারে, এমত উপায়প্রদর্শক শাস্ত্র তাঁহাদিগের প্রতি প্রদানকরতঃ শাস্ত্রোক্ত অনুষ্ঠানকে ধর্ম্ম ও শাস্ত্রনিষিদ্ধ আচরণকে অধর্ম্ম বলিয়া ব্যবস্থা দিয়াছেন (২) এবং ধর্ম্মা-নুষ্ঠানকর্ত্তার প্রতি স্বর্গাদি সুখভোগরূপ পুরস্কার ও অধর্ম্ম-কারির প্রতি নরকাদি যন্ত্রণাভোগরূপ দণ্ডাজ্ঞা বিধানকরিয়া-ছেন। বাস্তবিক যে প্রকার রুগ্নবালকের রোগশান্তির অভি-প্রায়ে তাহার পিতামাতা তাহাকে কটু তিক্ত ঔষধ সেবনে

(১) "ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ।
বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ নরেষু ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ॥"—
সংহিতা।

(২) "ইদং স্বস্ত্যয়নং শ্রেষ্ঠ-মিদং বুদ্ধিবিবর্দ্ধনং।
ইদং যশস্য-মায়ুষ্য-মিদং নিঃশ্রেয়সং পরং।
অস্মিন্ ধর্ম্মোঽখিলেনোক্তো গুণদোষৌ চ কর্ম্মণাং।
চতুর্ণামপি বর্ণানামাচারশ্চৈব শাশ্বতঃ॥"—
মনুসংহিতা।

"বিহিতক্রিয়য়া সাধ্যোধর্ম্মঃ পুংসাং গুণোমতঃ।
প্রতিষিদ্ধক্রিয়াসাধ্যঃ সগুণোঽধর্ম্ম-উচ্যতে॥"—
স্মৃতি।

উন্মুখ করণার্থ আদৌ প্ররোচনাবাক্য কহে,—"বাপু! তুমি যদ্যপি এই ঔষধ ভোজন কর, তবে তোমাকে এই সুমিষ্ট মোদক প্রদান করিব আর যদ্যপি ইহা না খাও, তবে তোমার প্রতি শাস্তি দিব," ইহা কহিলে, বালক যদি মিষ্ট লোভে ঔষধ সেবন করে, তবে পিতা তাহাকে কিঞ্চিৎ মিষ্ট মোদক দিয়া সন্তুষ্ট করেন এবং যদি সে তাহা না খায়, তবে তাহার প্রতি সম্ভবমত দণ্ডও বিধান করিয়া থাকেন, সেই প্রকার জগদীশ্বর মনুষ্যকে চিরসুখী করণার্থ সামান্য স্বর্গভোগাদির লোভ ও ভয়ঙ্কর নরকাদি দুঃখভোগরূপ শাসন প্রদর্শন করাইয়া ধর্ম্মে প্রবৃত্তি এবং অধর্ম্মে নিবৃত্তির সদুপায় করেন। এই নিমিত্তই যে কর্ম্মদ্বারা মনুষ্যের অশান্তির কারণ, কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা প্রভৃতির বৃদ্ধিসম্ভাবনা, তাহার নাম পাপ ও যদ্দ্বারা উত্তরোত্তর শান্তিনাশক কামাদি কুসংস্কারের নিবৃত্তি হয়, তাহার নাম পুণ্য বলিয়া সর্ব্বশাস্ত্রে নির্দ্দেশ করেন। মনুষ্যেরাও সকলে সমস্বভাববিশিষ্ট না হইয়া গুণের তারতম্যঅনুসারে চতুর্ব্বিধ হইয়া থাকে। তন্মধ্যে সত্ত্বগুণপ্রধান ব্যক্তি উত্তম, রজোগুণপ্রধান ব্যক্তি মধ্যম, সঙ্কীর্ণগুণপ্রধান ব্যক্তি কনিষ্ঠ ও তমোগুণপ্রধান ব্যক্তি অধম। এইরূপ মনুষ্যের স্বভাবগত ভেদ থাকায় সকলের প্রতি সমান ব্যবস্থা সম্ভবে না। কারণ, যে ব্যক্তি যাদৃশ ভার বহন করিতে সমর্থ হয়, সেই ব্যক্তিকে তাদৃশ ভার অর্পণ না করিলে, অর্পকের অজ্ঞতা এবং তাহার কৃতকার্য্যতারও অবশ্য হানি হয়। এতাবতা যাহারা পশ্বাদিহইতে কিঞ্চিৎ উৎকৃষ্ট, অথচ পশ্বাদির ন্যায় ক্রোধ-লোভাদির বশীভূত, তাহাদিগের অনুষ্ঠান করা শক্য ও উপযুক্ত যাহা ব্যবস্থা বিহিত

হয়, তাহাই তাহাদিগের ধর্ম্ম বলিয়া নিরূপিত হইতে পারে; এবং যে সকল ব্যক্তি তৎসমূহহইতে উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট, তাহাদিগের পক্ষে প্রাগুক্ত লঘু ধর্ম্ম অধর্ম্মরূপে উল্লেখিত হইয়া তাহাদিগের স্বীয় স্বীয় অনুষ্ঠানশক্য ব্যবস্থাসকল ধর্ম্মরূপে পরিগণিত হয়। হীন ব্যক্তি উচ্চধর্ম্ম আচরণ করিতে উপস্থিত হইলে, তদ্দ্বারা তাহা নির্ব্বাহ হওয়া অযোগ্য বিধায় তাহার "ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ" হইয়া উঠে, সুতরাং উৎকৃষ্ট ধর্ম্মও নিকৃষ্টের অধর্ম্ম বলিয়া নিশ্চিত হইতে পারে। বিশেষতঃ গুণসকলের এইরূপ স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম রহিয়াছে যে, এক গুণ আপনপরিমাণ-অপেক্ষা অধিকাংশ অন্যগুণের সংসর্গী হইলে, উক্ত অধিকাংশিক গুণের তাহাতে সঞ্চার হয়, এই কারণবশতঃই মনুষ্যেতে সংসর্গজাত দোষগুণের সঞ্চার হইয়া থাকে। অতএব দূরদর্শী ভগবান্ মনুষ্যের পরমসুখের সোপানরূপ ধর্ম্ম-সঞ্চিত স্বভাবের বিলোপ নিবারণার্থ তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এইপ্রকার চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। তন্মধ্যে সত্ত্বপ্রধান ব্রাহ্মণ, রজঃপ্রধান ক্ষত্রিয়, রজস্তমপ্রধান বৈশ্য এবং তমঃপ্রধান শূদ্র ও অন্ত্যজাদি। অধুনা তামস কলিযুগের প্রবল বেগে পতিত হইয়া ব্রাহ্মণাদির স্বস্বজাত্যুক্ত ধর্ম্মকর্ম্মাদি বিলুপ্ত হইয়া যদিও সকলে শূদ্রবৎ স্বভাব প্রাপ্ত হইতেছেন, তথাপি তাঁহারা যদি কেহ এক্ষণ প্রগাঢ়রূপে স্বস্ব-ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন, তবে অবশ্যই তাঁহারা পূর্ব্বতন আচার প্রাপ্ত হইতে পারেন। ইহা মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রদ্বারা প্রামাণীকৃত আছে, এবং অনেক ব্যক্তিকেও স্বধর্ম্মানুষ্ঠানবাহুল্যদ্বারা সংশুদ্ধ হইতে দৃষ্ট হওয়া গিয়াছে। এক্ষণ ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, যাহাদের শাস্ত্রে জাতিভেদের পদ্ধতি

প্রচলিত নাই, তাহাদিগের শাস্ত্রও কখন ঈশ্বরপ্রণীত নয়, ইহা অনায়াসে জ্ঞান হইতে পারে।

ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের স্বস্বজাত্যুক্ত আচার ব্যবহার চ্যুত হইয়াই কলিযুগে ক্রমান্বয়ে হীনদশা লাভ করিয়াছেন। এরূপ নিকৃষ্ট অবস্থা না হওয়ারই বা কারণ কি? যখন আচারই হইয়াছে জাতিরক্ষার মূল! সুতরাং সেই আচার যথার্থরূপে রক্ষাকরণজন্য জগদীশ্বর বর্ণভেদে আচারের ব্যবস্থা করিয়া শাস্ত্রে নির্ণয় করিয়াছেন। সুতরাং সেই শাস্ত্রই আচারের আদর্শ এবং শাস্ত্রও অলঙ্ঘ্য দেববাক্য, এই অভেদজ্ঞানে মানবচয়ের তাহাতে বিশ্বাস রাখা ও তদনুসারে কার্য্যকরা অবশ্যই কর্ত্তব্য। যিনি পৃথিব্যাদি গ্রহগণ ও মনুষ্যাদি প্রাণিচয়ের সৃজন করিয়াছেন, তিনিই ঈশ্বর; তাঁহার অপার করুণা আরাধনাব্যতীত কোন প্রকারেই লাভকরার সম্ভাবনা নাই। অত্রাবস্থায় শাস্ত্রানুসারে কেবল তাঁহার উপাসনাই সাধকের কার্য্য। সাধক না হইলে, তাঁহার সেই নির্ম্মল দয়া কেবল ইচ্ছাকরিলেই পাওয়া যায় না। অতএব দেবতার মূলই সাধক এবং সাধকের মূল ক্রিয়া। কেননা, প্রথমতঃ ক্রিয়ার আচরণ না করিলে, মানবগণ কখনই সাধক হইতে পারে না। সেই ক্রিয়ার উদ্দেশ্য ফল (ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ) ও ফলাকাঙ্ক্ষার মূল সুখ এবং সুখের মূল আনন্দ; যেহেতু আনন্দ না হইলে, কখনই সুখের উদ্ভব হয় না। সেই আনন্দের মূল জ্ঞান এবং জ্ঞানের মূল জ্ঞেয়, অর্থাৎ যে ব্যক্তি উচিতমত ক্রিয়া আচরণদ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছে, সেই ব্যক্তিই জ্ঞেয়। তত্ত্বজ্ঞান কেবল ব্রহ্মজ্ঞানমাত্র। সকল শাস্ত্রে ও সমুদয় ক্রিয়াতে ঐক্য রাখিয়া ব্রহ্মেতে অভেদজ্ঞান রাখাই

তত্ত্বজ্ঞানির প্রধান উদ্দেশ্য এবং সকল বিষয়ে ঐক্য রাখাই ব্রহ্মজ্ঞানের মূল। সেই পরব্রহ্ম ভাবাতীত, অথচ নিখিল বিশ্বের যাবদীয় ভাবপ্রকাশক (১)।

অধুনা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে, কেবল জাতি রক্ষা করাই ব্রহ্মোপাসনার প্রধান উদ্দেশ্য। প্রথমতঃ জাতিরক্ষা হইলেই মানবজাতির ক্রমে চরম চিন্তার উন্নতি হইতে পারে। বেদাদি শাস্ত্রসমূহেরও এই যথার্থ অভিপ্রায়। মনুজচয় যখন ঘৃণা, লজ্জাদি পাশহইতে মুক্ত হইয়া নির্ম্মল জ্ঞান লাভ করিবেক, তখন জাতিবিবেচনার বিশেষ প্রয়োজন নাই।

ভূমণ্ডলের ধর্ম্মপ্রণালী।

ভূমণ্ডলে নানাপ্রকার ধর্ম্মপ্রণালী প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে হিন্দু, বৌদ্ধ, য়িহুদি, খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্ম্ম প্রধান, অর্থাৎ এই সকল ধর্ম্মাবলম্বী লোকই অধিক। সকলেই

(১) "আচারমূলা জাতিঃ স্যাদাচারঃ শাস্ত্রমূলকঃ।
দেববাক্যং শাস্ত্রমূলং দেবঃ সাধকমূলকঃ।
ক্রিয়ামূলঃ সাধকশ্চ ক্রিয়াপি ফলমূলিকা।
ফলমূলং সুখং দেব সুখমানন্দমূলকং।
আনন্দং জ্ঞানমূলঞ্চ জ্ঞানং জ্ঞেয়স্য মূলকং।
তত্ত্বমূলং জ্ঞেয়মাত্রং তত্ত্বং হি ব্রহ্মমূলকং।
ব্রহ্মজ্ঞান-মৈক্যমূল-মৈক্যং হি সর্ব্বমূলকং।
ঐক্যং হি পরমেশান ভাবাতীতং সুনিশ্চিতং।
ভাবাতীতাৎ কথং সর্ব্বং প্রকাশভাবমাত্রকং॥"—
সুখগীতা।

আপনাপন-ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধি-অনুসারে চলিয়া থাকেন। বস্তুতঃ ঈশ্বরেতে ও শাস্ত্রেতে বিশ্বাস করিলে, স্বকীয় ধর্ম্মের প্রতি বিশেষরূপ আস্থা ও কায়মনোবাক্যে তাহাতে বিশ্বাস করাই সেই সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের অভিপ্রায় বটে। প্রাগুক্ত ধর্ম্মসমূহমধ্যে যে ধর্ম্মই কেন অবলম্বন করা যাউক্ না, তাহাই সম্পূর্ণরূপে শাস্ত্রের প্রতি নির্ভর করে, শাস্ত্রভিন্ন কোন ধর্ম্মমার্গই সম্যক্‌প্রকারে জ্ঞাত হইতে পারা যায় না। কেননা, শাস্ত্রই তত্তদ্ধর্ম্মের পথপ্রদর্শক; ইহা কোন মতেই অস্বীকার্য্য নহে। অতএব আপনাপন-ধর্ম্মশাস্ত্র সকলেই সম্পূর্ণরূপে অবগত হইয়া স্বস্বধর্ম্ম রক্ষা করাই মানবজাতির কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

হিন্দুধর্ম্ম।

হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী জনগণ, চরমে একমাত্র নিরাকার পরমেশ্বর স্বীকারকরেন, কিন্তু তাঁহার অংশরূপে অসংখ্য সাকার দেবতার আরাধনা করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ প্রথমতঃ সাকার উপসনাই তাঁহাদিগের মুখ্য ধর্ম্ম। কারণ, সাকার উপাসনা-দ্বারা ক্রমে নির্ম্মল জ্ঞানের উদ্ভব হয় এবং ঐ নির্ম্মলজ্ঞানের উৎপত্তি হইলেই মনুষ্যগণ নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনার যোগ্য হয়। জগদীশ্বর মনুষ্যগণের চঞ্চল বুদ্ধি স্থিরতর করার নিমিত্তই সাকার আরাধনার প্রথা ব্যবস্থা করিয়াছেন। মনুজচয়ের যৌবনাবস্থায় কাম-ক্রোধাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিসমূহ স্বভাবতঃ বলবান হইয়া থাকে এবং প্রবৃত্তিসমূহের বিষমতর

উত্তেজনায় উত্তেজিত হওতঃ তাহারা তৎপ্রদর্শিত মার্গে বেগে প্রধাবিত হইতে আরম্ভ করে। তৎকালে প্রলোভনজনিত ধর্ম্মপথ-অবলম্বনভিন্ন তাহাদের ঐ বাহ্যশোভায় রঞ্জিত চক্ষুঃ ও কামনাদি প্রবৃত্তিতে উন্নত মনঃ কোনরূপেই সংযত হইবার নহে। প্রৌঢ়চয়ের অন্তর তৎকালে স্বতঃসিদ্ধই তামসিক-ক্রিয়াকলাপের অনুগামী হয়, সুতরাং তৌর্য্যত্রিক অর্থাৎ নৃত্য, গীত, বাদ্যাদি-সম্বন্ধীয় তামসিক উপাসনায় তাহাদের অন্তর অবশ্য কিছুনা কিছু-আশক্ত হইবেই হইবে। বিশেষতঃ; সাকার উপাসনায় প্রথমতঃ মনঃ-সংযোগ না করিলে, ঈশ্বর-আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াই নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনা, কি চিন্তা, কোন রূপেই হইতে পারে না। যাঁহাদের ধর্ম্মপথে কথঞ্চিৎ প্রবৃত্তি আছে, তাঁহারা অনায়াসেই ইহা উপলব্ধি করিতে পারেন। যখন সাধারণ কোন একটি বিষয় চিন্তা করিতে হইলেই, তাহাতে একদা মনঃসংযোগ করা ঘটিয়া উঠে না, তখন যে, কেবল নিরাকার ব্রহ্মচিন্তা করিয়া জ্ঞান লাভ করা, তাহা সাধারণ মনুষ্যের কর্ম্ম নহে, ইহা কে না স্বীকারকরিবেন? এবং তাহা কেবল মনে করিলেই হইতে পারে না। ক্রিয়া, যোগাদি আচরণদ্বারা অন্তঃকরণের নির্ম্মলতা সাধনকরা প্রয়োজন।

হিন্দুদিগের মধ্যে নানাপ্রকার জাতিভেদ আছে। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণজাতি সকলবর্ণাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহাঁদিগের মধ্যে ভিন্নজাতির অন্ন গ্রহণকরা অতিশয় দূষ্য। এই হিন্দু-জাতিমধ্যে কোন কোন জাতি এত নিকৃষ্ট যে, তজ্জাতীয় লোকের ছায়া স্পর্শকরিলে, তাঁহারা আপনাকে অশুচি জ্ঞান করেন। হিন্দুধর্ম্মের প্রধান শাস্ত্র বেদ, স্মৃতি, পুরাণ ও

তন্ত্র। দেবার্চ্চনা, গঙ্গাস্নান, ব্রাহ্মণভোজন, তীর্থদর্শন ইত্যাদি অনুষ্ঠান এই ধর্ম্মের এক কর্ম্ম। হিন্দুদিগের মধ্যে অনেক মতভেদ আছে। তন্মধ্যে শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, সৌর ও গাণপত্য, এই পাঁচমতই প্রধান। শাক্ত ও বৈষ্ণব এই দুই মতমধ্যে অনেক সম্প্রদায় আছে, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

বৌদ্ধধর্ম্ম।

বৌদ্ধেরা অহিংসাকেই পরমধর্ম্ম জ্ঞানকরেন। ইহাঁদের মতে পরলোক নাই; ইহলোকেই যে কিছু সুখ দুঃখ হয়; তদ্ব্যতিরেকে জীবদিগকে আর কিছুই ভোগকরিতে হয় না। ইহাঁদের মধ্যেও বিস্তর মতভেদ আছে। কোনমতে পরমেশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকারকরে না। কোনমতে বলে, যদিও পরমেশ্বর থাকেন, তাঁহার আরাধনার কোন প্রয়োজন নাই। কোনকোন মতে কতিপয় মহাপুরুষকে ঈশ্বরতুল্য জ্ঞানকরিয়া তাঁহার আরাধনা করে। এই সকল মহাপুরুষেরা লামা প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ। বৌদ্ধদিগের প্রধানধর্ম্মশাস্ত্র দয়ারত্ন, বৃহস্পতিসূত্র, অঙ্গচরিত্র ইত্যাদি।

য়িহুদিধর্ম্ম।

য়িহুদিরা একমাত্র নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকেন; কিন্তু উপাসনার সময় বিস্তর আড়ম্বরকরেন।

তাঁহাদের পুরোহিতেরা যাবজ্জীবন বিবাহকরিতে পারেন না। এই ধর্ম্মের প্রধানশাস্ত্রের নাম বাইবল্। পুর্ব্বকালে য়িহুদিরা জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত তুরস্কনামক দেশে বসতি করিতেন। এক্ষণে ইহাঁরা নানাস্থানী হইয়াছেন; কোন একটী স্বতন্ত্র দেশ ইহাঁদের বাসস্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট নাই।

খৃষ্টীয়ধর্ম্ম।

খৃষ্টানেরা য়িহুদিদিগের মত এক পরমেশ্বর মানেন; অধিকন্তু বলিয়া থাকেন যে, পৃথিবী পাপে পরিপূর্ণ হইয়াছিল, তাহার নিরাকরণ করিয়া মর্ত্ত্যলোকে সত্যধর্ম্ম প্রচারকরিবার নিমিত্ত পরমেশ্বর আপনপুত্র যিশুখৃষ্টকে অবনীমণ্ডলে প্রেরণ করেন। খৃষ্টানেরা কহেন, যিশু বহুবিধ অলৌকিক কার্য্যদ্বারা আপন-ঐশী-শক্তি সপ্রমাণ করিয়াছিলেন। তদবধি মর্ত্ত্যলোকে তাঁহার অর্চ্চনার আরম্ভ হয় এবং তাঁহার অর্চ্চনা ও তৎপ্রণীত ধর্ম্মের অনুষ্ঠানজন্য তাঁহার শিষ্যেরা খৃষ্টান নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। যে পুস্তকে যিশুর বৃত্তান্ত বর্ণিত ও তাঁহার মত সঙ্কলিত আছে, তাহার নাম নূতন বাইবল্। খৃষ্টানেরা য়িহুদিদিগের বাইবল্কে পুরাতন বাইবল্, এই আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। পুরাতন বাইবল্ ও নূতন বাইবল্, এই দুই গ্রন্থ খৃষ্টানদের প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্র। এ উভয়ের মধ্যে নূতন বাইবল্ অধিক মান্য। খৃষ্টানদিগের মধ্যে অনেকপ্রকার সম্প্রদায় আছে। তন্মধ্যে রোমান্ কাথলিক্ ও প্রটেষ্টাণ্ট্, এই দুই সম্প্রদায় প্রধান। রোমান্ কাথলিক্ সম্প্রদায়ের পুরোহিতেরা

যাবজ্জীবন বিবাহকরিতে পান না। ১৮৮৩ বৎসর হইল যিশু-খৃষ্ট জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এমত তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রকাশ আছে।

মুসলমানধর্ম্ম।

প্রায় ১৩০০ শত বৎসর গত হইল ভারতবর্ষের অন্তর্ব্বর্ত্তী আরব নামক দেশে মহম্মদ নামে এক ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করেন। তৎকালে আরবেরা সাকার দেবদেবীর আরাধনা করিত। মহম্মদ ক্রমে ক্রমে প্রচার করিলেন যে, এ দেশের ধর্ম্মপ্রণালী নিরবচ্ছিন্ন ভ্রান্তিজালে আচ্ছন্ন; সেই ভ্রমময় ধর্ম্মের উচ্ছেদ করিয়া সত্যধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত পরমেশ্বর আমাকে অবনীমণ্ডলে প্রেরণকরিয়াছেন এবং এক-খানি গ্রন্থও প্রদানকরিয়াছেন; তাহাতে সমুদায় ধর্ম্মের সার সঙ্কলিত আছে।

এই গ্রন্থের নাম কোরাণ। আরবেরা পরে ক্রমে ক্রমে কোরাণের মত গ্রহণকরিতে আরম্ভকরিল এবং তদবধি মহম্মদ প্রণীতধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। এই ধর্ম্মকে মুসলমানধর্ম্ম বলে। মুসলমানেরা একমাত্র নিরাকার পর-মেশ্বর মানেন। সাকারবাদী মুসলমানদিগের প্রতি তাঁহাদের অতিশয় দ্বেষ। তাঁহারা মুসলমানভিন্ন আর সকলকেই কাফর অর্থাৎ ধর্ম্মভ্রষ্ট বলিয়া থাকেন। ইহাঁদেরও মধ্যে অনেক মত-ভেদ আছে। তন্মধ্যে সিয়া ও সুন্নি, এই দুই মত প্রধান। সিয়ারা সাকার উপাসনা করেন, ইহাঁরাও চরমে একমাত্র

পরমেশ্বর মানেন, কিন্তু তাঁহার অংশস্বরূপ পীর, পেগাম্বর ইত্যাদি দেবতাগণের অর্চ্চনাকরিয়া থাকেন। ইহাঁদের-পুরোহিতের নাম কাজি। বিবাহ-শ্রাদ্ধ-ইত্যাদি ক্রিয়া কাজিভিন্ন সিদ্ধ হয় না। কোন ব্যবস্থা-সম্বন্ধীয় কর্ম্ম উপস্থিত হইলেই তাহার ফতোয়া, অর্থাৎ ব্যবস্থা দেওয়াও কাজির কর্ত্তব্য কার্য্য।

জড়োপাসনাধর্ম্ম

হিন্দুধর্ম্ম প্রভৃতি পাঁচ প্রকার ধর্ম্মব্যতিরেকে পৃথিবীতে আরও অনেকপ্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে কোন কোন ধর্ম্মাবলম্বী লোক এত মূর্খ ও অজ্ঞান যে, সর্ব্বশক্তিমান্ বিশ্বকর্ত্তা পরমেশ্বরের অস্তিত্বও জ্ঞাত নহে এবং বৃক্ষ, বায়ু, অগ্নি, জল প্রভৃতি যে কোন পদার্থের কোন বিশেষ ক্ষমতা দেখে, তাহাকেই ঈশ্বরজ্ঞানে অর্চ্চনা করে। তাহারা দেখিতে পায়, অগ্নি নিমেষমধ্যে গৃহাদি দগ্ধ করিয়া ফেলে, প্রবল বায়ু উপস্থিত হইলে ঘোরপ্রলয় উপস্থিত হয় এবং মেঘ ভীমনাদে গর্জ্জন করে ও তাহাহইতে অগ্নিশিখা নিঃসৃত হয়। এই সকল ব্যাপার কি নিমিত্ত ঘটে, তাহারা ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে পারে না। সুতরাং এই সকল জড়পদার্থকে অলৌকিকশক্তিসম্পন্ন জ্ঞান করিয়া দেবতাবোধে পূজা করিয়া থাকে। এই প্রকার লোকদিগকে জড়োপাসক ও ইহাদের ধর্ম্মকে জড়োপাসনা কহা যায়।

মন্ত্রদীক্ষার কারণ।

মানবজাতির অন্তঃকরণ স্বভাবতঃ চঞ্চল, তাহার কোন বিশেষকারণবশতঃ একাগ্র হওয়া ভিন্ন অন্য কোন প্রকারেই স্থিরতা লাভ করিতে পারে না। সুতরাং কোন কার্য্যে তাহাদের বিশ্বাসও জন্মে না। যখন কোন একটি কার্য্য উপস্থিত করিয়া, তাহা সম্পাদনের ইচ্ছা করা যায়, তখন তাহাতে বিশেষরূপে মনঃসংযোগ করিয়া, তাহার তত্ত্বানুসন্ধান করা হয় যে, লক্ষিত বিষয়টি কিরূপ ও তাহা সম্পাদনের হেতু কি এবং কি কি প্রণালীতে সেই কার্য্যটি সম্পাদন করা কর্ত্তব্য? ইত্যাদি কারণের উদ্বোধজন্য যদি সেই কার্য্যের কোন একটি নিয়ম সঙ্কলিত থাকে, তবে তাহাই অবলম্বন করিয়া কার্য্যটি নির্ব্বাহকরিতে হয় এবং যদি ঐরূপ কোন প্রাচীন পদ্ধতি না থাকে, তবে তাহার নূতন একটি নিয়ম সঙ্কলন করিয়া ক্রিয়াটী সম্পাদন করাই মনুষ্যমাত্রের কর্ত্তব্য এবং মনুষ্য তাহাই করিয়াও থাকে। ইহার অন্যতর কোন একটি অবলম্বন না করিলে, উপস্থিত কার্য্য কখনই উৎকৃষ্টরূপে সম্পাদিত হইতে পারে না; তাহাতে অবশ্যই কোন না কোন বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া উঠে। অতএব মনুষ্যমাত্রেরই পুরুষপরম্পরাগতরীতি, অথবা জ্ঞানবান্ মহাত্মাচয়ের সমীপে উপদেশ গ্রহণকরিয়া সাধারণ কার্য্য নির্ব্বাহ করা নিতান্ত আবশ্যক।

দীক্ষাশব্দের প্রকৃত অর্থও উপদেশ। মনুজচয় শিশুকালে প্রসূতী ও ধাত্রী-সমীপে নানাপ্রকার হিতোপদেশ প্রাপ্ত হইয়া, বাল্যকাল তদবস্থায় অতিবাহিত করতঃ, কৈশোর-

কালে বিদ্যাশিক্ষাজন্য জ্ঞানবান্ আচার্য্য-নিকটে গমন করিয়া, বিবিধপ্রকার বিদ্যার উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাকে। এমন কি, তাহাদের সাংসারিক সাধারণ কার্য্যপ্রণালী শিক্ষা করাও উপদেশভিন্ন হইতে পারে না। এক ব্যক্তির কোন বিদ্যায় উত্তমরূপে সংস্কার জন্মিলেও একখানি নূতন গ্রন্থের ভাব ব্যাখ্যা স্বয়ং করিয়া, তাহাতে গ্রন্থকর্ত্তার যথার্থ অভিপ্রায় তৎকর্ত্তৃক ব্যক্ত হইল কি না, এই সুমহৎ আত্মসন্দেহের ভঞ্জন কোন প্রকারেই হয় না। সুতরাং সকল সময়ে সকল বিষয়েই আচার্য্যনিকট উপদেশ-গ্রহণ করা আবশ্যক। তাহাহইলে অন্তঃকরণের মলিনত্ব দূর হইয়া তাহাতে মনের নিপুণতা হইতে পারে। বস্তুতঃ এই সংসারে মানবগণের উপদেশভিন্ন কোন কার্য্যই প্রশুদ্ধরূপে শিক্ষা করার উপায়ান্তর নাই।

এই অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডেতে ব্যাপ্ত যে পরমেশ্বর, তাঁহার পাদপদ্ম দর্শনের পথ যিনি দর্শান, তিনিই গুরু (১) এবং অজ্ঞানরূপ ধ্বান্তরাশি-কর্ত্তৃক যে জন অন্ধ, তাহার জ্ঞানরূপ অঞ্জনের শলাকাস্বরূপ যিনি, অর্থাৎ যাঁহাহইতে জ্ঞানমার্গ দর্শন করা যায়, তিনিই গুরু (২)। বিশেষতঃ গুরুগীতায় উল্লেখ আছে, যিনি আমার রক্ষাকর্ত্তা, তিনি জগতের রক্ষাকর্ত্তা; যিনি আমার গুরু, তিনিই জগতের গুরু এবং যিনি আমার আত্মা, তিনিই সর্ব্বভুতের অন্তরাত্মা হয়েন। অতএব

(১) "অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥"

(২) "অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥"

সেই সর্ব্বময় শ্রীগুরুকে নমস্কার করি (১)। গুরুমূর্ত্তিধ্যানই সকলপ্রকার ধ্যানের মূল; গুরুর শ্রীপাদপদ্মপূজনই বিবিধ-রূপ পূজার আদিকারণ, অর্থাৎ গুরু যাহা বলিবেন, তাহাই মন্ত্র; সেই মন্ত্রদ্বারা অর্চ্চনাকরা মনুষ্যমাত্রের কর্ত্তব্য; সুতরাং জীবব্রহ্মের মোক্ষের মূলই গুরুর অনুকম্পা (২)। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব, এই ত্রিদেবাত্মক গুরুই সমস্তজগৎস্বরূপ, গুরু-হইতে শ্রেষ্ঠ পদার্থ আর জগতে কিছুই নাই; অতএব সকলে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত গুরুপূজা করেন, কেবল গুরুপূজা করিলেই সকলের পূজা করা হয় (৩)।

যিনি চৈতন্যস্বরূপ, শাশ্বত, অর্থাৎ নিশ্চিত ও নিত্য সত্য মুক্তস্বভাব, সকল ইন্দ্রিয়ের অতীত এবং নিরংশ (স্বয়ং পর-ব্রহ্ম) ও নিষ্কলঙ্ক, তেজোময়, আকাশের অতীত, আভাসশূন্য, নাদবিন্দুরও অতিরিক্ত, কেবল সূক্ষ্মজ্ঞানস্বরূপ, সেই গুরুকে নমস্কার করি (৪)। আর যিনি জ্ঞানশক্তিতে সম্যক্ আরূঢ় এবং সমুদয়তত্ত্বগ্রথিত মালাতে বিভূষিত, সেই ভোগমোক্ষ-প্রদাতা শ্রীগুরুকে নমস্কার করি (৫)। অপিচ পরব্রহ্মস্বরূপ

---

(১) "মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো-মদ্গুরুঃ শ্রীজগদ্গুরুঃ।
মমাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

(২) "ধ্যানমূলং গুরোর্ম্মূর্ত্তিঃ পূজামূলং গুরোঃ পদং।
মন্ত্রমূলং গুরোর্ব্বাক্যং মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা॥"

(৩) "গুরুরেব জগৎ সর্ব্বং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকং।
গুরোঃ পরতরং নাস্তি তস্মাৎ সম্পূজয়েদ্গুরুং॥"

(৪) "চৈতন্যং শাশ্বতং শান্তং ব্যোমাতীতং নিরঞ্জনং।
বিন্দুনাদকলাতীতং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

(৫) "জ্ঞানশক্তিসমারূঢ়ং তত্ত্বমালাবিভূষিতং।
ভুক্তিমুক্তিপ্রদাতারং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

গুরু আনন্দময়, সর্ব্বসুখদ, অর্থাৎ বিশুদ্ধ-অখণ্ডসুখপ্রদ, একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ, দ্বন্দ্বাতীত, অর্থাৎ অদ্বিতীয় আকাশসদৃশ স্বচ্ছ; তত্ত্বমসি, (ব্রহ্মজ্ঞান) অর্থের প্রতিপাদ্য, অলক্ষ্যবস্তুসদৃশ, এক-মাত্র নিত্য, নির্ম্মল, সর্ব্বদা অচল, অর্থাৎ স্থাণুবৎ স্থিররূপ, সাক্ষি-স্বরূপ, সর্ব্বভাবের অতীত, অর্থাৎ অপরিমেয়, ত্রিগুণেরও অতীত, নির্গুণ, সৎস্বরূপ, সেই গুরুকে নমস্কার করি (১)।

এই সমুদায় কারণে নিতান্তই উপলব্ধি হইতেছে যে, গুরুই পরব্রহ্মস্বরূপ, তাঁহার অর্চ্চনাতেই চতুর্ব্বর্গফল অনায়াসে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বস্তুতঃ গুরুসেবা ও গুরুর নিকট মন্ত্রগ্রহণ-ব্যতীত এই দুস্তর ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়ার উপায়ান্তর নাই, ইহা নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে। অতএব এরূপ ঐহিক ও পার-ত্রিক সুখদাতা যে গুরু, মানবগণ তাঁহার নিকট অবশ্যই দীক্ষা গ্রহণ করিবেক। রুদ্রযামলে শিব কহিয়াছেন,—দীক্ষাগ্রহণ-মাত্রেই আত্মা শিবত্ব লাভকরে এবং অন্তঃকরণে যত-প্রকার কুপ্রবৃত্তি ও বিষমতর সন্দেহ থাকে, তাহা ক্ষীণত্ব প্রাপ্ত হয় (২)। যেহেতু শাস্ত্রে কথিত আছে, উপাসক স্বীয় শরীরকে দেব জ্ঞান না করিলে, দেবতার অর্চ্চনার অধিকারী হইতে

(১) "ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলজ্ঞানমূর্ত্তিং
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যং।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বদা সাক্ষিভূতং
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি॥"—
গুরুগীতা।

(২) "দদাতি শিবতাদাত্ম্যং ক্ষিণোতি চ মলত্রয়ং।
অতোদীক্ষেতি সংপ্রোক্তা দীক্ষাতন্ত্রার্থবেদিভিঃ॥"—
রুদ্রযামল।

পারে না। সুতরাং দীক্ষাই তাহার প্রধান উপায়। বিশেষতঃ দীক্ষাতে পরমজ্ঞান, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভকরা যায় এবং পূর্ব্বার্জ্জিত পাপসমূহের ধ্বংস হয়। অতএব আগমার্থ যে দীক্ষা, তাহা গ্রহণকরা সর্ব্বসাধারণেরই কর্ত্তব্য (১)। যেহেতু পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, স্বার্থসাধন কার্য্যসমূহে ঐক্যচিত্ত ও মনের নিপুণতা করা আবশ্যক। তাহা না হইলে কোন কর্ম্মই সুশৃঙ্খলরূপে শীঘ্র সুসম্পন্ন হয় না। মানবগণের পরমায়ুঃ অতি অল্প; অধুনা প্রায়ই এরূপ দেখা যাইতেছে, পঞ্চাশৎ কি ষষ্টিবর্ষ, ঊর্দ্ধসংখ্যা সপ্ততিবর্ষের ঊর্দ্ধ কোন ব্যক্তিই জীবত থাকে না। এই কালমধ্যে বিদ্যার্জ্জন, ধনার্জ্জন, দারগ্রহণ, সন্তানোৎপাদন, ধর্ম্মচিন্তা ইত্যাদি সকল কর্ম্মই উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করিতে হয় এবং এইপ্রকার শাস্ত্রেরও যথার্থ অভিপ্রায় (২); সুতরাং তাহা যত শীঘ্র নির্ব্বাহ হইতে পারে, তাহাই মানবগণের করা প্রয়োজন। শক্তি-উপাসকগণের উপাস্য দেবতা কেবল একমাত্র নহে,—কালী, তারা ইত্যাদি দশ মহাবিদ্যা এবং তাঁহাদের অন্তর্ভূতাও বহুবিদ্যা আছেন। এই সকল দেবতার উপাসনা ও উপাসনা-পদ্ধতি শাস্ত্রে উক্ত আছে। ইহাঁদের প্রত্যেকের রূপ, বর্ণ ও উপাসনার প্রণালীও ভিন্ন ভিন্ন। সুতরাং একদা সমুদায় দেবতার অর্চ্চনা কোনপ্রকারেই হইতে পারে

---

(১) "দীয়তে পরমজ্ঞানং ক্ষীয়তে পাপপদ্ধতিঃ।
তেন দীক্ষোচ্যতে মন্ত্রে স্বাগমার্থবলাবলাৎ॥"—
লঘুকল্পসূত্র।

(২) "বিদ্যামুপার্জ্জয়েদ্বাল্যে ধনদারাংশ্চ যৌবনে।
প্রৌঢ়ে ধর্ম্মাণি কর্ম্মাণি চতুর্থে প্রব্রজেৎ সুধীঃ॥"—
নির্ব্বাণতন্ত্র।

না এবং অর্চ্চনা করিলেও তাহাতে কোন ফললাভ হইবে না, ইহা নিশ্চয় বলা যাইতে পারে। যদ্রূপ একস্থলে গমনের উদ্দেশ্য করিয়া তাহার নির্দ্দিষ্টপথে গমন করিলে, অনায়াসেই পূর্ব্বলক্ষিত স্থানে শীঘ্র উত্তীর্ণ হওয়া যাইতে পারে; কিন্তু গমনীয়মার্গের তত্ত্বানুসন্ধান না করিয়া অন্ধের ন্যায় নানাপথে যথেচ্ছা ধাবিত হইলে, সুশৃঙ্খলরূপে উদ্দেশ্যস্থানে উপস্থিত না হইয়া, বরং তাহাতে ভয়ানক বিপত্তির উদ্ভব হইতে পারে; তদ্রূপ বহু দেবীর অর্চ্চনা না করিয়া কায়মনোবাক্যে এক দেবতাকে লক্ষ্য করতঃ তাহার আরাধনা করাই বিধি এবং তাহা অল্পকালমধ্যেই সম্পন্ন হইতে পারে। সেই দেবতাও স্বয়ং উদ্ধার করিয়া লওয়া কোনমতেই সঙ্গত হইতে পারে না; বরং তাহাতে নানাপ্রকার দ্বৈধীভাবের উদ্ভব হওয়ারই নিতান্ত সম্ভব। কেননা, যখন দেখা যাইবে যে, এক ব্যক্তি গুরুদেবের উপদেশক্রমে এক দেবতার উপাসনা করিয়া কথঞ্চিৎ ফল লাভকরিয়াছেন, আমার অন্য দেবতার অর্চ্চনা করিয়া কিছুই ঘটে নাই; তৎকালে স্বকীয় উপাস্য দেবতার প্রতি অবশ্যই দ্বেষভাবের উদ্ভব হইতে পারে। ইহাতে আর সন্দেহ কি? বিশেষতঃ পুরাণাদিতে দেবতাদিগের নানাপ্রকার শক্তি ও ক্ষমতার বিষয় বর্ণিত আছে। তদ্দর্শনে দেবতাচয়মধ্যে উত্তমাধম কল্পনাও হইতে পারে। জগদীশ্বর মানবগণকে এই ঘোর বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য গুরুর নিকট মন্ত্রদীক্ষার কল্পনা নিরূপণকরতঃ তন্ত্রাদিশাস্ত্রে প্রত্যেক দেবতার পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্রোদ্ধার করিয়াছেন এবং গুরু যাহা কর্ণে প্রদান করিবেন, তাহাই ব্রহ্ম ও তদ্দ্বারা মোক্ষলাভ হইবেক, তাহাতে ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন। আরও কহিয়াছেন,—

যিনি গুরুদত্ত মন্ত্রে ও গুরুকে অবহেলন করিবেন, তাঁহার কখনই মোক্ষলাভ হইবে না। অধিকন্তু নরকাদিপতনভয় দর্শাইয়া শাস্ত্রশাসন প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং শাস্ত্র পরমেশ্বরবাক্য বলিয়া বিশ্বাস ও পূজনীয় জ্ঞান করিলে, তন্মত অবলম্বনে অবশ্যই মনের মলিনত্ব দূর হইয়া ক্রমে নির্ম্মল জ্ঞানের উদ্ভব হইবেক; তৎপক্ষে সন্দেহবিরহ।

যোগিনীতন্ত্রে উক্ত আছে, দীক্ষাগ্রহণে পরমজ্ঞান লাভ হয় এবং ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, নিদ্রা, নিন্দা, জাতি, কুল ও শীল, মানবপক্ষে এই অষ্টপাশ ক্ষীণতাপ্রাপ্ত হইয়া শরীর শিবত্বকে লাভ করে (১)। বিশেষতঃ মনের দ্বারায়, কর্ম্মের দ্বারায়, বাক্যের দ্বারায় যে সকল পাপের উদ্ভব হয় তাহা নাশ হইয়া বিজ্ঞান, লয়, মুক্তি ইত্যাদি লাভ হয়। অতএব ধীমান্ মানবগণ এরূপ দীক্ষাকে অবশ্যই গ্রহণ করিবেক (২)। সেই দীক্ষা

(১) "ঘৃণা লজ্জা ভয়ং নিদ্রা জুগুপ্সা চেতি পঞ্চমম্।
জাতিঃ কুলং শীলং চৈব অষ্টৌ পাশাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
পাশযুক্তো ভবেজ্জীবঃ পাশমুক্তঃ সদাশিবঃ॥"—
যোগিনীতন্ত্র।

(২) "দীয়তে জ্ঞানমত্যর্থং ক্ষীয়তে পাশবন্ধনং।
অতোদীক্ষেতি দেবেশি কথিতা তত্ত্বচিন্তকৈঃ॥
মনসা কর্ম্মণা বাচা যৎ পাপং সমুপার্জ্জিতং।
তেষাং বিশেষঃ করণী পরমজ্ঞানদায়কঃ॥
তস্মাদ্দীক্ষেতি লোকেঽস্মিন্ গীয়তে শাস্ত্রবেদকৈঃ।
বিজ্ঞানফলদা চৈব দ্বিতীয়া লয়কারিণী।
তৃতীয়া মুক্তিদা চৈব তস্মাদ্দীক্ষেতি ধীয়তে॥"—
যোগিনীতন্ত্র, ষষ্ঠ পটল।

যত্নপূর্ব্বক গুরুর নিকট গ্রহণ করা অতীব আবশ্যক। কারণ, দীক্ষাভিন্ন সদ্গতিলাভের উপায়ান্তর নাই। যে জন অদীক্ষাবস্থায় পঞ্চত্বকে লাভ করে, তাহাকে রৌরবনামক নরকে গমন করিতে হয়। এই দীক্ষা-সম্বন্ধে সর্ব্বদা শাস্ত্রাদি বিচার করা জনসমূহের কর্ত্তব্য কার্য্য (১)। বিশেষতঃ যে ব্যক্তি অদীক্ষিত হইয়া জপপূজাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন, যদ্রূপ শিলাখণ্ডে বীজ বপনকরিলে, তাহাতে অঙ্কুরোৎপত্তি না হইয়া বরং রোপিত বীজেরই সম্যগ্রূপে বিনাশ হয়; তদ্রূপ তাঁহার জপপূজাদি আচরণে কোন ফল না হইয়া, কেবল তাঁহার বৃথা আয়াসমাত্রই লাভ হয় (২)। জগদীশ্বরের এই অমোঘ বাক্যসমূহ অলঙ্ঘ্য জ্ঞানকরিয়া যে জন দীক্ষা গ্রহণকরিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে বিশেষ মনোযোগী হইয়া অতিগূঢ় এবং শ্রমায়ত্ত ক্রিয়াসকল অনুষ্ঠানে একান্ত বিরত আছেন, তাঁহার নিকট আপাততঃ দীক্ষা, কি অর্চ্চনা নিতান্ত অলিক জ্ঞান

(১) "দেবি দীক্ষাবিহীনস্য ন সিদ্ধির্ন চ সদ্গতিঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গুরুণা দীক্ষিতোভবেৎ॥
বিচারং চক্রসারস্য করণীয়মবশ্যকং।
অদীক্ষিতোহপি মরণে রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।
তস্মাদ্দীক্ষাং প্রযত্নেন সদা কুর্য্যাচ্চ তান্ত্রিকীম্॥"—

রুদ্রযামল, পূর্ব্বখণ্ড, তৃতীয় পটল।

(২) "অদীক্ষিতা যে কুর্ব্বন্তি জপপূজাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
ন ভবন্তি প্রিয়ে তেষাং শিলায়ামুপ্তবীজবৎ॥"—

রুদ্রযামল, পঞ্চদশ পটল।

হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। কারণ, তিনি দেখিবেন যে, দীক্ষা গ্রহণকরিয়া শরীর শিবত্বকে লাভ করে না এবং পুর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানেরও কথঞ্চিৎ ন্যূনাধিক্য হয় না, ইহা যথার্থ। যেরূপ মানবগণ কেবল বিদ্যারম্ভ করিয়া সমুদায় শাস্ত্রে এককালে পারদর্শী হইয়া থাকেন না; তজ্জন্য ক্রমে গুরুসমীপে নানা-প্রকার উপদেশ ও অসহ্য আয়াস সহ্য করিয়া উত্তরোত্তর অতিকঠিন গ্রন্থ আলোচনাকরিতে হয়; তাহাহইলে ক্রমা-ন্বয়ে বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া, পরিশেষে ধীমান্‌রূপে খ্যাতিলাভ করিয়া থাকেন; মধুমক্ষিকার মধুক্রমহইতে মধু-গ্রহণ করা অতিশ্রমায়ত্ত বটে, কিন্তু তাহা পানকরা অতি-সুখদ ও সন্তোষজনক; তদ্রূপ ঈশ্বরানুজ্ঞার প্রতি বিশ্বাস রাখিয়া, তাঁহার দর্শিত ক্রিয়াদিতে বিশেষ আস্থা করতঃ নিয়ত তদনুষ্ঠান করিলে, তাঁহার ঐ পরমহিতকর বাক্যসকল ক্রমে ফলদাতা হইয়া উঠে; সুতরাং তখন তাহাতে একান্ত অনু-রক্তিও জন্মে। আহা! যেজন সেই নামামৃতপানে উন্মত্ত হইয়া ব্রহ্মানন্দে নিয়ত বিহ্বল আছেন, তিনিই ধন্য এবং তাঁহার মানবজন্ম গ্রহণকরাও সার্থক।

কুলার্ণবতন্ত্রে উল্লেখ আছে;—যেরূপ লৌহের সহিত পারদ মিশ্রিত হইলে, অতিহীন ধাতু লৌহও কাঞ্চনত্ব লাভ করে, সেইরূপ জীবাত্মা গুরুদত্ত মন্ত্র গ্রহণকরতঃ আপনি শিবত্বকে লাভ করে এবং বহ্নিস্বরূপ দীক্ষাও অন্তরে প্রবেশ করিয়া ক্রমে কর্ম্মসমূহকে দগ্ধকরতঃ স্ত্রীপুত্রাদি পরিজনগণের মায়া-পাশ ছিন্ন করে, সুতরাং কর্ম্মবন্ধনসকল ক্রমান্বয়ে শিথিল হওতঃ অবশেষে এককালেই ধ্বংস হয়; তখন আত্মার অজ্ঞানাচ্ছন্নরূপ জীবত্ব দূরীভুত হইয়া, নির্ম্মল জ্ঞানস্বরূপ শিব-

ত্বকে লাভকরে (১)। বস্তুতঃ দীক্ষাই জীবব্যূহের কর্ম্মবন্ধন-নাশের একমাত্র তীক্ষ্ণাস্ত্র ও উপাসনার পথপ্রদর্শক, তদ্ভিন্ন আর উপায়ান্তর নাই। পরমেশ্বর ভূচর-খেচরাদি জীবগণ-শরীরে পরমাত্মারূপে বিরাজমান আছেন, ইহা সত্য! যদ্রূপ গো-শরীরে দুগ্ধের অন্তর্ভূত ঘৃতের সত্তা থাকাসত্ত্বেও তাহার শরীর পোষণ করে না, কিন্তু গো-হইতে দুগ্ধদোহন করিয়া প্রক্রিয়াদ্বারায় ঘৃত প্রস্তুতকরতঃ পুনরায় গো-কে পান করা-ইলে, অবশ্যই তাহার পোষকতা জন্মায়; তদ্রূপ মানবচয়ের শরীরাভ্যন্তরে পরমেশ্বর সূক্ষ্মরূপে বিরাজমান আছেন বটে, কিন্তু উপাসনাভিন্ন কখনই ফলদাতা হন না (২)। জগদীশ্বর বেদাদি যতপ্রকার শাস্ত্র মনুষ্যগণের ধর্ম্ম ও আচার-ব্যবহার-সম্বন্ধে প্রচার করিয়াছেন, সকলেরই এই অভিপ্রায় বটে। দীক্ষা উপাসনার মূল, দীক্ষাগ্রহণভিন্ন উপাসনাতে অধিকারী হইতে পারা যায় না এবং উপাসনা না করিলেও ব্রহ্মপদ লাভকরার উপায়ান্তর নাই। যখন দেখা যাইতেছে, কোন

---

(১) "রসেন্দ্রেণ যথা বিদ্ধময়ঃ সুবর্ণতাং ব্রজেৎ।
দীক্ষাদীপ্তস্তথৈবাত্মা শিবত্বং লভতে প্রিয়ে॥
দীক্ষাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাসৌ জায়াদ্বিচ্ছিন্নবন্ধনঃ।
গতস্তস্য কর্ম্মবন্ধো নির্জ্জীবশ্চ শিবোভবেৎ॥"—
কুলার্ণবতন্ত্র।

(২) "গবাং সর্পিঃ শরীরস্থং ন করোত্যাত্মপোষণং।
স্বকর্ম্মচরিতং দত্তং পুনস্তামেব পোষয়েৎ॥
এবং সর্ব্বশরীরস্থঃ সর্পির্বৎ পরমেশ্বরি!
বিনা চোপাসনাদ্দেবি ন দদাতি ফলং নৃণাং॥"—
কুলার্ণবতন্ত্র, পঞ্চম খণ্ড, ষষ্ঠ পটল।

একটি রাজবিপ্লবে, অথবা কার্য্যবিশেষে অন্যকৃত সাহায্যের আবশ্যক হইলে, স্তুতিবাক্যদ্বারা কিম্বা তাহার মনোরঞ্জনীয় কোন কার্য্যদ্বারা তাহাকে সন্তুষ্ট করিয়া, স্বকীয় মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি ও উপস্থিত ঘোরদায়হইতে উত্তীর্ণ হইতে হয়। তখন যাঁহার ইচ্ছায় সৃষ্টিস্থিতিলয়াদি সাধন হইতেছে, সেই বিশ্ব-নিয়ন্তা জগদীশ্বরের সন্তোষ জন্মাইয়া তাঁহার কৃপার ভাজন হওয়াতে যে কীদৃশ শারীরিক ও মানসিক আয়াসের আবশ্যক, তাহা অনায়াসেই উপলব্ধি হইতে পারে। অতএব সেই সর্ব্বহিতকারী ভুতভাবন ভগবৎপ্রণীত শাস্ত্র অবলম্বনকরিয়া তন্মতে আচরণ করা ও তদ্দর্শিত ক্রিয়াকলাপে অনুরক্ত হইয়া উপাসনাদি কার্য্যের ব্যবহার করিলে, কালে তাঁহার অনুকম্পাভাজন হইতে পারা যায়, তৎপক্ষে আর সন্দেহ কি ?

সর্ব্ববিষয়ে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বনকরা মানবগণের কদাচ কর্ত্তব্য নহে। জগদীশ্বরের চিরন্তন অনুগ্রহের আকাঙ্ক্ষা করা সর্ব্বসাধারণেরই নিতান্ত উচিত। যখন দেখিতেছি যে, তাঁহারই নিয়োগানুসারে এই ভুমণ্ডলস্থ কার্য্যকলাপ রীতিমত ক্রমান্বয়ে নিষ্পাদন হইতেছে, তাহার অণুমাত্রও ন্যুনাতিরেক হয় না। প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডকিরণে সমুদ্রগর্ত্তহইতে বারিরাশি বাষ্পাকারে নভোমণ্ডলে উত্থিত হইয়া ঘনাবলিরূপে পরিণত হয়, পুনরায় রবিকরে দ্রবীভুত হইয়া, বারিধারা পৃথিবীতে বর্ষণকরতঃ শস্যাদির পুষ্টিসাধন করিতেছে; এই ভুমণ্ডলের গতিদ্বারা চন্দ্রসুর্য্যগ্রহনক্ষত্রাদির উদয়াস্ত সম্পাদিত হইয়া বার্ষিক বসন্তাদি ঋতুর যথানিয়মে উদয় হইতেছে; এবং স্বেদজ, অণ্ডজ, জরায়ুজ, উদ্ভিজ্জাদির জনন ও মরণ কেবল তাঁহারই নিয়োগানুসারে সম্পাদিত হইতেছে। এমন কি? যখন

অতিসূক্ষ্ম বালুকাকণা-অবধি ভয়ানক মেঘগর্জ্জন, শিলাবর্ষণ এবং বিদ্যুৎপাতাদি-পর্য্যন্ত যে সকল আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ব্যাপার এই অবনীতে অহরহঃ নিষ্পন্ন হইতেছে, সে সমুদায়ই কেবল তাঁহারই অচিন্তনীয় কৌশল ও তাঁহারই অলঙ্ঘ্য আজ্ঞা! তখন তাঁহার নিয়োগের বহির্ভূত কিছুই হইবার নহে। সুতরাং তাঁহার প্রদর্শিত শাস্ত্রসমূহের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস করিয়া তদনুসারে তাঁহার উপাসনাক্রিয়া সমাধানকরা অস্মদাদির অবশ্যই কর্ত্তব্য। অতএব সেই উপাসনা কি কি প্রণালীতে সাধনকরিতে হয় ও তাহার চরম কি, তাহা জ্ঞাত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনায় নিম্নে প্রকটন করিলাম।

উপাসনা।

উপাসনাভিন্ন কোনপ্রকারেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হওয়ার সম্ভব নাই, ইহা বলা বাহুল্যমাত্র। যে ব্যক্তি যে রূপেই কেন সাধন করুন্ না, তাহাই উপাসনাপদবাচ্য হয়। কিন্তু এস্থলে সেই ভ্রমসঙ্কুল উপাসনাপ্রণালীর উদ্দেশ্য উল্লেখ করা আমার মানস নহে। স্থূলরূপে, অর্থাৎ সাকাররূপে যে ক্রিয়াদি করার ভূয়োভূয়ঃ প্রমাণ আমাদিগের বেদাদি শাস্ত্রে দৃষ্ট হইতেছে, কেবল তাহারই বিশেষ বর্ণনা করা আমার প্রধান উদ্দেশ্য; যেহেতু প্রথমতঃ ক্রিয়া-আচরণ-ভিন্ন তত্ত্বজ্ঞানলাভের উপায়ান্তর নাই, কারণ কর্ম্ম না করিয়া যে ব্যক্তি জ্ঞানলাভের ইচ্ছায় সন্ন্যাসকে গ্রহণ করে, তাহার কস্মিন্ কালেও মুক্তিপদ

লাভের সম্ভাবনা নাই (১)। সুতরাং সাধকগণ সর্ব্বদা ক্রিয়া করিবেক, তাহা ক্ষণকালজন্যও ত্যাগকরিবেক না (২)। কিন্তু সেই ক্রিয়া নিষ্কাম, অর্থাৎ ফলের বাসনারহিত যে ক্রিয়ার আচরণ করা, তাহাই জ্ঞানলাভের ও নির্ব্বাণমুক্তির প্রধান উপায় (৩)। নিষ্কাম না হইয়া যে জন ফলাকাঙ্ক্ষায় ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে, সে কোন কালেই নির্ব্বাণমুক্তিলাভ করিতে পারে না। ঐ সকল ক্রিয়ার ফলভোগজন্য তাহাকে বারম্বার জঠরযন্ত্রণা ভোগকরতঃ এই অবনীতে গতায়াত-জন্য পুনঃ পুনঃ শরীর ধারণকরিতে হয়। সুতরাং নিষ্কাম-ক্রিয়ার আচরণ করাই সর্ব্বসাধারণের নিতান্ত কর্ত্তব্য। যে প্রকার নলিনীদলে বারি রক্ষা করিলে, উহা তাহাতে স্থায়ী হয় বটে, কিন্তু ঐ দলহইতে চ্যুত হইলে, তাহাতে বিন্দুমাত্র বারিও সংলগ্ন থাকে না (৪); যেরূপ পরপুরুষা-শক্ত কামিনীচয় গুরুগঞ্জনাভয়ে গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা থাকা

---

(১) "ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥"—

ভগবদ্গীতা।

(২) "সদা ক্রিয়া প্রকর্ত্তব্যা ক্রিয়য়া সিদ্ধিমুত্তমাং।
প্রাপ্নোতি সাধকশ্রেষ্ঠ-অতএব ন চ ত্যজেৎ॥"—

মুণ্ডমালাতন্ত্র।

(৩) "তস্মাদশক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচরেৎ।
অশক্তোহ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ॥"—

ভগবদ্গীতা।

(৪) "কুর্ব্বন্ কর্ম্মাণ্যনাশক্তঃ নলিনীদলনীরবৎ।
বর্ত্তেতাত্মা ন মূর্দ্ধিত্বং তত্ত্বজ্ঞানবিচারতঃ॥"—

তত্ত্ববিচার।

সত্ত্বেও তাহাদের হৃদয়ে অন্যগতপ্রেম সর্ব্বক্ষণ জাগরূক থাকে; এবং যে প্রকার বালিকাগণ ধূলা-খেলাতে একান্ত অনুরক্ত হইয়া ধূলাদ্বারা অন্নব্যঞ্জনাদি প্রস্তুতকরতঃ অশনাদির ভান করিয়া থাকে, অথচ অপর কোন ব্যক্তি ঐ অন্নাদি ভোজন করিতে বলিলে, "এ মিছা ভাত,"—এরূপ তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠে; সুতরাং খেলাতে অত্যন্ত অনুরক্তা থাকা সত্ত্বেও তাহাতে অলীকত্ব-জ্ঞান যে তাহাদের অন্তঃকণে সর্ব্বদা বিরাজিত থাকে, ইহা অনায়াসেই বুঝা যায়। সেই প্রকার কর্ম্ম আচরণ করা কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু তাহাতে সম্যগ্-রূপে আশক্ত হইয়া তাহাতেই চিরজীবন অনুরক্ত থাকা কোনরূপেই বিধেয় নহে। বিশেষতঃ ক্রিয়া-আচরণসময়েও সকল বিষয়ে জগদীশ্বরেতে সর্ব্বদা অন্তঃকরণের যোগ রাখা নিতান্ত কর্ত্তব্য; কারণ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা কেবল জ্ঞান-লাভের জন্য, জ্ঞানলাভ হইলে ক্রিয়া আপনাহইতেই কর্ম্মিকে পরিত্যাগ করে; যেরূপ ফুল কেবল ফলের জন্যই উৎপন্ন হয়, ফল উদ্ভব হইলে কুসুমচয় আপন হইতেই স্খলিত ও ভূতলে পতিত হয়, তদ্রূপ অজ্ঞানী, অর্থাৎ অতত্ত্ব-জ্ঞানির সম্বন্ধেই কেবল ক্রিয়ার প্রয়োজন। জ্ঞানবান্ হইলে, জ্ঞানী ব্যক্তিকে ক্রিয়ায় কখনই অধিকার করিতে পারে না (১)।

কেবল চিত্তশুদ্ধির নিমিত্তই ক্রিয়ার প্রয়োজন। চিত্তের

(১) "অজ্ঞানস্য ক্রিয়া মূলং যাবত্তত্ত্বং ন বিন্দতি।
ফলস্য কারণং পুষ্পং ফলে পুষ্পং বিনশ্যতি।
জ্ঞানস্য কারণং কর্ম্ম জ্ঞানে কর্ম্ম বিনশ্যতি॥"—
তত্ত্ববিচার

শুদ্ধি জন্মিলে ক্রিয়ানুষ্ঠান করার কোন আবশ্যক করে না। বিশেষতঃ পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মানবশরীরে এই উভয়বিধ পদার্থেরই সংস্থান আছে; তন্মধ্যে বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু এবং উপস্থ, এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়হইতে কেবল সুখবাসনা ও পাপপথে প্রবৃত্তির উৎপত্তি হয়। যদি কোনরূপে কোন একটী বাসনার উচ্ছেদ হয়, তবে তৎক্ষণাৎ জ্বলন্ত অগ্নিশিখাবৎ ক্রোধের সঞ্চার হইয়া জ্ঞানের বিনাশ-করতঃ বিষম মোহ জন্মায়। এইরূপ প্রত্যেক ইন্দ্রিয়হইতে নানাপ্রকার কুপ্রবৃত্তির সঞ্চার হইয়া আত্মাকে অতিশয় ক্লেশ-ভাজন করে। অতএব মুক্ত হওয়ার পূর্ব্বে ইন্দ্রিয়ের দমনকরা নিতান্ত কর্ত্তব্য। যেহেতু মোহেতে আত্মজ্ঞান শাস্ত্রজ্ঞান প্রভৃতি তত্ত্বজ্ঞানের বিনাশ করে। যে প্রকার অগ্নিকে ধূমে আচ্ছন্ন করে, মলেতে দর্পণের দর্শনশক্তির হ্রস্বতা জন্মায় ও জরায়ু-দ্বারা গর্ত্তস্থ সন্তান বেষ্টিত থাকে, সেই প্রকার কামনা-গর্ত্ত ক্রিয়ায় জ্ঞানজ্যোতিকে আচ্ছন্ন করে (১)। বস্তুতঃ অসন্তোষজনক কামনাই কেবল জ্ঞানিজনের অরি। যদ্রূপ অনলদ্বারা মানবগণের নানাপ্রকার ক্লেশের উদ্ভব হয়, তদ্রূপ কামনাও জনগণকে বারম্বার গতায়াতরূপ ক্লেশ প্রদান করিয়া বিবেকশক্তির হ্রস্বতা জন্মায় (২)। নিষ্কামী জন অতি অল্পকাল মনোনিবেশপূর্ব্বক ক্রিয়া, অর্থাৎ পূজা,

(১) " ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শোমলেন চ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণং॥ "—
ভগবদ্‌গীতা।

(২) " আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনা নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ॥ "—
গীতা।

জপ, হোমাদির অনুষ্ঠান করিলেই তত্ত্ববিচারে অধিকারী হয় ও তাহার আত্মার নির্ম্মলত্বও জন্মিয়া থাকে; সুতরাং ক্রমে তাহাতেই প্রগাঢ় জ্ঞানের উৎপত্তি হয় (১)। অতএব জ্ঞানোৎপত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত নিষ্কাম হইয়া পূজাজপাদি ক্রিয়ার আচরণ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য (২); তাহা সর্ব্বদা সকল অবস্থা-তেই অনুষ্ঠান করা বিধেয়। যখন যে ক্রিয়ারই কেন অনুষ্ঠান করা যাউক না? তাহাতে ঐকচিত্ত হইয়া তদ্‌গত মনে সেই ক্রিয়াটীর আরম্ভাবধি শেষপর্য্যন্ত নিপুণ থাকা নিতান্ত কর্ত্তব্য। তাহাহইলে উত্তরোত্তর আত্মার উন্নতি হইয়া ক্রমে ব্রহ্মা-নন্দের উপপত্তি হইতে থাকে। ব্রাহ্মণহইতে হীনজাতিচয় বৈদিকী ও তান্ত্রিকী অনেকানেক ক্রিয়া ব্রাহ্মণদ্বারা নিষ্পাদন করিয়া থাকেন; ইহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ, এমত নহে। বেদাদি-ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতিতে এই বিষয়ের ভুরিভুরি প্রমাণ দৃষ্ট হই-তেছে। যেহেতু যেরূপেই কেন যে ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা যাউক না? সকলরূপেই সকলের এক ব্রহ্মমাত্র মুখ্যোদ্দেশ্য। অন্তঃকরণ নিপুণ করিলে, নিজকর্ত্তৃক হউক, কি অপর-দ্বারাই হউক, সকলকর্ম্মেই কিছু না কিছু মনের উন্নতি-সাধন হইবেই হইবে! তাহাতে অণুমাত্রও সংশয় নাই। কিন্তু ক্রিয়া না করিয়া প্রথমতঃ তত্ত্বজ্ঞানের বাসনা করিলে,

---

(১) "জ্ঞানং তত্ত্ববিচারেণ নিষ্কামেণাপি কর্ম্মণা।
জায়তে ক্ষীণতমসাং বিদুষাং নির্ম্মলাত্মনাং॥"—
বিশ্বসারতন্ত্র।

(২) "অয়মেব ক্রিয়াযোগো-জ্ঞানযোগস্য কারণং।
ক্রিয়াযোগং বিনা জ্ঞানং কদাচিন্নেহ দৃশ্যতে॥"—
বিষ্ণুপুরাণ।

স্বর, অথবা

তাহার শৈলের সোপানপরম্পরায় পদপ্রক্ষেপ না করিয়া প্রথমোদ্যমেই শৃঙ্গোপরি আরোহণকরার বাসনার ন্যায় বিফল হইয়া উঠে। যখন দেখা যাইতেছে যে, কেবল ভোজনস্পৃহার দমন করার জন্যই প্রথমতঃ হলচালনাদ্বারা ভূমিকর্ষণকরতঃ ধান্য বপনকরিতে হয়, এবং তৎপরে তৃণসংস্করণাদি নানাপ্রকার ক্রিয়াদ্বারা তাহাকে বর্দ্ধিত ও ফলবান্ করিয়া ক্ষেত্রহইতে কর্ত্তনানন্তর বহুবিধ ক্রিয়াদ্বারা তাহার তুষাদির অন্তর করিয়া বহ্নি ও বারিদ্বারা সুসিদ্ধকরতঃ প্রবলতর ক্ষুধার নিবৃত্তি করিতে হয়। যে স্থলে এই একটী ক্ষুদ্র বাসনার চরিতার্থতা-জন্যই অশেষপ্রকার ক্রিয়ার আবশ্যক করিল, তখন সেই অচিন্ত্য অব্যক্ত ভাবাতীত ব্রহ্মপদার্থের তত্ত্বানুসন্ধানের বাসনা করিলে, তাহাতে কি পরিমাণ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা প্রয়োজন, তাহা সহজেই সকলের উপলব্ধি হইতে পারে! সেই ক্রিয়া, অর্থাৎ অর্চ্চনাদি, তাহা নানাপ্রকারে সম্পাদন করা যায়। কুসুমাদি পঞ্চোপচারে, দশোপচারে, ষোড়শোপচারে, চৌষট্টি-উপচারে, আরাধ্য দেবতাকে যে অর্চ্চনা করার বিধি আছে, সেও অধম কল্প; কারণ পূজাহইতে কোটিগুণফল স্তোত্রপাঠে, স্তোত্রহইতে কোটিগুণফল জপে এবং জপহইতে কোটিগুণফল ধ্যানে, বিশেষতঃ ভগবৎনাম-সংশ্লিষ্ট গান আচরণের সদৃশ আর অন্য উপাসনাই নাই (১)। এইরূপ শাস্ত্রাদিতে উক্ত আছে। কিন্তু সকল মতে উপাসনার আচরণের পূর্ব্বে অন্তঃকরণের দৃঢ়তাসম্পাদনার্থ

---

(১) " পূজাকোটিগুণং স্তোত্রং স্তোত্রাৎ কোটিগুণং জপং।
জপাৎ কোটিগুণং ধ্যানং গানাৎ পরতরং নহি॥"—

জপ,
সেইরূপ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা অতীব আবশ্যক; যেহেতু চিত্তের একাগ্রতাভিন্ন কোটিকল্প ক্রিয়া আচরণকরিলেও, তাহা কখনই সিদ্ধ হইবে না।

ক্রিয়া ত্রিবিধ,—নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য। যে কর্ম্ম নিত্য অকরণে পাপের সঞ্চার হয়, তাহাকে নিত্যকর্ম্ম বলি। যথা—প্রাতঃকৃত্য, ত্রৈকালিকী সন্ধ্যা, পিতৃশ্রাদ্ধ, পিতৃতর্পণ, দেবপূজা, বিষ্ণুপূজা, শিবপূজা, গুরুপূজা, ইষ্টদেবতাপূজা, নিত্যনিয়মিতজপ, বলিপ্রয়োগ, গোগ্রাসদান ইত্যাদি নিত্যকর্ম্মরূপে বাচ্য হইয়াছে (১)। দেবপূজা—শালগ্রামশিলারূপী যে ভগবান্ বিষ্ণু, তাঁহাতে সমুদায় দেবতারি অধিষ্ঠান আছে; অতএব তাঁহাকে অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য (২)। তাহাহইলেই দেবপূজার সমাধান হইল। কিন্তু মানবগণের সর্ব্বাগ্রে শিবপূজা করাই বিধি। যেহেতু লিঙ্গার্চ্চনতন্ত্রে উক্ত আছে।—মানবগণ প্রাণপরিত্যাগ কিম্বা শিরঃকর্ত্তন-পর্য্যন্ত স্বীকারকরিবেক, তথাপি ভূতভাবন ভবানীপতির অর্চ্চনা না করিয়া জলপর্য্যন্ত পান করিবেক না (৩)। বস্তুতঃ প্রথমতঃ শিবপূজা করিবে, তদনন্তর

(১) "যস্যাকরণজন্যং স্যাদীরিতং নিত্যমেব তৎ।
প্রাতঃকৃত্যাদিকং তাত শ্রাদ্ধাদিপিতৃতর্পণং॥"—
তত্ত্ববিচার।

(২) "শালগ্রামশিলারূপী যত্র তিষ্ঠতি কেশবঃ।
তত্র দেবাসুরা যক্ষা ভুবনানি চতুর্দ্দশ॥"—
পদ্মপুরাণ।

(৩) "বরং প্রাণপরিত্যাগঃ শিরসোবাপি কর্ত্তনং।
নচ সংপূজ্য ভুঞ্জীত ভগবন্তং ত্রিলোচনং॥"—
লিঙ্গার্চ্চনতন্ত্র।

অন্য দেবতার অর্চ্চনা করিবে। শাক্ত, কিম্বা বৈষ্ণব, অথবা শৈব সকলেরই পূর্ব্বে বিল্বপত্রদ্বারা শিবপূজা সমাধান করণান্তর অন্য দেবতার উপাসনায় প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য (১)। কারণ শিবার্চ্চনা না করিয়া যে ব্যক্তি অন্য দেবতার আরাধনা করে, তাহার সেই পূজা নিষ্ফল হয়। বিশেষতঃ তাহার পূর্ব্বার্জ্জিত ধর্ম্মসমূহেরও এককালে ধ্বংস হয় (২)। অতএব যে ব্যক্তি সহস্র অর্কপুষ্প, কিম্বা সহস্র করবীরপুষ্প, অথবা সহস্র অর্থও বিল্বপত্রদ্বারা ভোলানাথের অর্চ্চনা করে, সে ব্যক্তি সকল লোকহইতে মুক্ত হইয়া শিবলোকে অনায়াসে গমন করে (৩)। এইরূপ ধর্ম্মপ্রণেতা মহাত্মাগণ ভুরিপ্রমাণে ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রাতঃকৃত্য,শ্রাদ্ধও তর্পণাদি যাহা নিত্যকর্ম্মমধ্যে উল্লেখ করিয়াছি, তাহার বিশেষ এস্থলে বর্ণন করা আমার উদ্দেশ্য নহে; এবং ঐ সমুদয় ক্রিয়াদি তন্ন তন্ন করিয়া

(১) "শাক্তো বা বৈষ্ণবোবাপি শৈবো বা পরমেশ্বরি।
আদৌ লিঙ্গং প্রপূজ্যাথ বিল্বপত্রৈর্ব্বরাননে।
পশ্চাদন্যসুরং ভক্ত্যা পূজয়েদ্‌যত্নতঃ সদা॥"—
যামল।

(২) "শিবপূজাং বিনা দেবি অন্যপূজাং করোতি যঃ।
বিফলা তস্য সা পূজা পূর্ব্বধর্ম্মোঽপি নশ্যতি॥"—
লিঙ্গার্চ্চনতন্ত্র।

(৩) "অর্কপুষ্পসহস্রেভ্যঃ করবীরং বিশিষ্যতে।
করবীরসহস্রেভ্যো বিল্বপত্রং বিশিষ্যতে॥
বিল্বপত্রৈরখণ্ডৈশ্চ যো লিঙ্গং পূজয়েৎ সকৃৎ।
সর্ব্বলোকবিনির্মুক্তঃ শিবলোকে মহীয়তে॥"—
ভবিষ্যপুরাণ।

ব্যাখ্যা করারও বিশেষ প্রয়োজন দেখি না। কারণ, গুরু-হইতে দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার উপদেশক্রমে ক্রিয়াদির আচ-রণ করিলেই যথেষ্ট হইতে পারে। সুতরাং শিবপূজা ও বিষ্ণু-পূজাদি পূজাপদ্ধতির মন্ত্র ও প্রকার উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন বিবেচনায় তৎপক্ষে ক্ষান্ত থাকিলাম।

নৈমিত্তিক কর্ম্ম তাহাকেই বলা যায়, যে কর্ম্মের মাস, পক্ষ, অথবা তিথিবারাদির নিদ্দিষ্ট নাই। কিন্তু যথাকথঞ্চিৎ নিমিত্তা-ধীন আচরণীয় হয়। যথা—জাতেষ্টি, যাগকর্ম্মাদি, গ্রহণ-নিমিত্তক শ্রাদ্ধাদির অনুষ্ঠান করা হয়, এই সমুদয় নৈমিত্তিক-মধ্যে গণ্য (১); আর যে কর্ম্মের বিশেষ একটি ফলের কামনা করিয়া আচরণ করা হয়, তাহাকে কাম্যকর্ম্ম বলা যায়। কিন্তু সেই কাম্যকর্ম্মও দ্বিবিধ;—এক ধর্ম্মদ্বারা সুখের নিমিত্ত, অপর তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা মোক্ষের নিমিত্ত (২)। গঙ্গাদি তীর্থস্নান এবং অশ্বমেধাদি যাগ, ভূমিদান ইত্যাদি ক্রিয়ার ফলদ্বারা কেবল সুখের উৎপত্তি হয়, সেই সুখ ঐহিক ও স্বর্গভেদজনিত দ্বিবিধ ধার্য্য হইয়াছে (৩) তন্মধ্যে

(১) "মাসাদ্যবীজং যৎকিঞ্চিদ্বীজং নৈমিত্তিকং মতং।
বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদি-জাতেষ্টি-যাগকর্ম্মাদিকস্তথা॥"—
তত্ত্ববিচার।

(২) "কাম্যং স্যাৎ কামনাপূর্ব্বং দ্বিবিধং পরিকীর্ত্তিতং।
একং ধর্ম্মেণ সুখদং পরং জ্ঞানেন মোক্ষদং॥"—
তত্ত্ববিচার।

(৩) "তীর্থস্নানাদি-যাগাদি-সুখদং কর্ম্ম কীর্ত্তিতং।
সুখঞ্চ দ্বিবিধং প্রোক্তং ঐহিকস্বর্গভেদতঃ॥"—
তত্ত্ববিচার।

অশ্বমেধাদি যাগ জন্য যে একটি অপূর্ব্বের উদ্ভব হয়, তাহা স্বর্গকামিব্যক্তি ব্যূহের জন্য (১), অর্থাৎ অশ্বমেধযজ্ঞের ফলে স্বর্গস্বরূপ সুখভোগ হইয়া থাকে। যে শরীর কস্মিন্ কালেও দুঃখ প্রাপ্ত হয় নাই; চিরকাল মহাসুখে কালহরণ করিয়াছে, এমত যে সুখ তাহাই স্বর্গ, এবং যে জন একবার মহাদুঃখ প্রাপ্ত হইয়া পরে সুখের সংসর্গ করিয়াছে। তাহার যে সুখ, তাহাই ঐহিক সুখস্বরূপ বাচ্য হইয়াছে (২); আর পরমেশ্বরের উপাসনা এবং জ্ঞানপূর্ব্বক গঙ্গাতে ও অযোধ্যা মথুরা, মায়া, কাশী, গঙ্গাসাগর ইত্যাদি তীর্থে মরণ এবং পুরুষোত্তম দর্শন, এই সকলই মোক্ষপ্রদ কর্ম্ম, অর্থাৎ এই সমুদয় কর্ম্মই মোক্ষের প্রতি কারণ হয় (৩)। কিন্তু কামনা-রহিত হইয়া অশ্বমেধ ভূমিদানাদি ক্রিয়া আচরণ করিলে তাহাতেও মোক্ষ হয় (৪)। বস্তুতঃ মনের দ্বারা কর্ম্মের দ্বারা যে ব্যক্তি নিষ্কামী হইয়া সর্ব্বদা ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহার

(১) "স্বর্গকামো হশ্বমেধেন যজেত॥"—
বেদ।

(২) "ঈশ্বরোপাসনং জ্ঞানং গঙ্গাদেহবিমোচনং।
কাশ্যাদিমরণং বিষ্ণোর্দ্দর্শনং মোক্ষসাধনং॥"—
মুক্তিবিচার।

(৩) "ঈশ্বরোপাসনং জ্ঞানং গঙ্গাদেহবিমোচনং।
কাশ্যাদিমরণং বিষ্ণোর্দ্দর্শনং মোক্ষসাধনং॥"—
তত্ত্ববিচার।

(৪) "বিনা ফলাভিসন্ধানং যদি যাগাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
আচরেন্মানবঃ কশ্চিৎ স মোক্ষং যাতি নিশ্চিতঃ॥"—
মুক্তি বিচার।

নিশ্চয় মোক্ষলাভ হয় (১)। যেহেতু যদি কোন ব্যক্তি শ্রমানুরূপ অর্থগ্রহণ করিয়া অতি উৎকট পরিশ্রমদ্বারাও কর্ত্তার কার্য্য নির্ব্বাহকরে, তথাপি কর্ম্মকারিব্যক্তির শ্রমানুরূপ কর্ত্তা সন্তোষ লাভ করেন না। কেবল কার্য্য উৎকৃষ্টরূপে নির্ব্বাহ হইয়াছে বলিয়া কথঞ্চিৎরূপে সন্তোষ জানাইয়া থাকেন। যদি তদ্রূপ কষ্টসাধ্য ক্রিয়া কেহ বিনা অর্থ গ্রহণে, অপরের উপকারার্থই কেবল নির্ব্বাহ করে, তবে উপকারপ্রাপ্ত ব্যক্তি, তাহার ঐ অপরিমেয় সুশীলতার গুণে যে কীদৃশ বাধ্য হয় তাহা বলা বাহুল্য। এমন কি! চিরদিন তাহার উপকার স্বরূপ ঋণে স্বীয় শরীরকে এককালে বিক্রীত জ্ঞান করে। কামীও নিষ্কামী ক্রিয়াতে এইরূপ প্রভেদ। কেননা নিষ্কামী জন কেবল পরমেশ্বরের সন্তোষ জন্যই ক্রিয়াদির আচরণ করিয়া থাকে। সুতরাং তাহার পরিতোষ-জনিত জ্ঞানরূপ অমূল্য ধন অচিরাৎ প্রাপ্ত হয়। এবং কামনাপূর্ব্বক ক্রিয়ানুষ্ঠাতা ব্যক্তি, তত্তৎ কাম্যক্রিয়ানুরূপ ফলপ্রাপ্ত হইয়া স্বীয় শারীরিক ও মানসিক আয়াসের চরিতার্থতা লাভ করে। অতএব কিয়দ্দিন যাবৎ নিষ্কাম ক্রিয়ার আচরণ করতঃ চিত্তের শুদ্ধিতা জন্মিলে ক্রিয়াত্যাগী অর্থাৎ বাহ্য ক্রিয়াদি পরিবর্জ্জন করিয়া বৈরাগ্যগ্রহণপূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষার নিমিত্তে সদ্গুরুর শরণাপন্ন হওয়া মানবগণের কর্ত্তব্য (২)।

(১) " কর্ম্মণা মনসা চৈব যোধর্ম্ম নিরতঃ সদা।
অফলাকাঙ্ক্ষচিত্তো যঃ স মোক্ষমধিগচ্ছতি।

আমগ।

(২) "আদৌ স্ববর্ণাশ্রমবর্ণিতাঃ ক্রিয়াঃ কৃত্বা সমাসাদিত শুদ্ধমানসঃ।
সমাপ্য তৎপূর্ব্বমুপাত্তসাধনঃ সমাশ্রয়েৎ সদ্গুরুমাত্মলব্ধয়ে।"—

রামগীতা।

ইষ্টদেবতা পূজা।

ইতি পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, মানবগণ গুরুসন্নিধানে মন্ত্র গ্রহণ করিবেক, তিনি যে মন্ত্র এবং যে দেবতার উপাসনা করার বিশেষ উপদেশ দেন, সেই মন্ত্রই তাহার সম্বন্ধে ব্রহ্ম ও গুরু-দর্শিত দেবতাই তাহার উপাস্য দেবতা। তাঁহাকে আর্চ্চনা করিলেই ক্রমে তাহার জ্ঞান ও কালে মোক্ষলাভ হইবেক। সুতরাং চতুর্থ যামার্দ্ধসময়ে গন্ধ, কুসুম, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্যাদি দ্বারা সর্ব্বসাধারণেরই তাঁহার অর্চ্চনা করা বিধি। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে শিবপূজা সমাধানান্তে গুরুপূজা ও তাঁহার জপাদি ক্রিয়া সম্পূর্ণ করিয়া ইষ্টার্চ্চনা করা উচিত। এইরূপে ইষ্টোপাসনা করার পূর্ব্বে ন্যাসাদি করাও নিতান্ত কর্ত্তব্য। যেহেতু উপযুক্ত মত ন্যাস করিলে আত্মার নির্ম্মলত্ব প্রাপ্ত হইয়া শরীরের শিবত্ব জন্মিয়া থাকে। তখন তাহার উপাসনা করার অধিকার জন্মে। আদৌ ঋষ্যাদিন্যাস, পরে ব্যাপক ন্যাস, মাতৃকান্যাস ও বর্ণন্যাস, এই কয়েকটি ন্যাসকরা নিতান্ত প্রয়োজন (১)। এবং প্রাণায়াম, ভূতশুদ্ধি, যোনিমুদ্রা, ইত্যাদি আচরণ করিলেও শরীরের শিবত্ব জন্মিয়া থাকে। বিশেষতঃ জ্ঞানসম্বন্ধেও কথঞ্চিৎ উপকার দর্শে। এই সকল ব্যবহার করা আবশ্যক হইলে তাহার ষট চক্রের নিয়ম সকল অভ্যাস করা নিতান্ত প্রয়োজন। কারণ, ষট্‌চক্রভিন্ন ভুতশুদ্ধি যোনিমুদ্রা মাতৃকান্যাসাদি কোনরূপেই হইতে পারে না। এবং অনুলোম বিলোম শিক্ষাকরাও আব-

১) "ভূতশুদ্ধিঋষিন্যাসঃ পীঠন্যাসস্তথৈব চ।
করাঙ্গয়োঃ ষড়ঙ্গানি মাতৃকান্যাসএব চ।
এতদেব হি নিত্যং স্যাৎ কাম্যকাম্যং প্রকীর্ত্তিতং॥"-

ন্যক। অআদি স্বরবর্ণ ও কআদি ক্ষপর্য্যন্ত হলবর্ণ যথাক্রমে শিক্ষাকে অনুলোম এবং বিপরীতক্রমে শিক্ষাকে বিলোম বলে। ষট্ চক্রের ষট্ পদ্মের দল সকল মধ্যে ঐ সকল বর্ণ যথাক্রমে বিন্যস্ত আছে। বিশেষতঃ ষট্ চক্রশিক্ষা মনঃস্থিরের এক প্রধান উপায়। এবং ব্রহ্ম জ্ঞানের প্রধান সাধন। যেহউক এইরূপ ব্যবহারপূর্ব্বক পঞ্চোপচারে, দশোপচারে, অথবা যোড়শোপচারে পূজা ও জপাদি সমাধান করিতে হয়। এই অর্চ্চনা কালীন অষ্টাধিক শত সংখ্যক জপকরাই প্রচলিত, কিন্তু অশক্ত হইলে দশবার মাত্র জপ করিয়াই পূজা সমাপন করিলে হইতে পারে। পূজার সময়ে অধিক জপ করার বিশেষ তাৎপর্য্য নাই। রজনীযোগে নির্জ্জনে জপ করারই বিশেষ ফলাধিক্য শাস্ত্রে বর্ণিত আছে।

জপের নিয়ম।

অর্চ্চনা কালীন জপ ব্যতীত ইষ্ট মন্ত্র বিশেষের সংখ্যানুসারে নিত্য জপেরও সংখ্যা নির্দ্দেশ আছে। যথা একাক্ষর বিশিষ্ট মূলমন্ত্রের অষ্টাধিকদশসহস্র ও দ্ব্যক্ষরি মন্ত্রের অষ্টোত্তর পঞ্চ সহস্র, এবং ত্র্যক্ষরি মন্ত্রের অষ্টাধিক সার্দ্ধ দ্বিসহস্র, তদূর্দ্ধ যত অক্ষরি মন্ত্রই হউক না কেন, তাহাতে কেবল অষ্টোত্তর সহস্র জপ করিলেই সিদ্ধ হয় (১)। এইরূপ নিত্য জপ

(১) "একাক্ষরী যদা মন্ত্রো দিক্‌সহস্রং ততো জপেৎ।
দ্ব্যক্ষরে চ তদর্দ্ধং স্যাৎ ত্র্যক্ষরে চ তদর্দ্ধকং।
অতঃ পরন্তু মন্ত্রস্য শতাষ্টকসহস্রকং॥"—
অন্নদাকল্প।

অকরণে পাপের সঞ্চার হয়, সুতরাং তাহার কোন ক্রিয়া করণের অধিকার না থাকা হেতু সে পতিত হয়। অতএব পূর্ব্বে এই নিত্য জপ সমাপন করিয়া, পশ্চাৎ যতই অধিক পরিমাণে জপ করাযায়, তাহার ততই জ্ঞানের প্রচুরতা তূর্ণ পূর্ণ হয়। সেই জপের নিয়ম সনৎকুমার সংহিতায় ব্যক্ত করিয়াছেন; হৃদয়দেশে হস্তারোপণপূর্ব্বক বস্ত্রদ্বারা হস্তদ্বয় আচ্ছাদন করতঃ করাঙ্গুলিকে বক্র করিয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা জপ করিবেক (১)। তাহাতে দশবার জপের নিয়ম উক্ত আছে যে, অনামার মধ্য পর্ব্বে আরম্ভানন্তর কনিষ্ঠা পর্ব্বাদি ক্রমে তর্জ্জনী মূল পর্য্যন্ত দশ পর্ব্বে দশবার জপ করিবে (২)। সেই জপ অঙ্গুলির অগ্রে ও মেরুলঙ্ঘনপূর্ব্বক এবং পর্ব্বের সন্ধি-স্থানে যে আচরণ করিবেক, তাহা নিষ্ফল হইবেক। অর্থাৎ তদ্রূপ জপে কিছুই ফল দর্শিবেক না (৩)। তাহাতে মেরু-নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, পুংদেবতা মাত্রেরই জপসম্বন্ধে মধ্যমা-ঙ্গুলির মূল পর্ব্ব ও মধ্যম পর্ব্বকে মেরু বলা যায়। এবং শক্তি বিষয়ে তর্জ্জনীর অগ্র পর্ব্ব ও মধ্য পর্ব্বকে মেরু বলা হয় (৪)।

(১) "হৃদয়ে হস্তমারোপ্য তির্য্যক্ কৃত্বা করাঙ্গুলীঃ।
আচ্ছাদ্য বাসসা হস্তৌ দক্ষিণেন সদা জপেৎ॥"—

(২) "অনামামধ্যমারভ্য কনিষ্ঠাদিত এব চ।
তর্জ্জনীমূলপর্য্যন্তং দশপর্ব্বসু সংজপেৎ॥"—

(৩) "অঙ্গুল্যগ্রেষু যজ্জপ্তং যজ্জপ্তং মেরুলঙ্ঘনে।
পর্ব্বসন্ধিষু যজ্জপ্তং তৎ সর্ব্বং নিষ্ফলং ভবেৎ॥"—

(৪) "পর্ব্বদ্বয়ং মধ্যমায়া মেরুত্বেনোপকল্পয়েৎ।
শিবশক্তৌ বিজানীয়াত্তর্জ্জন্যামগ্রমধ্যকং॥"—

সনৎকুমার সংহিতা।

আর পুংদেবতা বিষয়ে অষ্টবার জপের নিয়ম যোগিনী তন্ত্রে উল্লেখ আছে যে, অনামা অঙ্গুলীর মূল পর্ব্বে আরম্ভানন্তর কনিষ্ঠাদি পর্ব্ব ক্রমে তর্জ্জনীর মধ্য পর্ব্ব পর্য্যন্ত অষ্ট পর্ব্বে অষ্টবার জপ করিবে (১)। এবং শক্তি বিষয়ে অনামার মূল পর্ব্বে আরম্ভানন্তর কনিষ্ঠাদি পর্ব্বক্রমে মধ্যমার মূল পর্ব্ব পর্য্যন্ত অষ্টপর্ব্বে অষ্টবার জপ করিবে (২)। এইরূপ নিয়মানুসারে জপ আরম্ভ করার পূর্ব্বে আচমন করার পর ষড়ঙ্গ ও করাঙ্গ ন্যাস ও ঋষ্যাদি ন্যাস এবং মাতৃকা ন্যাস করতঃ তৎপশ্চাৎ কুল্লুকা, সেতু, মহাসেতু, নির্ব্বাণ, চোর গণেশ, সোতকোঙ্কার, মন্ত্রার্থ, মন্ত্রচৈতন্য, যোনিমুদ্রা এবং মুখ ও করশোধন, করিয়া জপ সমাধান করার পর মৃত কোঙ্কার করিয়া প্রণাম করিবেক (৩)। এইরূপ জপ আচরণ করিলে সে জপ ফলদায়ক হয় বটে, কিন্তু পূর্ব্বে একটী পুরশ্চরণ করিলে ঐ জপ অধিক ফলদায়ক হয়। অর্থাৎ পুরশ্চরণ করাতে মন্ত্র চৈতন্য হয়, সুতরাং মন্ত্রের বল ও অধিক হয়। এবং তাহার ফল ও প্রচুরপ্রমাণে হইয়া থাকে। ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য! গ্রহণপুরশ্চরণ করাই সর্ব্বসম্মত ও অন্যান্য

(১) "অনামামূলমারভ্য কনিষ্ঠাদিত এব চ।
তর্জ্জনীমধ্যপর্য্যন্ত-মষ্টপর্ব্বসু সংজপেৎ॥"—
যোগিনী তন্ত্র।

(২) "অনামামূলমারভ্য কনিষ্ঠাদিত এব চ।
মধ্যমামূলপর্য্যন্তমষ্টপর্ব্বসু সংজপেৎ॥"—
যোগিনী তন্ত্র।

(৩) "মাতৃকান্যাসও কুল্লুকা, সেতু, মহাসেতু ইত্যাদি।
শাস্ত্রসম্মত প্রকাশকরা নিষেধ; বিশেষ মন্ত্র বিশেষে;
বীজেরও ইতর বিশেষ আছে॥"—

ফলোপদায়ক, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু স্বকীয় অভীষ্ট মত গ্রহণ সর্ব্বদা পাওয়া দুর্ঘট হইয়া উঠে, সুতরাং সকলের ভাগ্য-ক্রমে ঐ রূপ পুরশ্চরণ ঘটিয়া উঠে না। এমত স্থলে বারপুর-শ্চরণ বা তিথিপুরশ্চরণ করিলেও কার্য্য সফল হয় (১)(২)। অন্ততঃ এইরূপ একটি পুরশ্চরণ করা নিতান্ত প্রয়োজন। তত্ত্ব-জ্ঞানার্থী মানব ইহা অবশ্যই করিবে।

মন্ত্র চৈতন্য হইলে জপকালীন চৈতন্যের নিদর্শনস্বরূপ কএকটী অদ্ভুত পদার্থ দর্শন হয়। তাহাতেই মন্ত্র চৈতন্য হওয়ার বিশেষ ফল লক্ষিত করা যায়। বস্তুতঃ প্রথমতঃ মন্ত্র চৈতন্য করাই সাধকগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। অচৈতন্য মন্ত্র বন্ধ্যানারী-বৎ ফলবিহীন হয়। সেরূপ মন্ত্র কোটি কল্প জপ করিলেও বিশেষ ফলদায়ক হইবে না। ইহা নিশ্চয়। ইহা ভিন্ন মন্ত্র চৈতন্য-সম্বন্ধে আরও নানাপ্রকার প্রক্রিয়া আছে, তাহার বিশেষ বারান্তরে প্রকাশ করার মানস রহিল। সূক্ষ্মরূপ বিবেচনা করিলে জপই সাধনের প্রধান অঙ্গ, ইহা অনায়াসে প্রতিপন্ন হয়। জপের দ্বারাই চতুর্ব্বিধ সাধন সংপূর্ণ হইতে পারে।

সাযুজ্য, সারূপ্য, সালোক্য ও নির্ব্বাণ, এই চারি প্রকার

---

(১) "রব্যাদিসপ্তবারেষু বারসংখ্যাসহস্রকং।
জপ্‌ত্বা মন্ত্রং সদা দেবি সাধকঃ সিদ্ধিভাগ্‌ভবেৎ।
পুরশ্চরণমেতদ্ধি নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
এবং বিধি সমাচর্য্য দশাংশঞ্চ সমাচরেৎ॥"—

(২) "আদিত্যাদিবারযোগে নন্দাদিতিথিযোগতঃ।
তত্র তত্র জপেন্মন্ত্রং সহস্রপঞ্চকং প্রিয়ে।
তেন সর্ব্বার্থসিদ্ধিঃ স্যাৎ পুরশ্চরণকৃদ্ভবেৎ।"—

সংগ্রহ।

মুক্তিরই অস্মদাদির বেদ ও তন্ত্রাদিতে উল্লেখ আছে। কেবল কামনার প্রভেদ ও ক্রিয়ার ভিন্নতা করিয়া কার্য্য করিলেই পূর্ব্ব ত্রিবিধ মুক্তি সাধন হইতে পারে; কেবল নির্ব্বাণমুক্ত্যাকাঙ্ক্ষি-মানবগণেরই কামনার প্রয়োজন নাই। বাস্তবিক মন্ত্র চৈতন্য হইলে এবং নিষ্কামী হইয়া নিয়ত তাহার আচরণ করিলে, যোগিগণ আরাধ্য নির্ব্বাণ মুক্তিকে অবশ্যই লাভকরে, অর্থাৎ জপ আচরণে ক্রমেই জ্ঞানের উদ্ভব হয় এবং উত্তরোত্তর দেবতাতে বিশ্বাস ও তাহাতে শ্রদ্ধা হইতে থাকে। এমন কি? তৎকালীন কেবল উপাসনা এবং তৎসম্বন্ধীয় আলাপ ভিন্ন আর কিছুতেই মনোনিবেশ হয় না। সুতরাং ঐরূপ একান্ত-মনে পূজা জপাদির নিয়ত অনুষ্ঠান করিলে কামনাগর্ভ্ভ-সাযুজ্যাদি মুক্তিত্রয়কে উল্লঙ্ঘন করিয়া যোগিগণের আরাধনীয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট নির্ব্বাণ মুক্তির পথে পদার্পণ করিতে পারে। বস্তুতঃ আরাধ্য দেবতার চরণারবিন্দে মনঃসংযোগপূর্ব্বক নিয়ত জপ করিলে কাম-ক্রোধাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি ও সংসার-মায়াজাল যত শীঘ্র দমন এবং বিচ্ছিন্ন করা যায়, আর কোন রূপেই মনের ততদূর নির্ম্মল ভাব হইতে পারে না। অতএব মন্ত্র চৈতন্যের পুর্ব্বে পূর্ব্বোল্লিখিত ক্রিয়াসমূহের অনুষ্ঠান করিতে হইলে ষট্ চক্র অভ্যাসের নিতান্ত প্রয়োজন, সুতরাং তাহা নিম্নে প্রকটন করিলাম।

ষট্চক্র।

ষট্চক্রের, অর্থাৎ ঈড়া পিঙ্গলা ইত্যাদি নাড়ীসমূহের এবং মূলাধার পদ্ম হইতে সহস্রদলপদ্মপর্য্যন্ত পদ্মসমূহের অভ্যাস

দ্বারা, অর্থাৎ অবরোধ দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায় যে, পরমানন্দ নির্ব্বাহ (জ্ঞানের ক্রম), তাহার প্রথমাঙ্কুর নানাতন্ত্র ও বিবিধ শাস্ত্রানুসারে বিচারপূর্ব্বক বলিয়াছেন। বস্তুতঃ ষট্চক্র উৎ-কৃষ্টরূপে শিক্ষা করিলে অচিন্ত্য অব্যক্ত ভাবাতীত নিরাকার জগদীশ্বর-বোধের আদিকারণ উপস্থিত হয়। সুতরাং সেই ষট্চক্রের আকার কিরূপ ও তাহার পদ্মসমূহ মানবগণের শরীরে কোন্ কোন্ স্থানে কি কি প্রকারে অবস্থিত আছে এবং কিরূপেই বা তত্তদ্বিষয়ের জ্ঞান জন্মে, তদ্বিস্তারক্রমে বিশেষরূপ বর্ণন করিয়াছেন ॥ ১ ॥

মেরুদণ্ডের বাহিরে অথচ বামভাগে শুক্লবর্ণা চন্দ্ররূপিণী ঈড়ানাম্নী নাড়ী ও উদ্দণ্ডের দক্ষিণাংশে (ডাহিনে) সূর্য্যাধি-ষ্ঠিতা, অর্থাৎ সূর্য্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্টা পিঙ্গলা নাম্নী অপরা নাড়ী স্থিতা আছে, এবং ঐ নাড়ীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তিনী (ত্রিতয়-গুণময়ী) সত্ত্বরজস্তমোগুণবিশিষ্টা, চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিরূপা অথচ রজ্জুর ন্যায় মিলিতা সুষুম্না নাম্নী নাড়ী অবস্থিতা আছে এবং ঐ সুষুম্না নাড়ী বিকশিত ধুস্তূর কুসুমের ন্যায় প্রকাশ-মানা হইয়া ধ্বজের অর্থাৎ উপস্থের অধোভাগে ও গুহ্যের উপরিভাগে খগাণ্ডের ন্যায় যে মূলাধার চতুরস্র পদ্ম, তাহা হইতে মস্তকপর্য্যন্ত ব্যাপ্তা আছে, এবং উল্লিখিত সুষুম্না নাড়ীর মধ্যদেশে বজ্রানাম্নী অপরা এক নাড়ী বিরাজমানা আছে। ঐ বজ্রানাড়ী লিঙ্গদেশ হইতে আরম্ভ হইয়া শিরঃ পর্য্যন্ত পরিণতা ও মসীর ন্যায় প্রভাবিশিষ্টা এবং দেদীপ্য-মানা ॥২॥ পূর্ব্বোক্ত বজ্রানাম্নী নাড়ীর অভ্যন্তরে আদ্যন্ত প্রণব-যুক্তা, অর্থাৎ চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি স্বরূপ যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব দেবত্রয়, তদ্দ্বারা আদিতে অন্তেতে পরিবৃতা এবং যোগিগণের

যোগগম্যা ও লূতাতন্তর ন্যায় (মাকড়ের আঁশের ন্যায়) অতি সূক্ষ্মা চিত্রিণী নাম্নী অপরা এক নাড়ী আছে এবং মেরু-দণ্ডের মধ্যবর্ত্তিনী যে সুষুম্না নাড়ী, তাহার ষট্ স্থানে ষট্ পদ্ম গ্রথিত থাকা হেতু তদভ্যন্তরগত ছিদ্র পথদ্বারা ঐ ষট্ পদ্ম ভেদ করিয়া প্রাগুক্তা চিত্রিণী নাড়ী দেদীপ্যমানা রহিয়াছে। মানবগণ নির্ম্মল জ্ঞান ব্যতিরেকে এই নাড়ীর বিশেষ তত্ত্বানু-সন্ধান করিতে ক্ষমবান্ হয় না। বিশেষতঃ ঐ চিত্রিণী নাড়ীর মধ্যে মূলাধার পদ্মস্থ শিবের মুখকুহরহইতে নির্গতা হওতঃ শিরঃস্থিত সহস্রদলপদ্মপর্য্যন্ত লগ্ন হইয়া ব্রহ্মনাড়ী প্রকাশ-মান আছে॥ ৩॥ এই ব্রহ্ম নাড়ী বিদ্যুন্মালার ন্যায় উজ্জ্বল, এবং সুষুম্না নাড়ী হইতেও অতিশয় সূক্ষ্মতর। এই ব্রহ্ম-নাড়ীর বদন সুষুম্না নাড়ীর গ্রন্থিস্থান। ঐ বদনকেই ব্রহ্মদ্বার বলে। বিশেষতঃ ব্রহ্মনাড়ীর মুখহইতে নিরবধি সুধা ক্ষরণ হইতেছে, যাহা পান করিয়া কুণ্ডলিনী শক্তি সুখশয্যায় সুপ্তা আছেন। শুদ্ধাচারী যোগিগণ এই নাড়ীধ্যানপরায়ণ হইয়া শুদ্ধ জ্ঞান লাভ করতঃ আত্মভাবনা সিদ্ধ করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহাদের হৃদয়ে ব্রহ্ম সূত্রের ন্যায় অতি সূক্ষ্মরূপে নিরবধি ভাসমান থাকেন॥ ৪॥

ষট্ পদ্মের স্থান নির্ণয়।

লিঙ্গের অধোভাগে ও গুহ্যের ঊর্দ্ধভাগে অর্থাৎ লিঙ্গ ও গুহ্যদেশ এতদুভয়ের সমান মধ্যভাগে আধার পদ্ম স্থিত আছে। এই আধার পদ্ম সুষুম্না নাড়ীর মুখলগ্না ও রক্তবর্ণ চতুর্দ্দল-বিশিষ্ট এবং বশষস এই চারিটি বর্ণ তাহার চারি দলে বিরাজ-মান আছে। এই পদ্মটি সুবর্ণের আভাবিশিষ্ট ও অধোমুখে

বিকশিত। (সাধক ধ্যানকালীন উর্দ্ধমুখে চিন্তা করিবেন) এবং কুণ্ডলিন্যাদি শক্তির আধারহেতু (বাসজন্য) এই পদ্মটির নাম আধারপদ্ম হইয়াছে॥ ৫॥ উল্লিখিত মূলাধার পদ্মে চতুষ্কোণ পৃথ্বীচক্র স্থাপিত আছে। ঐ চক্র উদ্দীপ্ত অষ্ট সংখ্যক দণ্ডাকার শূলদ্বারা বেষ্টিত থাকা হেতু অতি সুন্দর দেখায়, এবং তাহা পীতবর্ণ ও তড়িতের ন্যায় স্নিগ্ধ কিরণ-বিশিষ্ট। বিশেষতঃ ঐ চক্রমধ্যে পৃথ্বী বীজ সংস্থাপিত আছে। অপিতু প্রাগুক্ত ষট্‌চক্রমধ্যেই পৃথিবীর উৎপত্তি হইতেছে বিধায় লক্ষ্মী বীজেরও স্থান প্রকাশ পায়॥ ৬॥

পূর্ব্বোক্ত পৃথ্বীচক্রান্তর্গত যে ধরণীবীজ, তাহা মন্ত্র স্বরূপ হেতুক মন্ত্রময়ত্ব দেবতা তাহাতে প্রকাশমান আছেন। সুতরাং তদ্বীজস্বরূপ মূর্ত্তির আকার বর্ণন করিয়াছেন।

উল্লিখিত পৃথ্বীচক্রমধ্যে যে পৃথ্বীবীজ, তাহা ইন্দ্র দেবতা-ত্মক বিধায় তাঁহার বিবিধ ভূষণযুক্ত চতুর্ব্বাহু ও ঐরাবত বাহন, তাঁহার ক্রোড়ে নবীন দিনমণির ন্যায় রক্তবর্ণ ও মৃণালতন্তুবৎ সূক্ষ্মভুজচতুষ্টয়শালী বালকরূপী ব্রহ্মা অবস্থিত থাকিয়া পৃথিব্যাদি সমুদায় ভৌতিক পদার্থ সৃষ্টি করিতেছেন এবং তাঁহার মুখপদ্মচতুষ্টয়ে সাম্, ঋক্, যজুঃ ও অথর্ব্ব এই চারি বেদ প্রকাশ পাইতেছে॥ ৭॥ অপিতু এই চক্রাভ্যন্তরে ডাকিনীনাম্নী শক্তি বাস করেন। তাঁহার দোলায়মান শোভিত চতুর্ব্বাহু ও রক্তবর্ণবিশিষ্ট উজ্জ্বল নয়ন এবং তিনি প্রলয়-কালীন সমরূপে উদিত দ্বাদশ সূর্য্যের কিরণবৎ অসহনীয় প্রভাশালিনী, অথচ শুদ্ধ বুদ্ধি ও যোগিগণের অভীষ্টফল-দাত্রী॥ ৮॥

বজ্রানাম্নী নাড়ীর মুলদেশে (মুখে) তড়িতের ন্যায় অতি-

শয় কোমলপ্রভাযুক্ত কামরূপনামে পীঠ সংস্থাপিত আছে। তাহার কর্ণিকামধ্যে ত্রিপুরাদেব্যাত্মিকা ত্রিকোণ মন্ত্রও প্রকাশিত আছে এবং উক্ত মন্ত্রোদ্ভূত কন্দর্পনামে বায়ুসমূহ সতত শরীরমধ্যে যথেচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করতঃ বাস করিতেছে। ঐ বায়ু বান্ধুলী পুষ্পের ন্যায় লোহিত বর্ণ ও কোটি সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান্। তিনি স্বকীয় প্রভুত্বগুণে বাধ্য করিয়া জীবাত্মাকে স্বীয় অধীনে রাখিয়াছেন ॥ ৯ ॥ উক্ত ত্রিকোণমন্ত্রমধ্যে দ্রবময়স্বর্ণের ন্যায় কোমল কিরণশালী ও নবপল্লবের ন্যায় আরক্ত বর্ণ এবং বিমল শরদিন্দুবৎ স্নিগ্ধোজ্জ্বলকান্তিবিশিষ্ট ও সরিদাবর্ত্তের ন্যায় (নদীর পাকের ন্যায়) গোলাকার লিঙ্গরূপী স্বয়ম্ভু অধোমুখে বাস করিতেছেন। তিনি নিয়ত কাশীবাসপরায়ণ হইয়া সদানন্দরূপে বিরাজমান আছেন ॥ ১০ ॥ আর ঐ লিঙ্গরূপী শিবের ঊর্দ্ধে মৃণালসূত্রের ন্যায় অতি সূক্ষ্ম ও নবীন বিদ্যুন্মালাবৎ কিরণশালিনী এবং শঙ্খের পাকতুল্য বেষ্টনদ্বারা মহাকালকে বেষ্টন করিয়া সার্দ্ধ ত্রিবৃত্তাকারে সর্পের ন্যায়, নিদ্রিতাবস্থায় জগন্মোহিনী মহামায়া বাস করিতেছেন। তিনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বদন ব্যাদান করতঃ অমৃতক্ষরণশীল ব্রহ্মদ্বারকে আচ্ছাদন করিয়া স্বয়ং তন্মধুরামৃত পান করিতেছেন ॥ ১১ ॥ অপিতু পূর্ব্বোক্তরূপ উৎকৃষ্ট তেজস্বিনী কুলকুণ্ডলিনী মহামায়া মূলাধারপদ্মগহ্বরে অবস্থিত থাকিয়া কমল কাব্য রচনার ভেদাভেদাদির, বিবিধ ক্রমদ্বারা পীযুষপ্রমত্ত ভ্রমরশ্রেণীর গুঞ্জনের ন্যায় অব্যক্ত মধুর শব্দে গান করিতেছেন। তিনি আবার শ্বাস প্রশ্বাস বিভাগ দ্বারা প্রাণিগণের জীবন রক্ষাতেও তৎপর আছেন ॥ ১২ ॥

কুলকুণ্ডলিনীর অভ্যন্তরস্থ পরমাত্মার বর্ণনা।

প্রাগুক্ত আধারপদ্মস্থ কুলকুণ্ডলিনীর দেহমধ্যে সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম এবং আত্মপ্রবর্ত্তিনী ও চপলামালার কিরণ হইতেও অত্যুজ্জ্বলা যে শ্রেষ্ঠা পরমা কলা, অর্থাৎ ত্রিঅংশরূপা প্রকৃতি, যাঁহার কিরণদ্বারা ব্রহ্মাদি নিখিল ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ পাইতেছে এবং যাঁহার কৃপাবশতঃ তত্ত্বজ্ঞানিগণের বিশেষ জ্ঞানের উদয় হয়, সেই অংশরূপা শ্রীপরমাপ্রকৃতি বিষয়াভিলাষী জীববৃন্দের ভোগদায়িনী হওতঃ সর্ব্বোপরি বিরাজিতা আছেন ॥ ১৩ ॥

পূর্ব্বোক্ত চতুরস্র চতুর্দ্দল পৃথ্বী চক্রের ধ্যানফল।

পূর্ব্বোক্ত মূলাধারপদ্মাভ্যন্তরবর্ত্তী সর্ব্বতোভাবে কোটি-সূর্য্যের দীপ্তির ন্যায় প্রকাশমান, চতুর্দ্দল ও চতুরস্র যে পৃথ্বী চক্র, তাহাকে সাধক ধ্যান করিলে, সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী এবং বৃহস্পতিতুল্য সৎপাণ্ডিত্য ও অযত্নলভ্য ভূস্বামিত্বকে অনা-য়াসে লাভ করেন এবং তিনি নিত্য অরোগী ও অহর্নিশ মহানন্দচিত্ত হওতঃ শুদ্ধ স্বভাবশালী থাকিয়া কাব্য প্রবন্ধ রচনাদ্বারা সুরগুরু প্রভৃতি বুধগণকে প্রীতিযুক্ত করেন ॥ ১৪ ॥

ষট্‌পদ্মের স্বরূপ বর্ণন।

লিঙ্গের মূলদেশে সুষুম্না নাড়ীর মধ্যবর্ত্তিনী যে চিত্রিণী নাড়ী, তদ্‌ঘটিত সিন্দূরপূর্ণ পাত্রের ন্যায় অরুণবর্ণ ও মনোজ্ঞ স্বাধিষ্ঠান নামে অন্য এক পদ্ম আছে, ঐ পদ্ম তড়িতের ন্যায় উজ্জ্বল এবং ব, ভ, ম, য, র, ল এই ছয়টী বর্ণ তাহার ষট্‌স্থলে ক্রমান্বয়ে যুক্ত হইয়া শোভনীয় হইয়াছে॥ ১৫॥ উক্ত লিঙ্গমূল সমদেশবর্ত্তি ষড়্‌দল সরোরুহমধ্যে শ্বেতবর্ণ ‐ পদ্মাকার বরুণ দেবতার বরুণচক্র আছে। সাধক সেই চক্রমধ্যে শরচ্চন্দ্রের কিরণবৎ শুভ্রবর্ণ ও মস্তকে অর্দ্ধচন্দ্রবিভূষিত এবং মকরাধিরূঢ় বংকার বীজস্বরূপ বরুণ দেবতার ধ্যান করিবেক॥ ১৬॥

উক্ত চক্রান্তর্ব্বর্ত্তি বিষ্ণু দেবতার বর্ণন।

উল্লিখিত বংকার বীজরূপ বরুণ দেবতার ক্রোড়ে নবীন নীরদের ন্যায় শ্যামবর্ণ ও পীতাম্বরপরিধান এবং শ্রীবৎস অর্থাৎ ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদি চতুর্ব্বিংশতি লক্ষণযুক্ত ও কণ্ঠে কৌস্তভমণিবিভূষিত, চতুর্ভুজধারী, নবযৌবনসম্পন্ন নারায়ণ বাস করিতেছেন॥ ১৭॥ এবং পূর্ব্বোক্ত পদ্মাকার বরুণচক্রেতে নীল পদ্মের ন্যায় কান্তিমতী ও নানাপ্রকার অস্ত্রদ্বারা উদ্যতহস্তা এবং বিবিধ ভূষায় বিভূষিতা ও বিচিত্রবস্ত্রপরিধানা চিত্তোন্মত্তকারিণী দীপ্তিমতী লক্ষ্মীস্বরূপা রাকিণী নাম্নী যোগিনী আছেন॥ ১৮॥

বরুণচক্রাত্মক স্বাধিষ্ঠান পদ্মের ধ্যানফল।

উক্ত স্বাধিষ্ঠান নামা বরুণপদ্মকে চিন্তা করিলে মনুষ্য শীঘ্রই মুনীন্দ্র নামে খ্যাত হয়েন এবং সেই যোগেশ্বরের হৃদয়স্থ মোহরূপ অদ্ভুত তিমিররাশিমধ্যে নির্ম্মল জ্ঞানরূপ দিবাকর উদিত হইয়া তাঁহার ঐ নিখিল মোহধ্বান্তকে সম্যগ্‌রূপে নাশ করেন আর সেই মনুষ্য গদ্যপদ্যঘটিত প্রবন্ধ আর নানাপ্রকার গ্রন্থরচনাদ্বারা বাক্যসুধারূপ সম্পত্তিকে লাভ করেন। বস্তুতঃ লিঙ্গমূলসমদেশবর্ত্তিনী সুষুম্নার অন্তরস্থা যে চিত্রিণী নাড়ী আছে, তাহাতে বিদ্যুন্মালার ন্যায় উজ্জ্বল বর্ণশালী (ব, ভ, ম, য, র, ল) এতৎ ষড়ক্ষর স্বরূপ ষড়্‌দলান্বিত স্বাধিষ্টান নামা বরুণ দেবতা সম্বন্ধীয় যে চক্র, ঐ চক্রেতে বরুণ দেবতাত্মক বংকার বীজ আছে; তদ্বীজ মধ্যে পীতাম্বরধারী শ্রীবৎস-লাঞ্ছন বিষ্ণু এবং রাকিণী নাম্নী ভীষণরূপা যোগিনী, এত-দুভয় এইরূপে অবস্থিত জানিয়া ভাবনা করিলে মানবগণের অচিরাৎ উৎকৃষ্ট কবিত্বরূপ সম্পত্ত্যাদি লাভ হয়॥ ১৯॥

মণিপুর নামে দশদল পদ্মের বর্ণন।

প্রাগুক্ত ষড়্‌দল পদ্মের ঊর্দ্ধভাগে, অর্থাৎ নাভিমূলে (ডং ঢং ণং তং থং দং ধং নং পং ফং) এতন্নাদবিন্দুযুক্ত দশা-ক্ষরস্বরূপ নীলবর্ণ দশদলযুক্ত নীলপদ্ম আছে। তাহাতে দিবাকরের ন্যায় প্রখর কিরণশালী রংকারাত্মক ত্রিকোণ বহ্নিবীজ স্বস্তি নামে ত্রিবৃত্তাকার দ্বারে বিভূষিতা হইয়া সংস্থিতা আছেন॥ ২০॥ ঐ রংকারাত্মক বহ্নি দেবতার চতু-

পীত ও নবোদিত তপনের ন্যায় আরক্ত বর্ণ এবং মেষবাহন। তাঁহার ক্রোড়ে অভয়বরদানশীল বাহুযুক্ত, অর্থাৎ এক হস্ত দ্বারা ত্রিভুবনস্থ জীববৃন্দের বাঞ্ছিত ফল দান করেন, অপর হস্তদ্বারা প্রাণিচয়ের অভয় দাতা এবং সিন্দূর রাগযুক্ত ভস্মবিভূষিত কলেবর ও উজ্জ্বল ত্রিনেত্রশালী আর মানবগণের ইষ্ট ফলদাতা, অথচ সৃষ্টিসংহারকারী, বৃদ্ধরূপধারী রুদ্ররূপী মহাকাল অধিষ্ঠিত আছেন॥ ২১ ॥ অপিতু প্রাগুক্ত মণিপূর পঙ্কজাভ্যন্তরে শ্যামবর্ণা চতুর্ভুজা পীতাম্বরপরিধানা ও বিবিধ কারুকার্য্যে বিভূষিত ভূষণদ্বারা ভূষিতা হেতু উন্মত্তচিত্তা, অর্থাৎ প্রফুল্লমানসা সর্ব্বপ্রকার শুভফলদাত্রী লাকিনী নাম্নী যোগিনী বাস করিতেছেন। উক্ত পদ্মমধ্যবর্ত্তী রেফবর্ণাত্মক ঐ বহ্নি দেবতাকে ও তাঁহার অঙ্কস্থ রুদ্ররূপী মহাকালকে এবং লাকিনী নাম্নী যোগিনীকে অতি প্রযত্নের সহিত ধ্যান করিলে সাধক এই ভূমণ্ডলস্থ প্রাণিনিচয়কে পালনের ও সংহারের ক্ষমতাশালী হন, এবং তাঁহার রসনাগ্রে বাগ্দেবতা সরস্বতী বিরাজমানা থাকা হেতু অভীষ্টসিদ্ধি ও কষ্টলভ্য জ্ঞানসম্পত্তিকে অনায়াসে লাভ করেন॥ ২২ ॥

অনাহত নামক দ্বাদশদল পদ্মের বর্ণন।

প্রাগুক্ত নাভিপদ্মের ঊর্দ্ধভাগে হৃদয়সমদেশে বাঁদুলী পুষ্পের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট সিন্দূররাগান্বিত (ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট, ঠ) এই দ্বাদশ বর্ণাত্মক দ্বাদশদলযুক্ত অনাহত নামক পদ্ম আছে। তন্মধ্যস্থ ধূম্রবর্ণ ষট্‌কোণবিশিষ্ট বায়ুমণ্ডলকে এবং উক্ত দ্বাদশদল পদ্মকে সাধক ধ্যান

করিলে, ঐ উভয়, আরাধকসম্বন্ধে কল্পবৃক্ষের ন্যায় ফলদাতা হইয়া সাধকের মনোভীষ্ট সিদ্ধি করেন ॥ ২৩॥ বিশেষতঃ এই হৃৎপদ্মমধ্যে ধূমাবলীর ন্যায় ধূম্রবর্ণ, চতুর্ভুজ, ও কৃষ্ণসার মৃগাধিরূঢ় য়ংকারাত্মক বায়ুবীজরূপ বায়ু দেবতাকে এবং ঐ বায়ুবীজের মধ্যদেশে হংসের ন্যায় শুক্লবর্ণ ও পানি যুগলদ্বারা স্বর্গ, মর্ত্য, পাতালাদি তিন লোকের অভয়বরদাতা করুণানিধান ঈশান নামক শিবকে সাধক অতিসাবধানে ধ্যান করিবেক ॥ ২৪ ॥ আর উল্লিখিত পঙ্কজাভ্যন্তরে নবীন সৌদামিনীর ন্যায় উজ্জ্বল পীতবর্ণা ও মৃগমদলাঞ্ছিত ত্রিনয়ন এবং শোভিত সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিতা, আর কণ্ঠে লম্বমান অস্থিমালা এবং বাহুচতুষ্টয়মধ্যে ত্রিভুজে পাশ, কপাল, খট্বাঙ্গ, অপর হস্তে অভয়দাত্রী, ও মধুপানে উন্মত্তচিত্তা, অথচ সদা আনন্দ রসেতে আর্দ্রমনা, যোগিগণের একান্ত হিতৈষিণী কাকিনী নাম্নী যোগিনী বাস করেন ॥ ২৫ ॥ অপিতু ঐ হৃৎপদ্মের কর্ণিকামধ্যে কোটিসৌদামিনীসদৃশ কোমল, অথচ স্নিগ্ধকলেবরা ত্রিনয়নী নাম্নী ত্রিকোণ শক্তিও আছেন এবং উক্তত্রিকোণযন্ত্রাত্মক শক্তিমধ্যে স্বুবর্ণের ন্যায় বর্ণ ও কুঙ্কুমাদি অঙ্গরাগদ্বারা কলেবর প্রলেপিত বিধায় অত্যুজ্জ্বল, এবং ভালে প্রদীপ্ত অর্দ্ধচন্দ্রে বিভূষিত, সতত আনন্দচিত্ত ও দ্বিভুজবিশিষ্ট বাণলিঙ্গরূপে ভোলানাথ অবস্থান করিতেছেন ॥ ২৬॥ বিশেষতঃ ঐ কমলমধ্যে পীতবর্ণ ও কল্পবৃক্ষের ন্যায় সকল অভীষ্টদাতা ও সমুদায় দেবতার পীঠের আশ্রয় এবং নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপশিখার স্বরূপ স্ফূর্ত্তিবিশিষ্ট যে হংস, অর্থাৎ জীবাত্মা, তৎকর্ত্তৃক আশ্রিত অষ্টদলবিশিষ্ট অতিগোপনীয় অন্য এক পদ্ম আছে। ঐ পদ্ম সূর্য্যমণ্ডলদ্বারা মণ্ডিত হেতু

তাহার কেশরসকল অতিশয় শোভাবহ হইয়াছে। সাধক গুরুদত্ত মন্ত্রানুসারে আপন ইষ্ট দেবতাকে ঐ পদ্মমধ্যে ধ্যান করিলে, অবিলম্বে বাক্‌সিদ্ধ হওতঃ, জগৎ সৃজন রক্ষণ ও বিনাশক্ষম হন ॥ ২৭ ॥ বস্তুতঃ ঐ গুপ্ত অষ্টদল পদ্মকে মানবগণ ধ্যান করিলে, তাঁহারা অচিরাৎ যোগেশ্বররূপে প্রসিদ্ধ হন এবং মহিলাচয় তাঁহাদিগকে স্ব স্ব জীবনসর্ব্বস্ব ভর্ত্তা হইতেও অতিশয় প্রিয়দর্শন করে। অপিতু তাঁহারা জ্ঞানিগণাগ্রগণ্য হওতঃ, কৃতী ও জিতেন্দ্রিয়রূপে জগতে খ্যাত, এবং গদ্যপদ্যরচনাবিষয়ে কাব্যরূপ জলধিপারে সক্ষম হন, অর্থাৎ উৎকৃষ্ট গদ্যপদ্যঘটিত গ্রন্থাদি রচনা করিতে তাঁহাদের বিলক্ষণ শক্তি জন্মে। বিশেষতঃ লক্ষ্মী তাঁহার অঙ্গনে পরমানন্দমনে সর্ব্বদা ক্রীড়া করেন এবং তাঁহারা পরশরীরে অনায়াসে প্রবেশের শক্তি ধারণ করেন। আর পূর্ব্বোল্লিখিত দ্বাদশ দল উৎপলস্থ ত্রিকোণ ধূম্রবর্ণ বায়ুমণ্ডল, তদন্তর্গত ষট্‌কোণবিশিষ্ট যংকারাত্মক ধূম্রবর্ণ যে বায়ুবীজ তাহাকে এবং তদুপরি শুক্লবর্ণ চতুর্ভুজ মৃগাধিরূঢ় ঈশাননামক যে শিবলিঙ্গ তাঁহাকে, আর তাঁহার ক্রোড়ে স্থিত সুধাপানমগ্না পীতবর্ণা কাকিনী যোগিনীকে এবং পূর্ব্বোল্লিখিত বায়ু যন্ত্রস্থ উজ্জ্বল কান্তিমান্ ও ভালে অর্দ্ধ হিমাংশু বিভূষিত বাণাখ্য শিব লিঙ্গকে এবং তন্মধ্যে গুপ্তরূপে স্থিত অষ্টদল পঙ্কজস্থ শোভিত কল্পতরুমূলে যে মণিপীঠ, যাহাতে হংসরূপী জীবাত্মা বাস করিতেছেন, তাহাকে সাধক স্বীয় ইষ্ট দেবতাময় ভাবনা করিয়া ধ্যান করিলেও অচিরাৎ পূর্ব্বোল্লিখিত ফল সমূহ লাভে অনায়াসে সক্ষম হন ॥ ২৮ ॥

কণ্ঠদেশস্থ বিশুদ্ধনাম পদ্মের বর্ণন।

ধূমের ন্যায় আভাবিশিষ্ট বিশুদ্ধনামে এক ষোড়শদল পদ্ম কণ্ঠদেশে অবস্থিত আছে। তাহার প্রত্যেক দলোপরি ক্রমান্বয়ে ষোড়শ স্বর (অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ, ঌ, ৡ, এ, ঐ, ও, ঔ, অং, অঃ,) দীপ্তিমান্ রহিয়াছে এবং ঐ পঙ্কজের কর্ণিকামধ্যে পূর্ণ সুধাকরসম উজ্জ্বল শরীরধারী, শুভ্রবর্ণকরিপৃষ্ঠে সমারূঢ় শুক্লাম্বরপরিধান গোলাকার আকাশ, অর্থাৎ শূন্যচক্র অবস্থিত আছে॥ ২৯॥ এই আকাশচক্র মধ্যে হংসাকারাত্মক পাশাঙ্কুশধারী দ্বিভুজ ও অভীতিবরদ দ্বিভুজ এই চতুর্ভুজবিশিষ্ট আকাশবীজ আছেন। তাঁহার ক্রোড়ে পঞ্চমুখ, ত্রিনেত্র, দশবাহু এবং ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরে কটিদেশ শোভিত হরগৌরীনামে সদাশিব মনোরঙ্গে বাস করিতেছেন॥ ৩০॥ আর প্রাগুক্ত ষোড়শদল কমলের কর্ণিকামধ্যে শুদ্ধ শীল ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট ভূমণ্ডলস্থ জনগণের সম্পত্তিদায়ক ও নির্ব্বাণ মুক্তির দ্বারস্বরূপ নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রমণ্ডল আছে। উক্ত চন্দ্রের সুধা-পানে আনন্দচিত্তা, পীতবর্ণা, ধনুঃ, বাণ, পাশ, অঙ্কুশধারিণী চতুর্ভুজা সাকিনী নাম্নী যোগিনী বাস করিতেছেন॥ ৩১॥ যে সাধক ঐ বিশুদ্ধনামা পদ্মে চিত্ত অর্পণ করেন, তাঁহার সম্পূর্ণ যোগের ফল জন্মে এবং তিনি কবি ও আত্মতত্ত্বজ্ঞ হইয়া সর্ব্বস্থানে বক্তারূপে বিখ্যাত হন আর ঐ সাধক একস্থানে স্থিত থাকিয়া স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল ইত্যাদি ত্রিলোকের সমুদায় বিবরণ জানিতে পারেন এবং স্নেহ, রোগ, শোকাদি যাবতীয় বিপত্তি হইতে বিমুক্ত হওতঃ চিরজীবী হইয়া সর্ব্বজীবের হিত সাধনে তৎপর হন। বিশেষতঃ নিখিল বিপত্তি বিনাশ বিষয়ে হংসের ন্যায় দীপ্তিমান্ হইয়া প্রকাশ পান॥ ৩২॥

আজ্ঞাচক্র নামক দ্বিদল পদ্মের বর্ণন।

ভ্রূযুগলমধ্যে চন্দ্রবৎ শুক্লবর্ণ ও ধ্যানের নিকেতন এবং হ, ক্ষ, এতদ্বর্ণদ্বয়স্বরূপ আজ্ঞা নামক দ্বিদল পদ্ম আছে। ঐ দ্বিদল পদ্মমধ্যে শুক্লবর্ণা ও ষড়্‌মুখী হাকিনী নাম্নী যোগিনী যোগেতে নিমগ্না আছেন। তিনি করচতুষ্টয়ে পুস্তক, নর-কপালখণ্ড, ডমরু, ও জপমালা ধারণ করেন ॥ ৩৩ ॥ আর ঐ দ্বিদল সরোরুহাভ্যন্তরে সূক্ষ্মরূপে সুপ্রসিদ্ধ মনঃ ও তৎকর্ণি-কাতে শক্তিরূপ ত্রিকোণ যন্ত্র আছে এবং এই যন্ত্রে সৌদা-মিনীসমূহের ন্যায় প্রকাশমান ও পরম লয়ের স্থানস্বরূপ ইতবাখ্য শিব লিঙ্গাকারে বিরাজমান আছেন। যে সাধক চতুর্দ্দল মূলাধার পদ্ম হইতে ব্রহ্ম রন্ধ্র পর্য্যন্ত ভাবনা করতঃ ঐ দ্বিদল উৎপলস্থ ইতবাখ্য ত্রিলোচনকে ব্রহ্ম জ্ঞানের প্রবো-ধক জানিয়া নিশ্চল চিত্তে ভাবনা করেন, তাঁহার অনায়াসে ব্রহ্ম পদলাভ হয় ॥ ৩৪ ॥

সাধকগণ প্রাগুক্ত দ্বিদল পদ্মকে ধ্যান করিলে পরশরীরে শীঘ্র প্রবেশে সক্ষম হন এবং তাঁহারা মুনিশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্ব-শাস্ত্রবেত্তা, সর্ব্বজ্ঞ, সকলহিতজনক, সর্ব্বদর্শনশীল এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান জ্ঞানবিষয়ে সুতৎপর ও অদ্বৈতাচারবাদী এবং পরমাপূর্ব্বসিদ্ধি বিষয়ে খ্যাত হওতঃ চিরজীবী হন আর সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করণে তাঁহার ক্ষমতা জন্মে ॥ ৩৫ ॥ উক্ত আজ্ঞা চক্রের সমীপে অর্থাৎ ভ্রূযুগলের ঊর্দ্ধে ও ললাটের অধোভাগে নিরন্তর শুদ্ধজ্ঞানজ্ঞেয় ও প্রদীপশিখাবৎ জ্যোতি-ষ্মান্ ওঁকার বর্ণাত্মক অন্তরাত্মা বাস করেন। তাঁহার উপরি-ভাগে অর্দ্ধচন্দ্র সুশোভিত আছে, এবং তদূর্দ্ধে বিন্দুরূপী নাদ শক্তিরূপাধার সকারবর্ণবিশিষ্ট পূর্ণশশধরের ন্যায় উজ্জ্বল

শিবলিঙ্গ আছেন॥ ৩৬॥ ঐ অন্তরাত্মধামে মনঃ লীন হইলে, পরম গুরুর সেবাকর্ত্তৃক জ্ঞাতশীল নিরালম্ব মুদ্রার অভ্যাসদ্বারা সাধক পরম যোগী হন, এবং তাঁহার আত্মজ্যোতির কলাও দর্শন হয়, তদন্তে মূর্ত্তিমৎ নিখিল ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার আত্মস্বরূপ জ্ঞান হয়॥ ৩৭॥

প্রাগুক্ত অন্তরাত্মা প্রজ্বলিত প্রদীপের ন্যায় জ্যোতিষ্মান্; সেই জ্যোতিঃ প্রাতঃকালীয় নবীন তপনের ন্যায় প্রকাশমান; আর ঊর্দ্ধে আকাশ, অধোদেশে পৃথিবী, এতদুভয়ের মধ্যস্থানে নিরালম্ব মুদ্রামধ্যে ভগবান্ ঈশ্বর সাক্ষাৎ আছেন। তিনি অব্যয় ও পূর্ণবিভব এবং সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, ইত্যাদি কার্য্যক্ষম। ইহাঁকে সাধক জ্ঞাত হইলে শ্রীগুরুর চরণসেবাতে তৎপর হন। তিনি যে প্রকার চন্দ্র ও সূর্য্যমণ্ডলে সাক্ষাৎ প্রতীয়মান আছেন, এই স্থানেও তদ্রূপে প্রত্যক্ষ আছেন॥৩৮॥ ভগবানের নিত্যবাসহেতু মধুরময় আজ্ঞাচক্র নামক স্থানে যোগিগণ প্রাণত্যাগ কালে, আনন্দমানসে আত্মপ্রাণারোপণ করিয়া ত্রিজগতের আদি সচ্চিদানন্দ পুরুষে লীন হন। সুতরাং সাধকগণের যত্নপূর্ব্বক ঐ স্থান অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য॥ ৩৯॥ পূর্ব্বোক্ত ওঙ্কারের উপরিভাগে দ্বিভুজবিশিষ্ট মহানাদনামে শিবাকার বায়ুর লয় স্থান আছে। তিনি একহস্তদ্বারা বর ও অপর বাহুদ্বারা অভয়দান করিয়া কেবল শুদ্ধজ্ঞানে প্রকাশিত আছেন। যোগিচয় গুরুপাদপদ্ম সেবাতে তৎপর হইয়া যে সময়ে বায়ুদেবতার লয় স্থান ও শিবার্দ্ধকে দর্শন করিবেন, তখন তাঁহার বাক্‌সিদ্ধি হইবেক, অর্থাৎ তিনি নির্ম্মল জ্ঞান প্রাপ্ত হইবেন॥ ৪০॥

উল্লিখিত আজ্ঞাচক্রের ঊর্দ্ধদেশে শঙ্খিনী নাম্নী নাড়ীর

শিখরে অর্থাৎ অগ্রভাগে, শূন্যস্থানে অর্থাৎ আকাশে, যে বিসর্গ রূপ যুগলবিন্দু আছে, তাহার অধঃস্থানে, পূর্ণেন্দুর ন্যায় শুভ্রবর্ণ এবং কেশর সকল তরুণ-তপনসদৃশ রক্তবর্ণ ও মনোজ্ঞ-কান্তিবিশিষ্ট সহস্রদলপদ্ম অধোমুখে অবস্থিত আছে। ঐ দশশতদল পঙ্কজের অঙ্গ মাতৃকান্যাসোক্ত পঞ্চাশদ্বর্ণদ্বারা সুশোভিত ও কেবল আনন্দস্বরূপ ॥ ৪১ ॥ এই সহস্র দলপদ্ম-মধ্যে শশযুক্ত অথচ কলঙ্করহিত অর্থাৎ নিষ্কলঙ্ক চন্দ্র অবস্থিত থাকিয়া জ্যোৎস্নাজাল বিস্তারদ্বারা প্রকাশকরতঃ শিবসম্বন্ধীয় পরমামৃতপানে স্নিগ্ধরশ্মি বিকাশ করিতেছেন। উক্ত চন্দ্রা-ভ্যন্তরে বিদ্যুদাকার ত্রিকোণযন্ত্র আছে। এই যন্ত্র সকল সুরগণসেব্য, অতি গুহ্যতম চিদ্রূপাকার শূন্যস্থানও আছে ॥ ৪২ ॥ উক্ত শূন্যস্থান যন্ত্রের সহিত গোপন করিবেক। তাহা ষোড়শ-কলাপূর্ণশশীর ন্যায় উজ্জ্বল ও শুভ্রবর্ণ। তন্মধ্যে অজ্ঞান-মোহান্ধনাশক নিত্যানন্দময় পরমব্রহ্মস্বরূপ পার্ব্বণহিমাংশুর ন্যায় প্রকাশমান পরম শিবধামে মহাদেব বাস করিতেছেন। তিনি শিবশক্তিযুক্ত যোগানন্দদায়ক এবং জ্ঞানদাতা ॥ ৪৩ ॥

পূর্ব্বোক্ত সহস্রারে অর্থাৎ সহস্রদলকমলে স্থিত মহাদেব পরমহংস নামে বিখ্যাত হইয়া, নির্ম্মলজ্ঞানী মহাপুরুষকে নিরবধি সুধাদান ও আত্মতত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ প্রদান করিতেছেন। তিনি ভূমণ্ডলস্থ সমুদয় প্রাণীর কর্ত্তা এবং সকল সুখ-সন্দোহের স্বরূপ, বস্তুতঃ তিনিই নিখিলসুখের আধার ॥ ৪৪ ॥ এই শূন্যস্থানকে শৈবগণ শিবের নিবাসস্থান বলেন। বৈষ্ণবেরা পরমপুরুষ বিষ্ণুর নিকেতনরূপে ব্যাখ্যা করেন। বেদ-মতাবলম্বী মহাশয়েরা হরিহরপদ বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন ও শাক্তমহাত্মচয় মহাশক্তির নিবাসস্থান জানিয়া

অতিশয় শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন; এবং ইহা ব্যতীত মুনিগণ প্রকৃতিপুরুষের নির্ম্মল স্থান জানিয়া ব্যাখ্যা করেন। যদিও বিভিন্নমতাবলম্বী মহাজনগণ এই স্থানকে নানারূপে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, কিন্তু সকলমতেই চরমে এক সচ্চিদানন্দ নির্ম্মল আত্মার স্থানরূপে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। যেহেতু সকল মহাত্মাই আপনাপন ইষ্টদেবতাকে ব্রহ্মরূপে চিন্তা করেন। অত্রাবস্থায় আর ঐরূপ স্বীকারকরণে কোন আপত্তি হইতে পারে না॥ ৪৫॥ এই শূন্যস্থাননামধেয় ব্রহ্মস্থানকে যে সাধক নিশ্চয় জানিয়া একাগ্রমনে উক্ত পরমাত্মা চিন্তাতে চিত্ত নিমগ্ন করেন, সেই যোগিবরের এতজ্জন্মমরণযন্ত্রণাধার অসার সংসারে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না এবং এই মায়াময় কুটিলসংসারের মায়াতে তাঁহাকে আবদ্ধ করিতে পারে না! তাঁহার অযত্নেও সৃষ্টি স্থিতি সংহার প্রভৃতি বিবিধ মহদ্‌গুণ তাঁহাকে আশ্রয় ক[illegible]। [illegible]আর তিনি অনায়াসে আকাশপথে গমনাগমন করিতে পারেন[illegible]ং তাঁহার বাক্য অতিনির্ম্মল ও শুদ্ধ হয়॥ ৪৬॥ ঐ সহস্রদলপঙ্কজাভ্যন্তরে প্রাতঃকালীয় তরুণ[illegible]পনের ন্যায় লোহিতবর্ণা ও পদ্মের মৃণালসূত্রবৎ অতি-সূক্ষ্মা এবং বিদ্যুন্মালার ন্যায় কোমল কিরণ বিশিষ্টা অথচ শুদ্ধা অর্থাৎ বিকারবর্জ্জিতা এবং নিত্যপ্রকাশা অর্থাৎ ক্ষয়োদয় রহিতা ও অধোমুখী, আর পূর্ণানন্দশ্রেণী হইতে যে অমৃতধারা ক্ষরণ হইতেছে, তাহা ধারণশীলা এবম্ভূতা চন্দ্রের ষোড়শ ভাগের একভাগপরিমিতা অমানাম্নী শশধরকলা নিয়ত উদিতা আছেন॥ ৪৭॥ উক্ত অমানাম্নী চন্দ্রকলামধ্যে কেশাগ্রের সহস্র ভাগের একভাগরূপ সূক্ষ্ম ও অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায় ভঙ্গি-মতী, দ্বাদশাদিত্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্টা, এবং প্রাণিগণের

ইষ্টদেবতাস্বরূপা ও নিত্যজ্ঞানদাত্রী, নির্ব্বাণশক্তিদায়িকা নির্ব্বাণনাম্নী এক কলা আছেন। ঐ চন্দ্রকলাকে যোগিচয় মহাকুণ্ডলিনী নামে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন ॥৪৮॥ এই নির্ব্বাণ-নাম্নী কলার মধ্যদেশে কেশাগ্রের কোটি ভাগের এক ভাগ-রূপা ও কোটি সূর্য্যের মিলিত কিরণবৎ দিপ্তিমতী, অতিশয় গুহ্যা এবং শিবলিঙ্গ হইতে নিরত প্রেমধারাবিলাসিনী আর ঐহিক ও পারত্রিক এতদুভয়কালের কর্ম্মজন্য ফলদায়িনী ও মুনিগণমানসে হর্ষপুর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞানপ্রদাত্রী, নির্ব্বাণনাম্নী শক্তি পরমসুখে বাস করিতেছেন ॥ ৪৯ ॥ উক্ত নির্ব্বাণশক্তির ঠিক মধ্যভাগে যোগিমহাত্মচয়ের চিন্তনীয় ও পরমসুখময় নিত্যানন্দ-স্বরূপ, শাশ্বত, অর্থাৎ, নিত্য, অথচ আত্মযোগগম্য শিবস্থান আছে। (তুরীয় ব্রহ্ম) ইহাঁকে কোন কোন মুনিগণ ব্রহ্মস্থান, কেহ বা বিষ্ণুপদ ও কেহ কেহ হংসনামে উল্লেখকরেন। বস্তুতঃ ঐ স্থান ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও শক্তি এই চারি দেবতারই আশ্রমস্বরূপ এবং পুণ্যাত্মা মহর্ষিচয়ের প্রার্থিত মুক্তিমার্গের প্রবোধক ॥ ৫০ ॥

কুলকুণ্ডলিনীর উত্থাপনক্রম।

সুশীল যোগী যম নিয়ম অর্থাৎ আদ্য অষ্টাঙ্গ যোগ অভ্যাস-পরায়ণ হইয়া এবং গুরুদেবমুখে ষট্ চক্রের উৎকৃষ্ট নিয়ম সকল অবগত হওতঃ যিনি বহ্নি বায়ু সংযোগে উত্তপ্তা এবং স্বয়ম্ভূলিঙ্গে সার্দ্ধত্রিতয় বেষ্টনদ্বারা সুধাপানাশক্তা হইয়া ব্রহ্মদ্বারে স্বকীয় আনন অর্পণ করতঃ নিদ্রাতে নিমগ্না আছেন; সেই

কুলকুণ্ডলিনীকে জানিয়া অঙ্কুশবীজদ্বারা উক্ত মূলাধার পদ্মস্থ স্বয়ম্ভু লিঙ্গকে ভেদ করতঃ সহস্রদল পদ্মমধ্যে কুলকুণ্ডলিনীকে নয়নপূর্ব্বক সেই স্থানে তাঁহাকে চিন্তা করিবেক ॥ ৫১ ॥ প্রাগুক্ত কুণ্ডলিনী দেবী মূলাধার পদ্মস্থ স্বয়ম্ভু লিঙ্গ ও হৃদয়স্থানস্থ অনাহতনামা পঙ্কজাভ্যন্তরীয় বাণলিঙ্গ এবং জ্রমধ্যস্থ আজ্ঞা-চক্রের কর্ণিকাস্থিত ইতরনামা লিঙ্গ এই লিঙ্গত্রয়রূপী মহাদেবকে ভেদ করতঃ ক্রমান্বয়ে ব্রহ্মনাড়ীদ্বারা গ্রথিত ষট্ পদ্ম পরিভ্রমণ করিয়া সহস্রদলপদ্মে তড়িতের ন্যায় জ্যোতি-বিশিষ্ট অতিসূক্ষ্ম সূত্রবৎ পরমরসময় মোক্ষদাতা শিবেতে অর্দ্ধাঙ্গরূপে বিরাজিতা হন। ঐ দেবী নিয়ত হাস্যমুখী ও মোক্ষানন্দরূপা। তিনি বিদ্যুতের ন্যায় উক্ত ষট্পদ্মে ক্ষণ-কাল অবস্থান করতঃ নিরন্তর সহস্রদলপদ্মেতেই দীপ্তিমতী আছেন ॥ ৫২ ॥ গুরুপাদপদ্মধ্যানপরায়ণ ও যোগিশ্রেষ্ঠ এবং সমাধিতে যত্নবান্ সুধীজন ঐ কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জীবের সহিত পরমশিবসম্বন্ধীয় মোক্ষধামে লীন করিয়া সহস্রদলপদ্মমধ্যে তাঁহাকে চিন্তা করিবেন। তিনি চৈতন্য-রূপিণী ও সাধকের ইষ্টফলদায়িনী ॥ ৫৩ ॥ উল্লিখিত কুণ্ড-লিনী পরম হংস হইতে [illegible]ক্তের ন্যায় আভাবিশিষ্ট পরমা-মৃত পানকরিয়া পূর্ণানন্দের উৎপাদয়িত্রী হওতঃ কুলপথ অর্থাৎ গুপ্তপথদ্বারা পুনরায় মূলাধারপদ্মে প্রবেশ করেন। যোগিবর যোগক্রমদ্বারা ঐ দিব্য পরমামৃতধারা অবগত হইয়া তদ্দ্বারা শরীররূপ ব্রহ্মাণ্ডস্থিত উল্লিখিত ষট্পদ্মস্থ দেবতা সমূহকে সন্তর্পণ করিবেন ॥ ৫৪ ॥ সংযতচিত্ত যোগিজন দীক্ষাগুরুর শ্রীপাদপদ্মপ্রভাবে উত্তম ষট্চক্রের নিয়ম সকল অবগত হইয়া যদি নিয়ত ধ্যানেতে নিমগ্ন হন, তাঁহার অবশ্যই

নির্ব্বাণ মুক্তিতে আহ্লাদ জন্মে ও তিনি যোগিচয়মধ্যে অগ্রগণ্য হইয়া থাকেন; এবং তাঁহার আর এই সংসারে পুনর্জ্জন্ম হয় না॥ ৫৫॥ যে যোগিবরের চিত্তে সংযমদ্বারা দিব্য জ্ঞানের উদয় হইয়াছে, যিনি গুরুর পাদপদ্মসেবাপরায়ণতাজন্য শুদ্ধচিত্ত হইয়াছেন এবং যে মাহাত্মা মুক্তিজনক জ্ঞানের আদিকারণ যথার্থ শাস্ত্রের সর্ব্ববাদিসম্মত উত্তমক্রমসকল জ্ঞাত হইয়া, তাহা দিবা রাত্রি প্রাতঃ সন্ধ্যা ও পক্ষান্তরে অধ্যয়ন করেন, তাঁহার চিত্ত অভীষ্ট দেবতার চরণারবিন্দে অবশ্যই নৃত্য করে।

ইতি পূর্ণানন্দকৃত ষট্‌চক্রভাষা

সমাপ্তা।



জ্ঞানকাণ্ড।

—o—

পূর্ব্বোল্লিখিত নিয়মাদিমতে ক্রিয়াদি করিলে, ক্রমে দেবতাতে ভক্তি ও বিশ্বাস জন্মিয়া উত্তরোত্তর কামাদি ঋপুচয় বশীভূত হয়। সুতরাং অল্পে অল্পে বিষয়বাসনা তিরোহিত হইতে থাকে। তখন জ্ঞানের পথ অনুসন্ধান করিলে, তাহাতে অনায়াসেই কৃতকার্য্য হওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সেই জ্ঞানপদার্থ লাভ করা অতি অনায়াসসাধ্য ও অল্পকালের কার্য্য নয়। যোগিগণ বহুকাল বাতাহার ও পর্ণাহার করিয়াও সেই অতুল্য সুদুর্ল্লভ জ্ঞানরত্ন প্রাপ্ত হইতে পারে নাই, এবম্বিধ দুরারাধ্য বস্তুকে আয়ত্ত করিতেও বহুকাল জীবিত থাকার প্রয়োজন, তাহা কেবল এইরূপে সংসাধিত হইতে পারে। যাঁহারা গমনকালে ও স্থিতি[illegible] সর্ব্বদাই বিশেষরূপে প্রাণায়াম অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাসকে নিরন্তর দেহে ধারণকরিতে সক্ষম হন, তাঁহারা অবশ্যই বহুকাল জীবিত থাকিবেন (১)। বস্তুতঃ পরমায়ুরদ্ধির এই ক্রমই সর্ব্বসম্মত; এতদ্দারা নানা প্রকার যোগাঙ্গকার্য্যকলাপও সিদ্ধ হয়। যে হউক মানবচয়ের জ্ঞানভিন্ন পরমা মুক্তির আর উপায়ান্তর নাই। যদি চ সাযোজ্য, সারূপ্য ও সালোক্য, এই ত্রিবিধ মুক্তিবিধানের শাস্ত্রে উল্লেখ আছে; কিন্তু তাহা নির্ব্বাণমুক্তির নিকট অতি

---

(১) "গচ্ছং স্তিষ্ঠন্ সদাকালং বায়ুস্বীকরণং পরঃ।
সর্ব্বকালপ্রয়োগেণ সহস্রায়ুর্ভবেন্নরঃ॥"—

অকিঞ্চিৎকর। ঐ মুক্তিত্রয় কেবল কামিব্যক্তিব্যূহেরই আদরণীয়। যেহেতু কেবল বিষয়ভোগাকাঙ্ক্ষী মানবগণই তাহার বিশেষ আদর করিয়া থাকেন। সুতরাং এ স্থলে প্রাগুক্ত মুক্তিত্রয়ের বিষয় বর্ণনে আমি ক্ষান্ত থাকিলাম। পরমারাধ্য যে পরমা মুক্তি, তাহার যথাসাধ্য বর্ণন করাই আমার মুখ্যোদ্দেশ্য। বস্তুতঃ নির্ব্বাণমুক্তিই সংসারের সার, তাহারই অন্বেষণ করা জীবচয়ের নিতান্ত কর্ত্তব্য।

এই ভূমণ্ডলে যে মোক্ষান্বেষী যোগিগণ মোক্ষেচ্ছা করিবেন, তাঁহাদিগের প্রথমতঃ নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, ইহামূত্রফলভোগবিরাগ, শমদমাদি, ষট্সম্পত্তি ও মুমুক্ষুত্ব, এই চারিপ্রকার সাধনসম্পন্ন জ্ঞানলাভ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

নিত্যানিত্যবস্তু-বিবেক	চিন্ময় অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম ব্যতীত এই ভৌতিক জগতের সমুদায় পদার্থই অনিত্য, কেবল ঈশ্বরই নিত্য।
ইহামূত্রফলভোগ-বিরাগ	এই ভূমণ্ডলে কেবল দেহ ধারণ ইচ্ছা ব্যতীত স্রকৃচন্দনাদি সুগন্ধ বস্তু ও অন্যান্য যাবতীয় পদার্থতে ও পারত্রিক স্বর্গাদি সুখবিষয়ে মল মূত্রাদি ঘৃণিত পদার্থের ন্যায় অনিচ্ছা।
শমদমাদি	তাহা ছয় প্রকার;—শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধা।
শম	শ্রবণ মননাদি ব্যতীত বিষয় বিভব হইতে মনের নিগ্রহ।

দম	তত্ত্বোপদেশদাতা গুরুশুশ্রূষা ব্যতীত বিষয় হইতে বাহ্যেন্দ্রিয়ের দমন।
উপরতি	সাংসারিক অনিত্য কর্ম্মে নিবৃত্তি, অথবা সর্ব্বকর্ম্মে সন্ন্যাস।
তিতিক্ষা	তপস্যাজন্য শীতোষ্ণাদি সুখ দুঃখ সহন।
সমাধান	পরমেশ্বরচিন্তাতে চিত্তের একাগ্রতা।
শ্রদ্ধা	গুরুবাক্যেতে ও শাস্ত্রেতে অতীব বিশ্বাস।
মুমুক্ষুত্ব	মোক্ষেচ্ছা, অর্থাৎ নির্ব্বাণমুক্তির ইচ্ছা।

উক্ত ষট্‌প্রকার সাধন সম্পত্তি লাভ করা নিয়মিত মত ক্রিয়াকলাপ আচরণ এবং মহাজনের সংসর্গ ও তত্ত্ববিচার ব্যতীত কোন প্রকারেই সম্ভব নাই। আর, ভগবদ্‌গীতাতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে, স্বগুণ-শ্লাঘারাহিত্য, দম্ভরাহিত্য, পরপীড়াপরিত্যাগ, সহিষ্ণুতা, অকৌটিল্য, সদ্‌গুরুসেবা, বাহ্য ও আন্তরিক শৌচ, সৎপথে একাগ্রতা, শরীরসংযম, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শব্দাদি বিষয়ভোগে বিতৃষ্ণতা, অহঙ্কারপরিত্যাগ, জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধিতে পুনঃ পুনঃ দোষের আলোচনা, পুত্রাদিতে প্রীতিপরিত্যাগ, পুত্রকল-ত্রাদি সুখে ও দুঃখে স্বীয় সুখ দুঃখাদ্যনুভব-বর্জ্জন, ইষ্টানিষ্টাদি প্রাপ্তিতে সমভাব, সর্ব্বাত্মা সর্ব্বদর্শনদ্বারা পরমেশ্বরেতে ঐকা-

ন্তিক ভক্তি, চিত্তশুদ্ধির অনুকূল শান্তিরসাস্পদপুণ্যাশ্রম বাসশীলতা, জনসমাজে অনুরাগপরিত্যাগ, অধ্যাত্মজ্ঞানের নিত্যতাদর্শন, অর্থাৎ পদার্থশুদ্ধিনিষ্ঠতা, সর্ব্বোৎকৃষ্টরূপে মোক্ষবিষয়ক আলোচনা, এই বিংশতিসংখ্যক উপায় অবলম্বন না করিলে জীবগণ কোনপ্রকারেই জ্ঞানার্জ্জনে অধিকারী হইতে পারে না। তবে যে কোন কোন মহাজনের উচিত মতক্রিয়াদির আচরণ ব্যতীত ও দেবতাতে বিশ্বাস জন্মিয়া প্রথমোদ্যমেই চিত্তের একাগ্রতা জন্মিয়াছে, জানা যায়, তাহা কেবল তাঁহাদের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত প্রগাঢ় তপস্যার ফল বৈ আর কি বলা যাইতে পারে। ধ্রুব, প্রহ্লাদ, মহর্ষি শুক প্রভৃতি মহাত্মগণমধ্যে কেহ কেহ পঞ্চমবর্ষ বয়ঃক্রমকালে, কেহ প্রসব হইয়ামাত্রই যে ভক্তিভাজন ভগবানের আরাধনায় রত হইয়াছিলেন, তাহা কি তাঁহাদিগের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত তপস্যার ফল নয়? ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক। না হইলে গর্ভস্থাবস্থায়, কি পঞ্চম বর্ষকালে কখনই মনুষ্যের জ্ঞানের সঞ্চার হইতে পারে না। ইহা বলা বাহুল্যমাত্র; ধ্রুব প্রহ্লাদাদির চরিত্র পাঠেই তাহার সবিশেষ উপলব্ধি হইতে পারে, যে হউক অধুনা জগদীশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় করাই মুখোদ্দেশ্য। অতএব তাহার বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম।

জগদীশ্বরের স্বরূপ নির্ণয়।

যিনি ব্রহ্মাদি শরীর ধারণপূর্ব্বক সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় এইকার্য্যত্রয় সাধন করেন, অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মমূর্ত্তিদ্বারা সৃষ্টি, বিষ্ণুমূর্ত্তিদ্বারা

দ্বারা পালন ও রুদ্রমূর্ত্তিদ্বারা সংহার করেন, এবং যাঁহাকে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব এবং গাণপত্য ইত্যাদি সম্প্রদায়ে নিরন্তর সমভাবে ধ্যান করেন, তিনিই পরমাত্মা (১)। লক্ষণান্তরে উক্ত আছে, যিনি জীব হইতে ভিন্ন ও ভুবনত্রয়ের আদি, এবং অদ্বিতীয়, অর্থাৎ যাঁহার তুল্য দ্বিতীয়রহিত, আর সত্ত্ব, রজঃ তমঃ এই ত্রিবিধগুণবিশিষ্ট, এবং অকার, উকার, মকার, এতদ্বর্ণত্রয়স্বরূপ, অথচ অশরীরী, কিন্তু ভক্তজনের ইষ্টসিদ্ধ্যর্থ শরীর স্বীকার করেন, তিনিই পরমাত্মা (২)। অপিচ যিনি রূপাদি ও সুখদুঃখাদি গুণসমূহের অতীত, অর্থাৎ তদ্রূপ গুণরহিত হইয়াও ইচ্ছাবান্ ও রজ-আদি গুণত্রয়ের সহায় এবং অকার, উকার, মকার, এই ত্রিবর্ণস্বরূপ, আর যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিব, এই মূর্ত্তিত্রয় স্বীকারপূর্ব্বক সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কর্ম্মসকল সম্পন্ন করেন এবং যাঁহার অপরিমিত কৃপা ও অপার মহিমা, যাঁহার মহিমার ইয়ত্তা নাই ও যিনি ত্রিজগতের এক মাত্র পরম গতি এবং অদ্বিতীয়, তিনিই পরমাত্মা, অতএব

(১) "ব্রহ্মাদিদেহৈরনিশং পরাত্মা
সৃষ্টিস্থিতী সংহৃতিমাতনোতি।
শৈবোঽথ শাক্তোহরিভক্তিযুক্তো-
ধ্যায়েৎ সদা বং প্রলয়াদিহীনং॥"—

মোক্ষবিচার।

(২) "জীবাৎ পরোঽসৌ ভুবনত্রয়াদি-
স্ত্বেকঃ পরাত্মা রজ-আদিযুক্তঃ।
ত্রিবর্ণরূপোঽপি শরীরহীনো-
ভক্তেষ্টসিদ্ধ্যর্থমুপৈতি দেহং॥"—

তাঁহার উদ্দেশে নমস্কার করি (৩)। আর অস্মদাদির সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মশাস্ত্র বেদেও উক্ত আছে যে, যিনি হস্তরহিত হইয়া গ্রহণে, পাদবর্জ্জিত হইয়া গমনে ও চক্ষুরহিত হইয়া দর্শনে, শ্রবণ না থাকা সত্ত্বেও শ্রবণে সতত নিযুক্ত রহিয়াছেন এবং সকল জীবের অদৃশ্য হইয়াও বিশ্বসংসারের কার্য্যকলাপ অহরহঃ দর্শন করিতেছেন, তিনিই পুরুষপ্রধান ও সকলের আদি (৪)। বেদে আরও প্রকাশ আছে যে, জগদীশ্বর চিন্ময়, অর্থাৎ কেবল সূক্ষ্মজ্ঞানস্বরূপ ও অদ্বিতীয় এবং কলারহিত (পূর্ণ) ও অশরীরী যে ব্রহ্ম, তিনিও উপাসক ব্যক্তিবৃ্যহের কার্য্যসিদ্ধ্যর্থ সাকাররূপ স্বীকার করিয়াছেন (৫)। অপিতু ব্রহ্মপদার্থই প্রকৃতিপুরুষস্বরূপ, কারণ, স্বত্ব, রজঃ, তমঃ, এই গুণত্রয়ের সমানাধিকরণ, অর্থাৎ সমানরূপে এক দেহেতে স্থিতি, তাহাই অব্যক্তা প্রকৃতি ও সেই মুল প্রকৃতিই সকলের

(৩) "গুণাতীতোঽপীশস্ত্রিগুণসচিবস্ত্র্যক্ষরময়-
ত্রিমূর্ত্তি-র্যঃ সর্গস্থিতিবিলয়কর্ম্মাণি তনুতে।
কৃপাপারাবারঃ পরমগতিরেকস্ত্রিজগতাং
নম স্তস্মৈ কস্মৈচিদমিতমহিম্নে পুরভিদে॥"—

মঙ্গলবাদ

(৪) "অপাণিপাদোজবনোগৃহীতা-
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বিশ্বং ন হি তস্য বেত্তা
তমাহুরাদ্যং পুরুষপ্রধানং॥"—

(৫) "চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণোরূপকল্পনা॥"—

কারণীভূতা এবং প্রধানপুরুষ (৬)। এস্থলে অনেকের এরূপ আপত্তি হইতে পারে যে, প্রদর্শিত বেদে ও অন্যান্য যোগ-শাস্ত্রদ্বারা যখন প্রতিপন্ন হইল যে, সেই করুণানিধান বিশ্ব-বিধান বিধাতা পুরুষ সর্ব্বব্যাপী ও অহরহঃ নিরন্তর সংসারের কার্য্যকলাপ দর্শন করিতেছেন এবং তিনিই আমাদের অভীষ্ট-ফলদাতা। তদ্ভিন্ন অন্যান্য দেবতা কেবল কল্পিত মাত্র, সুতরাং তাঁহাদিগের আরাধনার প্রয়োজন কি? মানবগণের এই সুমহদ্‌ভ্রমসংশোধনার্থ মুক্তিবিচারে তাহা মীমাংসা করিয়াছেন যে, জীবগণ নিরন্তর নিরতিশয় ভক্তিপূর্ব্বক যাদৃশ রূপ-বিশিষ্ট দেবতার ধ্যান করুন না কেন, সেই সর্ব্বভূতব্যাপ্ত সর্ব্বান্তর্যামী জগদীশ্বর তাদৃশ দেবতার রূপধারণকরতঃ তাহার অভিলাষ পূর্ণ করেন (৭)। অপিচ ভগবান্ নারায়ণ অর্জ্জুন-কৃত প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন যে, যিনি এক, অর্থাৎ স্বজাতীয় ভেদরহিত ও নিষ্কল, নিরাকার এবং (আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথ্বী, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষুঃ, জিহ্বা, নাসিকা, বাক্, পাণি, পায়ু, পাদ, উপস্থ, প্রকৃতি, মনঃ, বুদ্ধি ও অহঙ্কার,) এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব-অতীত, নিরঞ্জন, অর্থাৎ স্বপ্রকাশ, অথচ মনের অগোচর। যথা শ্রুতি (যন্মনসা ন

---

(৬) "সত্ত্বং রজস্তম-ইতি গুণত্রয়মুদাহৃতং।
সাম্যাবস্থানমেতেষামব্যক্তাং প্রকৃতিং বিদুঃ।
স এব মূলা প্রকৃতিঃ প্রধানঃ পুরুষোঽপি চ॥"—

যামল।

(৭) "যোযো যাদৃশভাবেন নিত্যং ধ্যায়তি ভক্তিতঃ।
তত্তদ্রূপেণ তস্যেষ্টং পূরয়েৎ পরমেশ্বরঃ॥"—

মুক্তিবিচার।

মনুতে) এবং যিনি অজ্ঞেয়, অর্থাৎ প্রমাণের অবিষয়ীভূত, (যদ্বাচা ন মনুতে যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে, ইতি শ্রুতি) আর যিনি বিনাশোৎপত্তিবর্জ্জিত, এবং ত্রৈকালিককৈবল্যস্বরূপ, অর্থাৎ মুক্তিস্বরূপ; অথচ শান্ত শুদ্ধ ও অত্যন্ত নির্ম্মল এবং যিনি যোগনির্ম্মুক্ত হইয়া, অর্থাৎ বস্ত্বন্তরসম্বন্ধরহিত হইয়াও জগতের জন্য উপাদানকারণ হয়েন, কিন্তু তিনি স্বয়ং নিত্য, তিনিই এই জগতের উৎপত্তির কারণস্বরূপে প্রতিপাদ্য হইয়াছেন। তাঁহার অন্য সাধন নাই। আর যিনি সর্ব্ব জীবের নির্ম্মাণকর্ত্তা, প্রাণিচয়ের হৃদয়কমলে সর্ব্বদা জ্ঞান ও জ্ঞেয়রূপে অবস্থান করিতেছেন। হে কেশব! বিশেষ লক্ষণদ্বারা তাঁহার স্বরূপ বর্ণন কর (১)।

অতএব এবম্ভূত পরমাত্মার যে জ্ঞান, তাহাই তত্ত্বজ্ঞান। নরগণ এই জ্ঞানরত্ন লাভ করিলে, তাহাদিগের জন্মজন্মান্তরীয় পাপপুঞ্জ প্রখর জ্ঞানজ্যোতিঃ কর্ত্তৃক ভস্মীভূত হইয়া সর্ব্বপ্রকার পবিত্রতাকে লাভ করতঃ অচিরাৎ মোক্ষফল প্রাপ্ত হন। যদ্রূপ অগ্নিদ্বারা কাষ্ঠ, গুল্ম, লতা প্রভৃতি ভস্ম হইয়া থাকে, তদ্রূপ অভেদমোক্ষজ্ঞানস্বরূপ প্রদীপ্ত বৈশ্বানরকর্ত্তৃক প্রাক্‌কৃত পুণ্যপাপরূপ ফলসমষ্টি ভস্মীভূত হয়, অর্থাৎ এক পরমেশ্বরের

(১) "সদেকং নিষ্কলং ব্রহ্ম ব্যোমাতীতং নিরঞ্জনং।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং বিনাশোৎপত্তিবর্জ্জিতং ॥ ১ ॥
কৈবল্যং কেবলং শান্তং শুদ্ধমত্যন্তনির্ম্মলং।
কারণং যোগনির্ম্মুক্তং হেতুসাধনবর্জ্জিতং ॥ ২ ॥
হৃদয়াম্বুজমধ্যস্থং জ্ঞানজ্ঞেয়স্বরূপকং।
তৎক্ষণাদেব মুচ্যেত যজ্‌জ্ঞানাদ্ব্রূহি কেশব ॥ ৩ ॥"—
উত্তরগীতা।

পার্থক্যজ্ঞানসত্ত্বে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যে সমুদয় পাপ ও পুণ্য সঞ্চিত হইয়া থাকে, সেই পরমাত্মাতে অভেদ জ্ঞান হওয়া মাত্রই তাহা সম্যক্ প্রকারে নির্ম্মূল হয়, সুতরাং জ্ঞানী ব্যক্তিকে আর জন্মান্তরে প্রেরিত হইতে হয় না। এই জ্ঞান হইতেই মুক্তিফলের উৎপত্তি হয়। বিষময়বিষয়াশক্ত মনুজচয় লক্ষযুগ ব্যাপিয়া কর্ম্মাচরণ করিলে, তৎকর্ত্তৃক কখনই মুক্তি-পদার্থ লাভ হইতে পারে না। অতএব কর্ম্মকাণ্ডের আচরণা-পেক্ষা জ্ঞান যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বস্তু, তাহার অণুমাত্রও সংশয় নাই। অজ্ঞানিগণ স্বকর্ম্ম অনুসারে ফলোপভোগ করে, অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইহজন্মে বিহিত কি প্রতিষিদ্ধ আচরণ করে, তাহাদিগকে অবশ্যই তত্তৎকর্ম্মফলে জন্মান্তরে প্রেরিত হইয়া সেই কর্ম্ম-ফলভোগ করিতে হইবেই হইবে। কিন্তু মানবদেহাভ্যন্তরে যে কালপর্য্যন্ত আমি সূর্য্য-উপাসক, আমি শিব-উপাসক, আমি শক্তি-উপাসক, আমি গণপতির উপাসক ইত্যাদি ভেদ-বুদ্ধি অর্থাৎ হরিহরবিরিঞ্চ্যাদি দেবতাতে পৃথক্ জ্ঞান ও সগুণ-ব্রহ্মবিষয়ে একান্ত ভক্তি নিহিত থাকিবেক, সেইকালপর্য্যন্ত গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নৈবিদ্যদ্বারা ক্রিয়াকলাপ আচরণ করা বিধেয় (১,২)। যে হেতু ঐরূপ ক্রিয়ানুষ্ঠানদ্বারাই অভেদ-

(১,২) "জ্ঞানেন লভতে মোক্ষং জ্ঞানেন পাপনাশনং।
জ্ঞানেন বীরকর্ম্মা চ জ্ঞানেন পশুভাবনঃ।
জ্ঞানেন দিব্যভাবী চ তস্মাজ্জ্ঞানং বিশিষ্যতে।
জ্ঞানাৎ পবিত্রং সর্ব্বঞ্চ জ্ঞানেনৈব পবিত্রকং।
যথাগ্নিনা দহেৎ সর্ব্বং কাষ্ঠগুল্মলতানি চ।
তথা জ্ঞানেন দহ্যন্তে সর্ব্বকর্ম্মফলানি চ।

জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। বাস্তবিক সেইকালপর্য্যন্তই ক্রিয়ার পৃথক ভাব, সেইকালপর্য্যন্তই ভেদমত আদরণীয়, সেইকালপর্য্যন্তই তুলসীদল হইতে বিল্বদলে ভেদজ্ঞান, সেইকালপর্য্যন্তই জবা, দ্রোণ, কৃষ্ণা, করবীর প্রভৃতি কুসুমনিচয়ে ভেদবুদ্ধি; সেইকাল-পর্য্যন্তই তন্ত্রেতে ও হরিহরব্রহ্মাদি দেবতাতে দ্বৈতজ্ঞান, তাবৎকালপর্য্যন্ত ছিন্না, অন্নপূর্ণা, ভৈরবী ও ভুবনেশ্বরী বিষয়ে পৃথগ্ জ্ঞান থাকে। যাবৎকালপর্য্যন্ত অদ্বিতীয় নিত্য সনাতন পূর্ণব্রহ্মে আত্মার অভেদজ্ঞান না হয়। যে হেতু জীবগণের স্বকীয় হৃৎপদ্মনিলয়াধারে সারভূত অদ্বৈত তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে, সর্ব্ব জীবেতেই অভেদজ্ঞান জন্মিয়া সেই নিত্যানন্দরসে তাঁহাদিগের চিত্ত আপ্লুত হইয়া থাকে। তখন

জ্ঞানঞ্চ দ্বিবিধঞ্চৈব ভেদাভেদবিভেদতঃ।
ভেদজ্ঞানেন যৎ কার্য্যং পুণ্যং পাপং যুগে যুগে।
অভেদজ্ঞানমাত্রেণ পূর্ব্বকর্ম্মাণি দহ্যন্তে।
অপরঞ্চ ন ভূয়েত অভেদী মুক্তিতাং ব্রজেৎ।
অন্যথা লক্ষযুগৈর্ব্বা ন মুক্তিং স্বর্গতাদিকং।
লভতে সর্ব্বদা শম্ভো ভেদজ্ঞানী ন সংশয়ঃ।
ভেদবর্জ্জো নরো মোক্ষী ভেদবুদ্ধ্যা স্বকর্ম্মভাক্ ॥ ”—

নিগমকল্পদ্রুম, তৃতীয় পটল।

“ যাবন্নানাত্বভাবশ্চ তাবদেব পৃথগ্বিধং।
তাবৎ ক্রিয়াঃ পৃথগ্ভাবাস্তাবন্নানাবিধামতাঃ।
তাবত্তিপ্রাশ্চ দেবাশ্চ ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ ॥ ”—

মুণ্ডমালাতন্ত্র, ষষ্ঠ পটল।

মনোমধ্যে ভেদজ্ঞানের আর ছন্দাংশমাত্রও থাকে না (৩)। ইহা পরমহংস প্রভৃতি মহর্ষিচয়ের দৃষ্টান্তেই সম্পূর্ণ উপলব্ধি হইতেছে। বিশেষতঃ দেবাদিদেব মহাদেব ভগবতী শঙ্করীর প্রশ্নে উত্তর করিয়াছেন যে, হে প্রিয়ে! ব্রাহ্মণী হউক, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা, বৈদ্যজাই হউক, অথবা শূদ্রজা কি, অন্ত্যজাদি বর্ণই হউক, যে জন তারিণী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী ইত্যাদি বিদ্যাতে অপৃথগ্ জ্ঞান, অর্থাৎ বিদ্যাবিরোধিনী

(৩) "গণেশশ্চ দিনেশশ্চ বহ্নিশ্বরুণ-এব চ।
কুবেরশ্চাপি দিক্‌পালা এতৎ সর্ব্বং পৃথক্ পৃথক্।
তাবন্নানাবিধা চেষ্টা স্ত্রীপুংনপুংসকাত্মকং।
তাবদ্বিল্বদলং ভিন্নং দেবেশি তুলসী দলাৎ।
তাবজ্জবাদ্রোণকৃষ্ণাকরবীরাণি ভূতলে।
বিভিন্নানি চ দেবেশি সত্যং বৈ তুলসী দলাৎ।
তাবজ্জীবশ্চ বীরশ্চ তাবত্তু পশুভাবকঃ।
তাবৎ তত্ত্বে ভেদবুদ্ধি স্তাবদ্দেবে পৃথক্‌ক্রিয়া।
হরৌ হরে ভবেদ্বুদ্ধির্জ্জারতে জগদম্বিকে।
করালবদনা কালী শ্রীমদেকজটা শিবা।
ষোড়শী ভৈরবী ছিন্না ভিন্না চ ভুবনেশ্বরী।
ছিন্না ভিন্না অন্নপূর্ণা ভিন্না চ বগলামুখী!
মাতঙ্গী কমলা ভিন্না ভিন্না বাণী চ রাধিকা।
ভিন্না চেষ্টা ক্রিয়া ভিন্না ভিন্ন-আচারসংগ্রহঃ।
যাবদৈক্যং পাদপদ্মে ভবাম্বা নৈব জায়তে।
অদ্বৈততারিণীপাদপদ্মে পরমপাবনে।
জ্ঞানসারে সমুৎপন্নে হৃৎপদ্মনিলয়ে তথা।
ঐক্যং ভবতি চার্ব্বঙ্গি সর্ব্বজীবেষু শঙ্করি॥"—

মুণ্ডমালাতন্ত্র, ষষ্ঠ পটল

মায়াকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হয়েন, তিনিই অদ্বিতীয় গুণাতীত নির্গুণ পরব্রহ্মানন্দে আনন্দিত হইয়া, অবশ্যই দেবারাধ্য মুক্তিপদলাভে অধিকারী হন। তিনি পাপ, পুণ্য, স্বর্গ, নরক, সুখ, দুঃখ, ইত্যাদিকে সমান জ্ঞান করিয়া, জ্ঞানচক্ষে সর্ব্বদা ব্রহ্মময় জগৎ অবলোকন করেন। হে বরাননে! ইহা নিতান্তই সত্য। বস্তুতঃ সোঽহং জ্ঞানরূপ তত্ত্বজ্ঞানতুল্য এ নশ্বর জগতে আর কিছুই নাই। এ প্রকার অবিনশ্বর তত্ত্বজ্ঞানের অনুসন্ধান করা দেহধারী জীববৃন্দের অবশ্যই কর্ত্তব্য (৪)।

মুণ্ডমালাতন্ত্রেও কথিত হইয়াছে যে, সেইকালপর্য্যন্তই জীবগণের এই পৃথিবীতলে ভেদজ্ঞান, সেইকালপর্য্যন্তই

---

(৪) "ন চ পাপং ন বা পুণ্যং ন স্বর্গো নরকং ন চ।
ন সুখং নাপি দুঃখঞ্চ ন রোগেভ্যো ভয়ং তথা।
ন ভয়ং নাপি শোকশ্চ সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ।
ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা বৈদাজা শূদ্রাজান্ত্যজা।
তথৈব তুরিণী বিদ্যা যথা বিদ্যা তথা তথা।
এবং জ্ঞানং মহেশানি যদা বৈ জায়তে প্রিয়ে।
তদৈব বিদ্যা দেবেশি বিদ্যাবিদ্যাবিরোধিনী।
জায়তে নাত্র সন্দেহো ব্রহ্মানন্দময়ো ভবেৎ।
অদ্বৈতঞ্চ গুণাতীতং নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
পরমানন্দসংযুক্তো মুক্তিং যাস্যতি নিশ্চিতং।
ইতি সত্যং পুনঃ সত্যং বাক্যঞ্চেতি বরাননে।
তত্ত্বজ্ঞানাৎ পরং নাস্তি নাস্তি দেবঃ সদাশিবাৎ।
তদৈব চিরকালেন সোঽহং জ্ঞানং প্রজায়তে॥"—

মুণ্ডমালাতন্ত্র।

জাতিবর্ণাদির ভেদ বিবেচনা, তাবৎকালপর্য্যন্তই নানা-প্রকার পূজোপাসনা ও পাপ পুণ্য আচরণীয়, সেইকালপর্য্যন্তই শত্রু মিত্র কলত্র পুত্রাদি এবং তুমি আমি তিনি ইনি ইত্যাকার ভেদ বিবেচনা হইয়া থাকে, যে কাল পর্য্যন্ত অবিদ্যা (মায়া) বিরোধিনী বিদ্যা অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের উৎপত্তি না হয় (৫)। বাস্তবিক যে প্রকার কুহকদ্বারা অসবস্তুতে হংসডিম্বাদির প্রতিরূপ প্রদর্শন করাইয়া থাকে, সেই প্রকার সত্যস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম, ব্রহ্মাদি তৃণপর্য্যন্ত চরাচর জগৎ কেবল শুদ্ধ মায়াদ্বারা কল্পিত রচনা করিয়া প্রাগুক্তরূপ ভ্রমসঙ্কুল কুহকের ন্যায় এই জগৎকে দেখাইতেছেন। ইহা সম্পূর্ণ ভ্রম। আকাশ, জল, পৃথ্বী, বায়ু, তেজঃ, গো, মনুষ্য, জলচর, খে-চর, নিশাচর, শশক, মশকাদি যে সকল পদার্থ ও প্রাণী সচরাচর অস্মদাদির প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে, ইহা প্রকৃতপক্ষে সত্য নহে, কেবল মাহেশ্বরী মায়াতে অভিভূত ভ্রমজ্ঞানদ্বারা

---

(৫) " তাবন্নানাত্বমেব স্যাৎ তাবদ্ভিন্নং মহীতলং।
তাবজ্জাতিশ্চ গোত্রঞ্চ তাবন্নাম পৃথগ্বিধং।
তাবল্লিঙ্গং পৃথক্ সর্ব্বং বর্ণানাং পৃথগেব হি।
তাবন্মিত্রবিপক্ষৌ চ তাবৎ কলত্রবান্ধবৌ।
তাবৎ পৃথগ্বিধা পূজা মন্ত্রযন্ত্রার্চ্চনাদিভিঃ।
তাবৎ পুণ্যং তাবদেব পাপং পুণ্যবিবর্দ্ধকং।
তাবত্ত্বঞ্চাপ্যহময়মিয়ঞ্চ জায়তে প্রিয়ে।
যাবন্ন জায়তে চণ্ডি বিদ্যা বিদ্যাবিরোধিনী।
শ্রীদুর্গাচরণাম্ভোজে ভক্তিরব্যভিচারিণী।
তদৈব জায়তে ব্রহ্মজ্ঞানং ব্রহ্মবিদুর্লভং॥ "

জীবদ্বয়ের বৃথা উপলব্ধি হয় মাত্র। কেবল সত্যস্বরূপ সেই পরমাত্মাই সত্য। যে জন আত্মতত্ত্ববিচারদ্বারা এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় করতঃ সেই নিষ্কল পরমাত্মার তত্ত্ব নিশ্চয় করিয়াছেন, তিনিই নিয়ত ঐহিকে অবচ্ছিন্ন সুখসম্ভোগ করেন এবং তিনিই কর্ম্মবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া চরমে পরমকৈবল্যধামে গমন করেন। ফলাভিসন্ধানে যে জপ, তপঃ, হোম ও শত শত উপবাসাদি ব্রতাচরণ করা হয়, তদ্দারায় কখনই মুক্তিপদলাভ হয় না। সে কেবল বন্ধনেরই কারণ হইয়া থাকে। কিন্তু যে সকল মুমুক্ষু জনগণ ঈশ্বরপ্রীতিকামনা করিয়া প্রাগুক্তরূপ কর্ম্মাচরণ করতঃ শুদ্ধান্তঃকরণের সহিত (ব্রহ্মৈবাহং) অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম, সেই পরমাত্মা আমা হইতে ভিন্ন নহেন, এইরূপ দৃঢ়তর নিশ্চয় করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই পরমা মুক্তি লাভ করিবেন। তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। (৬)

যে মহাত্মার মানসক্ষেত্রে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময় ব্রহ্ম জ্যোতির্ম্ময়রূপে বিরাজমান আছেন এবং যিনি এই ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত পদার্থকেই অলীক বিবেচনা করেন, অর্থাৎ স্বকীয় আত্মাকে পরব্রহ্ম হইতে অভেদ জ্ঞান করতঃ এই ভৌতিক জগতে আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ পদার্থ আর কিছুই বিলোকন না করেন, তাঁহার জপ যজ্ঞ তপঃ ব্রত ধ্যান ধারণা

(৬) "ব্রহ্মাদি তৃণপর্য্যন্তং মায়য়া কল্পিতং জগৎ।
সত্যমেকং পরংব্রহ্ম বিদিত্বৈবং সুখী ভবেৎ।
বিহায় নামরূপাণি নিত্যে ব্রহ্মণি নিষ্কলে।
পরিনিশ্চিততত্ত্বোযঃ স মুক্তঃ কর্ম্মবন্ধনাৎ।
ন মুক্তির্জ্জপনাদ্ধোমা উপবাসশতৈরপি।
ব্রহ্মৈবাহমিতি জ্ঞাত্বা মুক্তোভবতি দেহভৃৎ॥"—

প্রভৃতি আচরণ করার কোন প্রয়োজন নাই। সেই মহাশয়কে পাপ পুণ্য সুখ দুঃখাদি স্পর্শও করিতে পারে না। সুতরাং তাঁহাকে আর এই মায়াময় সংসারের বিপুল যন্ত্রণা ভোগার্থ জন্মান্তরে প্রেরিত হইতে হয় না। বস্তুতঃ এই জগতে জীবচয়পক্ষে মায়াবিকারই প্রধান বিকার, যেহেতু মায়াতে জীবদেহে বাল্য, বার্দ্ধক্য, যৌবনাদি অবস্থানিচয়ের ভ্রম জন্মাইয়া আত্মার বিষম বিকার জন্মায়। কারণ, বাল্যকালে অজ্ঞানাবস্থা, যৌবনে যৌবনমদে উন্মত্ত, বৃদ্ধসময়ে জরাগ্রস্ত ইত্যাদি দেহের অবস্থানুসারে জীবেরও তদনুরূপ কার্য্য করিতে দেখা যাইতেছে। বাস্তবিক আমি বালক, আমি যুবা, আমি বৃদ্ধ, ইত্যাকার বিবেচনা কেবল মায়াদ্বারা কল্পিত মাত্র, আত্মার এবম্প্রকার বৈষম্য অবস্থা কখনই নহে। তাঁহার সর্ব্বকালেই সমান অবস্থা, ইতর বিশেষ কোন সময়েই নাই। জ্ঞানিচয় অখণ্ড আকাশমণ্ডলকে যে প্রকার অন্তর্ভাগে ও বহির্ভাগে বিরাজমান দেখেন, সেই প্রকার চিদ্রূপ, বিকারবর্জ্জিত জগতের সাক্ষিস্বরূপ পরমাত্মাকে জ্ঞানচক্ষে সর্ব্বত্র বিরাজমান দর্শন করেন, এবং যে প্রকার তরঙ্গিণীর লহরীপটলসংযোগে এক দিবাকরের নানাত্ব অবলোকিত হইয়া থাকে, সেই মত মায়াদ্বারা বিমুগ্ধচেতা মানবগণ বহুবিধ আত্মা ও তাঁহার অবস্থার ইতর বিশেষ বিবেচনা করেন। স্বরূপতঃ আত্মার একই অবস্থা এবং তিনি একই পদার্থ (৭)। অতএব

(৭) "ব্রহ্মজ্ঞানং পরং জ্ঞানং যস্য চিত্তে বিরাজতে।
কিং তস্য জপযজ্ঞাদ্যৈ তপোভি নিয়মব্রতৈঃ।

এবম্বিধ ভ্রমজনক মায়ামুগ্ধ অজ্ঞানতাকে সম্যগ্‌রূপে দূর করাই কর্ত্তব্য। সুতরাং সংসারবন্ধনরূপ মায়াজাল হইতে বিমুক্ত হইয়া যে প্রকারে সেই চিন্ময় পরমাত্মাতে জীবের অভেদ জ্ঞান জন্মে, তাহা যৎসাধ্য প্রকটনে প্রবৃত্ত হইলাম, জ্ঞানানুসন্ধানী মহাত্মচয় এই অজ্ঞানকৃত উপদেশাবলি কথঞ্চিৎ মানোনিবেশপুর্ব্বক পাঠ করিলেই আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিব।

সত্যং বিজ্ঞানমানন্দমেকং ব্রহ্মেতি পশ্যতঃ।
স্বভাবাদ্‌-ব্রহ্মভূতস্য কিং পূজাধ্যানধারণাঃ।
ন পাপং নৈব সুতকং ন স্বর্গো ন পুনর্ভবঃ।
ন বা ধ্যেয়ো ন বা ধ্যাতা সর্ব্বং ব্রহ্মেতি জানতঃ।
অয়মাত্মা সদা মুক্তো নির্লিপ্তঃ সর্ব্ববস্তুষু।
কিং তস্য বন্ধনং কস্মাৎ মুক্তিমিচ্ছন্তি দুর্ধিয়ঃ।
স্বয়ং বিরচিতং বিশ্বমবিতর্ক্যং সুরৈরপি।
রাজতে তত্র তত্রৈব হ্যপ্রবিষ্টঃ প্রবিষ্টবৎ।
বহিরন্তর্যথাকাশং সর্ব্বেষামেকবস্তুনাং।
তথৈব ভাতি তদ্রূপোহ্যাত্মা সাক্ষিস্বরূপতঃ।
ন বাল্যমস্তি চ জরা নাত্মনো যৌবনং জনুঃ।
সদৈকরূপচিন্মাত্রো বিকারপরিবর্জ্জিতঃ।
জন্মযৌবনবার্দ্ধক্যং দেহস্যৈব ন চাত্মনঃ।
পশ্যন্তোঽপি ন পশ্যন্তি মায়াপ্রাকৃতবুদ্ধয়ঃ।
যথা সরসি তোয়স্থং রবিং পশ্যন্ত্যনেকধা।
তথৈব মায়য়া দেহে বহুধাত্মানমীক্ষ্যতে॥"—

মহানির্ব্বাণতন্ত্র।

জ্ঞানার্জ্জনের প্রণালী।

অধুনা পৃথিবী আকাশাদি যত পদার্থ অস্মদাদির দৃষ্ট হইতেছে, এ সমুদায়েরই সেই নিরঞ্জন অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি হইয়াছে। যেহেতু শ্রুতিতে উক্ত আছে যে, তিনি সকলের ঈশ্বর, তিনি সর্ব্বজ্ঞ, অন্তর্যামী, ও সকলের কারণ এবং তিনিই সকল ভুতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের হেতু (১)। সেই পরমকারণ পরমাত্মা হইতে প্রথমতঃ আকাশের উৎপত্তি হয়, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, সেই জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে (২)। উক্ত আকাশাদি জড় পদার্থসকলে জড়তার প্রাবল্য থাকা হেতু তাহাদিগের কারণীভূত বস্তুরও তমঃ প্রধান অনুমান হয়। এই সকল উৎপত্তির অন্তে আকাশাদি পদার্থ তাহাদের কারণগুণের তারতম্যানুসারে সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিবিধ গুণের উৎপত্তি হয়। তত্তদবস্থাপন্ন ব্যোমাদিকেই সূক্ষ্মভূত, মহাভূত, পঞ্চতন্মাত্র এবং অপঞ্চীকৃত এই সকল সংজ্ঞাদ্বারা নির্দ্দেশ করা যায়। তদন্তে প্রাগুক্ত সূক্ষ্মভুত হইতে সূক্ষ্ম শরীর, স্থূল শরীর ইত্যাদি ধারাবাহিকরূপে উৎপত্তি হয়। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মনঃ, বুদ্ধি ও পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় এবং পঞ্চবায়ু, এই সপ্তদশ অবয়ববিশিষ্ট লিঙ্গশরীরকে সূক্ষ্মশরীর বলা যায়। তন্মধ্যে শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষুঃ, জিহ্বা,

(১) "এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষোন্তর্য্যাম্যেষ-
যোনিঃ সর্ব্বস্থ প্রভবোঽপ্যয়ৌ হি ভূতানাং॥"—
শ্রুতিঃ।

(২) "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন-আকাশঃ সম্ভূতঃ॥"—
ইত্যাদি শ্রু

ঘ্রাণ, এই পাঁচটিকে জ্ঞানেন্দ্রিয় বলা হয়। এই সকল জ্ঞানেন্দ্রিয় আকাশাদির পৃথক্ পৃথক্ সাত্ত্বিক অংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যথা—আকাশের সত্ত্বাংশ হইতে শ্রোত্র, বায়ুর সত্ত্বাংশ হইতে ত্বক্, তেজের সত্ত্বাংশ হইতে চক্ষুঃ, জলের সত্ত্বাংশ হইতে জিহ্বা ও পৃথিবীর সত্ত্বাংশ হইতে ঘ্রাণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। বুদ্ধি নিশ্চয়জনক, মনঃ সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক ও চিত্ত অনুসন্ধানজনক, অহঙ্কার অভিমানাত্মক অন্তঃকরণের বৃত্তিমাত্র, কিন্তু চিত্ত বুদ্ধির অন্তর্গত, অহঙ্কার মনের অন্তর্গত, এ উভয় বুদ্ধি ও মনঃ হইতে পৃথক্ নহে। মিলিত আকাশাদি পঞ্চভূতের সাত্ত্বিক অংশ হইতে মনঃ ও বুদ্ধি এই উভয়ের উৎপত্তি হইয়াছে। মনঃ ও বুদ্ধি এবং পুর্ব্বোক্ত পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ইহাদের প্রকাশস্বভাব হেতু শাস্ত্রবেত্তাগণ এই সমুদয় সাত্ত্বিকাংশজাত বলিয়াই অভিহিত করিয়াছেন। বুদ্ধি জ্ঞানেন্দ্রিয়চয়ের সহিত মিলিত জন্য ইহাকে বিজ্ঞানময় কোষ বলা যায়। এই বিজ্ঞানময় কোষ আমি করিলাম, আমার ভোজন করিতে হয়, কি করিলাম, আমি সুখী, আমি দুঃখী, ইত্যাদি অভিমানী এবং ইহলোক পরলোকগামী ব্যবহারিক জীবরূপে উক্ত হইয়াছে। মনঃ পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হেতু তাহাকে মনোময় কোষ বলা যাইয়া থাকে। বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু এবং উপস্থ এই পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় পৃথক্ পৃথক্ আকাশাদির রজঃ অংশ হইতে উৎপন্ন হয়। যথা আকাশের রজঃ অংশ হইতে বাক্য, বায়ুর রজঃ অংশ হইতে পাণি, তেজের রজঃ অংশ হইতে পাদ, জলের রজঃ অংশ হইতে পায়ু এবং পৃথিবীর রজঃ অংশ হইতে উপস্থ উদ্ভব হইয়াছে।

প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান, এই পঞ্চবায়ুমধ্যে ঊর্দ্ধে গমনশীল নাসাগ্রস্থায়ী বায়ু প্রাণ, অধোগমনশীল অর্থাৎ গুহ্যাদিস্থানে স্থায়ী বায়ু অপান, সর্ব্বনাড়ীতে গমনশীল সমুদায়শরীরব্যাপী বায়ু ব্যান, ঊর্দ্ধে গমনকারী কণ্ঠস্থিত নির্গমশীল বায়ু উদান, ভুক্ত পীত অন্ন জলাদির সমীকরণ অর্থাৎ পরিপাকজনিত রস শোণিত শুক্র পুরীষাদিজনক বায়ু সমান। ইত্যাদিরূপে পঞ্চবায়ুর স্থান নির্দ্দেশ আছে। সাংখ্যমতাবলম্বী মহাত্মাগণ বলেন যে, নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত এবং ধনঞ্জয় নামে আরও পঞ্চ বায়ু আছে। তন্মধ্যে উদ্গীরণকারী বায়ু নাগ, চক্ষুরুন্মীলনাদিকারী বায়ু কূর্ম্ম, ক্ষুধাজনক বায়ু কৃকর, জৃম্ভন (হাফিকা) কারী বায়ু দেবদত্ত, আর পুষ্টিকারক বায়ু ধনঞ্জয়। কিন্তু বেদমতাবলম্বী বুধগণ প্রাণ অপানাদি পঞ্চবায়ুগর্ভে নাগাদি পঞ্চ বায়ুর সত্তা আছে বলিয়া এই বায়ুর উল্লেখ করেন না। মানবদেহে কেবল প্রাণাদি পঞ্চবায়ুরই অবস্থার ও স্থানাদির অবধারণ করিয়া গিয়াছেন। এই প্রাণাদি পঞ্চবায়ু মিলিত আকাশাদি পঞ্চ ভৌতিক পদার্থের রজঃ অংশ হইতে উৎপন্ন এবং পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত বলিয়া ইহাদিগকে প্রাণময় কোষ বলা যায়। পণ্ডিতগণ গমনাগমনাদি শক্তিসম্পন্ন-জন্য আকাশাদির রজঃ অংশ হইতে প্রাগুক্ত পঞ্চবায়ুর উৎপত্তি হওয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং যে অজ্ঞানকে সহায় করিয়া পরমাত্মাকর্ত্তৃক এই বিশ্ব সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার ব্যাপ্যকে আনন্দময় কোষ বলা যায়। যেহেতু জীবদেহে পৃথক্ পৃথক্ অজ্ঞানই আনন্দকে অনুভব করিয়া থাকে। প্রাগুক্ত অন্নময় কোষ, জ্ঞানময় কোষ, মনোময়

বিজ্ঞানময় কোষ ও আনন্দময় কোষাদি পঞ্চ কোষমধ্যে জ্ঞানশক্তিসম্পন্ন বিজ্ঞানময় কোষই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া শাস্ত্রে উল্লেখিত আছে। যেহেতু এই আধার হইতেই তৎ আধেয় পূজ্যতম জ্ঞানশক্তি সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। আর কার্য্য করার ইচ্ছাশক্তিবিশিষ্ট মনোময় কোষ করণ-রূপে এবং ক্রিয়াশক্তিসম্পন্ন প্রাণময় কোষ কার্য্যরূপে পরিণত হওয়া হেতু এই কোষত্রয়ের অর্থাৎ মনোময়, প্রাণময় ও বিজ্ঞানময় কোষের একত্রিত মিলিত অবস্থাকে সূক্ষ্ম শরীর বলা যায়। এই সূক্ষ্ম শরীর যে প্রকার বৃক্ষ লতা গুল্ম চৈত্যাদি বৃক্ষ সত্ত্বেও এক বনরূপে কথিত হইয়া থাকে এবং বহুজলদ্বারা পরিপূর্ণ একটি স্থানকে জলা-শয় বলিয়া উল্লেখ করে, এক মতে সেই বহুবিধ সূক্ষ্ম শরীর সত্ত্বেও এক বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আর অনেক রূপে বহু বৃক্ষ বা বহু জলের ন্যায় পৃথক্ পৃথক্ বলিয়াও কথিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ এই সূক্ষ্মশরীরসমষ্টি-রূপ উপাধিদ্বারা প্রকাশিত চৈতন্যকে সূত্রাত্মা, হিরণ্যগর্ভ বা প্রাণ বলা যায়; যে হেতু সূত্রের ন্যায় সূক্ষ্মরূপে এই পৃথিবীস্থ সকল পদার্থেই বিরাজিত আছেন এবং জ্ঞান, ইচ্ছা, ক্রিয়া-শক্তিবিশিষ্ট অপঞ্চীকৃত (সূক্ষ্মভূত) ও ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চ ভূতাভিমানী হয়। হিরণ্যগর্ভ (প্রজাপতি অর্থাৎ প্রধান) উপাধিরূপ সূক্ষ্ম শরীরের সমষ্টি স্থূল পঞ্চভূত অপেক্ষা সূক্ষ্ম হেতু সূক্ষ্মশরীর ও পূর্ব্ব উল্লিখিতরূপ কোষত্রয় বলা যায়। আর জাগ্রৎ ও বাসনা এই কার্য্যদ্বয় ঐ সূক্ষ্মশরীরাত্মক হেতু সৎ ও স্থূল প্রপঞ্চের লয়স্থানও বলা যাইয়া থাকে। এই

পৃথক্ পৃথক্ সূক্ষ্মশরীর স্বকীয় উপাধিদ্বারা প্রকাশিত চৈতন্য তৈজস আখ্যাতেও প্রতিপন্ন হন। যেহেতু তেজোময় অন্তঃকরণ তাহার উপাধি। উল্লিখিত হিরণ্যগর্ভ ও তৈজস এতদুভয়ে সুষুপ্তিকালে সূক্ষ্মমনোবৃত্তিদ্বারা অতিসূক্ষ্ম বিষয়-সকল অনুভব করেন। (প্রবিবিক্তভুক্ তৈজস ইত্যাদি শ্রুতেঃ) বস্তুতঃ প্রাগুক্ত যুক্তিবশতঃ সূক্ষ্মশরীরসমষ্টির ও তাহার ব্যষ্টির অভিন্নতা হেতু তদ্ভূত হিরণ্যগর্ভ ও তৈজ-সেরও ইতর বিশেষ কিছুই নাই। যে প্রকার সমুদায় বনেতেও ঐ বনস্থ একটী বৃক্ষেতে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই, উপরি উক্ত বিষয়গুলিও তদ্রূপ বিবেচনা করিবেন। মহর্ষিগণ এইরূপে সূক্ষ্ম শরীরের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

স্থূল শরীর পঞ্চভূতাত্মক, এইমাত্র বলিলেই বোধ হয় পর্য্যবসিত হইতে পারে। যদিও পঞ্চভূতকে অংশরূপে বিভাগ করিয়া পঞ্চীকরণের প্রথানুসারে স্থূল শরীরের উৎপত্তি ব্যাখ্যা আছে, আমার বিবেচনায় সেটি বিস্তার করা নিষ্প্রয়োজন বিধায় তৎপক্ষে ক্ষান্ত থাকিলাম।

পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এই স্থূল পঞ্চভূত-মধ্যে আকাশেতে শব্দগুণ, বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ, অগ্নিতে শব্দ স্পর্শ ও রূপ, জলেতে শব্দ স্পর্শ রূপ ও রস, পৃথিবীতে শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ, এই গুণসমূহ প্রকাশিত আছে। এই সকল ভূত হইতে ক্রমান্বয়ে ঊর্দ্ধ ঊর্দ্ধ ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্গ-লোক, মহর্লোক, জন-লোক, তপোলোক, সত্যলোক এবং পরস্পর অধঃ অধঃ অতল, বিতল, সুতল, রসাতল, তলাতল, মহাতল, পাতাল ও ব্রহ্মাণ্ড, আর জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ, এই চতুর্ব্বিধ স্থূল শরীর ও তাহাদিগের

ভোগোপযুক্ত অন্ন পানাদি সমুদায় উৎপন্ন হইয়াছে। এই সমুদায় স্থূল শরীরে ব্যাপ্ত চৈতন্যকে বিরাট্ ও বৈশ্বানর বলিয়া শাস্ত্রবেত্তাচয়ে প্রকাশ করিয়াছেন। যে হেতু সমষ্টি শরীরে অর্থাৎ সমুদয় দেহেতেই একই চৈতন্য বিরাজমান এবং ব্যষ্টি অর্থাৎ অংশরূপে প্রত্যেক প্রাণির শরীরে অবস্থিত হইয়া দেহের অভিমান জন্মাইতেছেন। বস্তুতঃ এক মাত্র চৈতন্যরূপী পরমাত্মাই ব্যষ্টি ও সমষ্টিরূপে বিরাজমান হইয়া স্থূল, সূক্ষ্ম, মায়া, মোহ, অহঙ্কার, বিকার ইত্যাদি দেহিচয়ের কার্য্যকলাপ এবং পৃথিবীস্থ শীতোষ্ণাদি ঋতুর পরিবর্ত্তন ও চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রগণের উদয়াস্ত সম্পাদনদ্বারা দিবা ও যামিনীর প্রভেদ নির্ণয় এবং শরীরস্নিগ্ধকারী মন্দ মন্দ মলয়মারুত ও প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাতাদি কার্য্যকলাপ সম্পাদন করিতেছেন। বাস্তবিক অতিসূক্ষ্ম শিশিরকণার কার্য্য অবধি এই অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের অপরিসীম কার্য্যকলাপ সমুদয় কেবল তাঁহারই একমাত্র অনুকম্পায় সম্পাদিত হইতেছে। যে প্রকার অগ্নিরাশি হইতে দীপের পৃথক্ত্ব জ্ঞান, এই মাত্র প্রভেদ। বিবেচনা করিলে যেমন সমুদয় বনেতে ও ঐ বিজনান্তর্গত একটী বৃক্ষেতে এবং জলাশয়ের জলরাশিতে ও পৃথক্ জলবিন্দুতে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই, স্থূল শরীরের সমষ্টিতে ও তাহার ব্যষ্টি অর্থাৎ পৃথক্ এক এক শরীরে এবং ব্যষ্টি ও সমষ্টি শরীরস্থ বিশ্ব ও বিরাটেরও সেইরূপ প্রভেদ নাই। জাগ্রদবস্থায় সেই স্থূলদেহাভিমানী বিশ্ব ও বিরাট, দিক্, বায়ু, অর্ক, বরুণ, অশ্বিনীকুমার-কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া, শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষুঃ, জিহ্বা, ঘ্রাণ এই পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়দ্বারা ক্রমে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, এই পঞ্চ বাহ্য

বিষয় অনুভব করার শক্তি উৎপাদন করেন এবং অগ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, যম ও প্রজাপতি কর্তৃক বাক্, পাণি পাদ, পায়ু, উপস্থ, এই পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় উদ্ভব হইয়া বচন, গ্রহণ গমন, ত্যাগ ও আনন্দ, এই কয়টি বাহ্যবিষয় জ্ঞান হইয়া থাকে। আর চন্দ্র, ব্রহ্মা, শঙ্কর ও বিষ্ণু কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া প্রাগুক্ত বিশ্ব ও বৈশ্বানর মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত, এই চারিটী অন্তরিন্দ্রিয়দ্বারা-সঙ্কল্প বিকল্প (অর্থাৎ এই কার্য্য করা উচিত, কি এই কর্ম্ম আচরণ করা অনুচিত) নিশ্চয়, এবং অহঙ্কারের কার্য্য ও চিত্তের কার্য্য, ইত্যাদি স্থূল বিষয় অনুভব করেন। (জাগরিতস্থানো বহিঃ প্রাজ্ঞঃ, শ্রুতি) এবম্প্রকারে স্থূল দেহের কার্য্য সমূহ নিষ্পাদিত হইয়া থাকে এবং এইরূপে স্থূল প্রপঞ্চের উৎপত্তি হওয়া বুধগণ কর্তৃক ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

অধুনা বহুমতাবলম্বী ব্যক্তিগণ জীবাত্মাসম্বন্ধে যে আপনাপন মত বলবৎ রাখার জন্য যুক্তি ও প্রমাণ সকল দর্শাইয়াছেন, তাহা ক্রমে প্রকাশ করিতেছি। অতিশয় মূঢ় ব্যক্তিগণ পুত্রকে আত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তাহাতে এই শ্রুতিপ্রমাণ দেন যে, আত্মাই পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। যে হেতু পুত্রকে আত্মজরূপে উল্লেখ করা সর্ব্বপ্রসিদ্ধ। আরও বলেন যে, স্বীয় শরীরে যেরূপ প্রীতি, পুত্রেতেও সেইরূপ প্রীতি দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ স্থূল শরীরকে আত্মা বলেন ও তাহাতে এই শ্রুতির প্রমাণ দেন যে, অন্নরসের বিকার পুরুষই আত্মা (স বা এষ পুরুষোহন্নরসময়ঃ। শ্রুতিঃ) এবং যুক্তি বলেন যে, মানবগণ দহনশীল গৃহ হইতে পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়াও আপনাকে রক্ষা করিয়া থাকে। বিশে

মতঃ আমি স্থূলকায় অথবা কৃশকায় ইত্যাদি বাক্য ব্যবহার করাও সচারাচর শ্রুত হওয়া যায়। কোন তার্কিক স্বীয় প্রাণকে আত্মারূপে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, তাহাতে এই শ্রুতির প্রমাণ দেন যে, শরীরাদি হইতে প্রাণ ভিন্ন হেতু প্রাণময় অন্তরাত্মা। কারণ প্রাণের অভাবে দেহস্থ ইন্দ্রিয়-চয়ের স্বকীয় শক্তিরও অভাব হইয়া থাকে। কেহ কেহ মনকে আত্মা বলিয়া উল্লেখ করেন। তাহাতে শ্রুতির এই প্রমাণ দেন যে, শরীর, ইন্দ্রিয় ও প্রাণ হইতে মনঃ পৃথক্ পদার্থ; সুতরাং মনোময় অন্তরাত্মা; যেহেতু মনের কার্য্য-কারিতা শক্তির অভাব হইলে প্রাণাদিরও বিয়োগ হয়। বৌদ্ধমতাবলম্বিগণ বুদ্ধিকে আত্মা বলিয়া থাকেন। তাহাতে এই শ্রুতির প্রমাণ দেন যে, শরীর, ইন্দ্রিয় ও প্রাণ মনঃ হইতে ভিন্ন; বিজ্ঞানময় অন্তরাত্মা, কারণ দেহাভ্যন্তরে বুদ্ধিই কর্ত্তা, সুতরাং কর্ত্তার অভাব হইলে, তাহার কার্য্যের যে কারণ, তাহারও অভাব হয়। ভট্টমতাবলম্বিগণ অজ্ঞান-কর্ত্তৃক আচ্ছাদিত চৈতন্যকে আত্মারূপে উল্লেখ করেন। তাহাতে এই শ্রুতির প্রমাণ দেন যে, অজ্ঞান-তিমিরাবৃত যে আনন্দময়, তাহাই অন্তরাত্মা। যে হেতু সুষুপ্তিকালে ইন্দ্রিয়াদি সমুদায়ের শক্তির অভাব হইলেও অজ্ঞানাচ্ছন্ন চৈতন্যের অভাব হয় না। কারণ সে সময় অজ্ঞানকৃতস্বপ্ন-ঘটিত নানা প্রকার সুখ দুঃখের অনুভব হইয়া থাকে। কোন কোন বৌদ্ধ শূন্যকে আত্মা কহিয়া থাকেন। তাহাতে এই শ্রুতির প্রমাণ দেন যে, এই জগৎ পূর্ব্বে অসৎ ছিল, অর্থাৎ কেবল শূন্য ছিল, এবং এই যুক্তি বলেন যে, সুষুপ্তিকালে সকলেরই অভাব হয়। কারণ সুপ্তোত্থিত ব্যক্তিচয় এরূপ

অবশ্যই অনুভব করিয়া থাকেন যে, নিদ্রিতাবস্থায় 'আমার অভাব হইয়াছিল।

তার্কিক মহাত্মগণের প্রদর্শিত আত্মাসম্বন্ধীয় যুক্তিসমূহ কোনরূপেই যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না; যেহেতু আত্মা স্থূল শরীর নয়, ইন্দ্রিয় নয়, প্রাণ নয়, মনঃ নয়, কর্ত্তাও নয়, সত্য-স্বরূপ চৈতন্য মাত্র (১)। এই প্রবল শ্রুতির বিরোধ হয়। বিশেষতঃ পুত্র আদি শূন্য পর্য্যন্ত যত প্রকার স্থূল ও সূক্ষ্ম জড়পদার্থ সৃষ্টি হইয়াছে, সকলপ্রকার পদার্থতেই আত্মচৈতন্য-রূপ একটি [illegible] নিহিত আছে। সেই চৈতন্যদ্বারা উদ্ভিজ্জাদি মৃত্তিকা হইতে রস আকর্ষণ করিয়া জীবিত থাকে, এবং যে জ্ঞানিচয় আত্মতত্ত্ব বিচারদ্বারা জীবন্মুক্তি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা আমিই ব্রহ্ম ইত্যাকার অনুভব করেন। সুতরাং পুত্র আদি শূন্যপর্য্যন্ত জড়পদার্থের প্রকাশক নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত সত্যস্বরূপ প্রত্যেক চৈতন্যই আত্মা। ইহা বেদান্তবেত্তা মহর্ষি-গণ মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিয়াছেন।

অত্রাবস্থায় বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে, কেবল অজ্ঞানজনিত ভ্রমই মানবচক্ষের ঐরূপ অলীক বিবেচনার কারণ হইয়া উঠে। যে প্রকার রজ্জুদর্শনে সর্পভ্রম হইয়া থাকে; পশ্চাৎ ভ্রমনাশে রজ্জুজ্ঞান হইয়া সর্পভয় তিরোহিত হয়। সেই প্রকার জীবগণ ঐশ্বরীয় মায়াবশতঃ নিত্য শুদ্ধ ব্রহ্মবস্তুতে অসত্য পদার্থের আরোপ করিয়া নিয়ত মোহগর্ত্তে পতিত

(১) "কিন্তু প্রত্যক্ স্থূলো নেচক্ষুরপ্রাণো নমনা-
অকর্ত্তা চৈতন্যং চিন্মাত্রং সদিত্যাদি ॥"—

হয়। পরে উচিতানুষ্ঠানদ্বারা প্রাগুক্ত মায়াচ্ছন্ন ভ্রমরাশি দূরীভূত হইলে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মপদার্থের স্বরূপ অবগত হইয়া ব্রহ্মানন্দে ভাসমান হইয়া থাকে। বস্তুতঃ জীবগণের ভ্রমনাশে যে প্রকারে এই প্রপঞ্চসকল পরস্পর স্বস্ব-কারণে লীন হইয়া অবশেষে স্বকীয় আত্মাকে কেবল ব্রহ্মরূপেই প্রতীয়মান হয়, তাহার বিস্তারিত বিশেষরূপে ব্যক্ত করিতেছি।

এই স্থূলভোগের আয়তন জরায়ুজাদি চতুর্ব্বিধ স্থূলশরীর ও তাহাদের ভোগ্যরূপ অন্নপানাদি এবং ঐ সকলের আধারভূত পৃথিব্যাদি চতুর্দ্দশ ভুবন ইত্যাদি সমুদায় পঞ্চীকৃত ভূত অবস্থিত হয়, তাহার পর শব্দ স্পর্শাদি স্বস্ব গুণের সহিত এই সকল পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত ও সূক্ষ্মশরীরসমূহ অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূতরূপে স্থিত হয়। এইরূপে সত্ত্বাদিগুণের সহিত পূর্ব্বোল্লিখিত অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূত সকল উৎপত্তির বিপরীতক্রমে, পৃথিবী জলেতে, জল অগ্নিতে, অগ্নি বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ অজ্ঞানে পরিণত হইয়া কেবল অজ্ঞানাচ্ছাদিত চৈতন্য মাত্র পর্য্যবসিত থাকে। তৎপর অজ্ঞান ও জ্ঞানাচ্ছাদিত ঈশ্বর প্রভৃতি সকলেই বিশুদ্ধচৈতন্যরূপে বিরাজমান থাকেন। সংপ্রতি "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যের বিচারদ্বারা যেরূপ জীব ব্রহ্মের অভেদ প্রতিপত্তিরূপ তত্ত্ববোধ হইতে পারে, তাহাও প্রকাশ করিতেছি।

যেমন লৌহপিণ্ড দগ্ধ করিলে অগ্নি ও লৌহপিণ্ড একাকারে প্রকাশ পাইয়া থাকে, সেইপ্রকার সমষ্টি অজ্ঞানাচ্ছাদিত ঈশ্বর সমষ্টি সূক্ষ্মশরীরস্থ হিরণ্যগর্ভ, সমষ্টি স্থূল শরীরস্থ বিরাট্ ও তুরীয়ব্রহ্ম, এই সমুদয় অপৃথগ্‌রূপে তৎ এই মহাবাক্যে পরিগণিত হইয়া যায়। আর প্রত্যেক প্রাণির স্থূলশরীরা-

ভ্যন্তরীয় পৃথক্ অজ্ঞানাচ্ছাদিত চৈতন্যের নাম প্রাজ্ঞ ও ঐরূপ সূক্ষ্মশরীরান্তর্গত অজ্ঞানাচ্ছন্ন চৈতন্যের নাম তৈজস এবং স্থূল শরীরান্তর্গত চৈতন্যের নাম বিশ্ব, আর অজ্ঞানদ্বারা অনাচ্ছাদিত চৈতন্যের নাম তুরীয়ব্রহ্ম, অর্থাৎ শুদ্ধচৈতন্য, এই তিন, পূর্ব্বোল্লিখিতরূপ দগ্ধলৌহপিণ্ডের ন্যায় অবিভক্তরূপে ত্বং এই বাক্যের অর্থবোধক হইয়া থাকে। অসি, এই বাক্যটি ক্রিয়াপদ, সুতরাং প্রাগুক্ত তৎ, ত্বং, অসি, এই তিন শব্দের যোগে তত্ত্বমসি, এই বাক্যরচিত হইয়াছে। এই মহাবাক্যদ্বারা গুরু শিষ্যকে উপদেশ করিয়াছেন যে, সেই তুমি আছ, অর্থাৎ তৎশব্দের অর্থ সেই, ত্বং শব্দের অর্থ তুমি, অসি এই ক্রিয়াপদের অর্থ সত্তা। বাস্তবিক তত্ত্বমসি এই মহাবাক্যের তিনপ্রকার সম্বন্ধদ্বারা অখণ্ড ব্রহ্মপদার্থের অর্থবোধক হইয়া থাকে। তাহার প্রথম সমানাধিকরণসম্বন্ধ, দ্বিতীয় বিশেষ্যবিশেষণরূপসম্বন্ধ, তৃতীয় লক্ষ্যলক্ষণভাব সম্বন্ধ, তন্মধ্যে সমানাধিকরণ সেই তুমি অর্থাৎ প্রাণিগণের সমষ্টিরূপ চৈতন্যের বিশ্ব ও হিরণ্যগর্ভ ইত্যাদি নামভেদে সেই এই শব্দদ্বারা প্রতিপাদন কর, এবং সেই অজ্ঞানাচ্ছাদিত চৈতন্যের ব্যষ্টিরূপ প্রাজ্ঞ, তৈজসাদি নামভেদে তুমি এই শব্দদ্বারা প্রতিপাদন করা হেতু উভয় শব্দার্থই একই চৈতন্যকে বুঝায়, সুতরাং আধাররূপ শুদ্ধচৈতন্যের আধেয় উক্ত বিশ্বতৈজসাদি নাম থাকা জন্য সমানাধিকরণ সম্বন্ধ নিশ্চয় হইয়াছে। আর বিশেষণবিশেষ্যসম্বন্ধ তাহা নামভেদে সম্পাদিত হইয়া থাকে, যেহেতু তৎশব্দে অপ্রত্যক্ষীভূত বিশ্বব্যাপক চৈতন্যকে বুঝায়, এবং ত্বং এই শব্দে প্রত্যক্ষীভূত সাক্ষাৎ দৃশ্যমান চৈতন্যের সত্তা উপলব্ধি হয়। সুতরাং ত্বং শব্দ যুষ্মদ্বাচ্য

বোধক বিশেষ্য হইয়া তৎ শব্দ তাহার বিশেষণ হইল, এবং উক্ত বিশেষ্যবিশেষণবাচক পদদ্বয়কে তৎ যে ত্বং সে এই অর্থে কর্ম্মধারয় সমাস করিলে সমুদায়ই এক শুদ্ধচৈতন্যের অর্থ প্রতিপাদক হইয়া বিশেষ্যবিশেষণসম্বন্ধ সম্পাদনকরণে আর কোন সন্দেহ রহিল না। অধুনা লক্ষ্যলক্ষণভাবসম্বন্ধ ব্যক্ত করা প্রয়োজন। অতএব তত্ত্বমসি এই বাক্যেতে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ এতদুভয়ই যে এক বিশুদ্ধ চৈতন্যের বাক্যার্থবোধক হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয় আর কাহারও সংশয় নাই। তবে ভৌতিক দেহাদির সমুদায় অংশ ত্যাগ করিয়া কেবল একমাত্র চৈতন্যের লক্ষ্য সম্বন্ধে কথক অংশে ভ্রম থাকিতে পারে, এরূপ সন্দেহও অস্মদ্ বিবেচনায় যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। যেহেতু বিরুদ্ধভাগ ত্যাগ করিয়া সারাংশগ্রহণ করাই মহজ্জনের নিয়ম সচরাচর দেখা যাইতেছে। কারণ যখন কোন ব্যক্তি বলে যে, অমুক গঙ্গাবাস করিতেছে, তখন গঙ্গারূপসলিলে মানবের বাস করা কোনরূপেই সম্ভবে না, জন্য তাহার সমীপবর্ত্তী পুলিনে বাস করাই সর্ব্বসাধারণে বিবেচনা করিয়া থাকে, এবং পীতাম্বরের গলদেশে মাল্য অর্পণ কর? কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে এরূপ আদেশ করিলে অনুজ্ঞাধারী জন কখনই পীতবর্ণবিশিষ্ট বস্ত্রের গলে মাল্যপ্রদান করিতে অগ্রসর হয় না; ঐ ব্যক্তি পীতাম্বরপরিধায়ী শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমূর্ত্তিবিশেষের গলদেশেই মাল্য অর্পণ করিয়া থাকে। তদ্রূপ অসারভাগ স্থূল সূক্ষ্ম দেহাদি ত্যাগ করিয়া তাহার আশ্রয়ীভূত অবিনশ্বর শুদ্ধ চৈতন্যের প্রতিই সমুদায় বাক্যের ও তৎ এবং ত্বং শব্দের [illegible] হইয়া [illegible]কে। বস্তুতঃ পৃথিব্যাদি জড়ময় পদার্থ কিছুই

সত্য নহে, সকলি মায়িক সম্বন্ধমাত্র, এক আনন্দস্বরূপ সত্ত্বস্বরূপ পরমাত্মাই সত্য।

অতএব তত্ত্বমসি এই বাক্যের পূর্ব্বোল্লিখিত মত তিন প্রকার সম্বন্ধদ্বারা আমিই ব্রহ্ম ইহা নিশ্চিত হইল এবং যে মহাত্মার প্রগাঢ়তর জ্ঞানালোচনাদ্বারা এইরূপ স্থিরীকরণ হইয়াছে, তাঁহাকেই তত্ত্বজ্ঞানী বলা যায়। বস্তুতঃ মানবগণের অন্তঃকরণে যখন আমিই নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত সত্যস্বরূপ পরমানন্দ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম, এইরূপ উদিত হয়, তখন সেই শুদ্ধ চৈতন্যের বিশুদ্ধ জ্যোতিতে পৃথগাত্মবিষয়ক অজ্ঞানসমূহ এককালে নষ্ট হয়। যদ্রূপ বস্ত্রের কারণ সূত্রের অভাব হইলে, তন্নির্ম্মিত বস্ত্রেরও ধ্বংস হয়, সেইরূপ অখিল কারণ অজ্ঞানরূপ ভ্রমরাশি নষ্ট হইলে, সুতরাং তদন্তর্গত অন্তঃকরণের কামক্রোধাদি বৃত্তিসমূহ সমূলে ধ্বংস হয়। পরে যে প্রকার দিবাভাগে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের প্রখর কিরণকে দীপ জ্যোতিতে উজ্জ্বল করিতে না পারিয়া স্বয়ং নিষ্প্রভ হওতঃ ঐ প্রদীপ্ত সূর্য্যকিরণের সহবর্ত্তী হয়, সেই প্রকার অন্তঃকরণবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যের আশ্রয়ীভুত কামাদি বৃত্তিচয়ের অভাবহেতু আনন্দময় পরব্রহ্মরূপ চৈতন্যকে প্রকাশ করিতে না পারিয়া আপনিও পরব্রহ্ম মাত্রই হন। সুতরাং এইপ্রকারে আমিই ব্রহ্ম, জ্ঞানিচয়ের অনুভব হয়। অতএব মনোবৃত্তির রীতিমত পরিচালনাদ্বারা তদন্তর্গত অজ্ঞানাদির নাশ হইলে মেঘাচ্ছন্ন তপনের ন্যায় শুদ্ধ চৈতন্য স্বয়ং প্রকাশিত হন। তাঁহার প্রকাশক কেহ নহে; ইহা নিশ্চয় হইল। অধুনা অজ্ঞানাদি বৃত্তিচয়ের কিরূপে বিনাশ হইয়া আনন্দময় চৈতন্যের প্রকাশ হয়, তাহা যথাশক্তি ব্যক্ত করিতেছি।

উল্লিখিতরূপে পরমাত্মচৈতন্য সাক্ষাৎকারপর্য্যন্ত শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও সমাধি এ সকলের অনুষ্ঠানের আবশ্যকতাহেতু নিম্নে শ্রবণাদির লক্ষণ প্রকাশ করিতেছি। যেহেতু শমদমাদি গুণবিশিষ্ট মহাত্মচয়ের তাহা অভ্যাস করা নিতান্ত প্রয়োজন।

শ্রবণ- তাৎপর্য্যনিশ্চয়জনক ছয় প্রকার লিঙ্গদ্বারা অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুতে সমুদয় বেদান্তশাস্ত্রের তাৎপর্য্য নির্ণয়।

ছয় প্রকার লিঙ্গ— উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতা, ফল, অর্থবাদ ও উপপত্তি।

উপক্রম উপসংহার— যে প্রকরণে যে বস্তু প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেই প্রকণের আদিতে যে সেই বস্তুর কথন, তাহার নাম উপক্রম; আর সেই প্রকরণের অন্তভাগে যে প্রস্তাবিত বিষয়ের পুনঃ পুনঃ কথন; তাহার নাম উপসংহার; অর্থাৎ ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের আদিতে "একই অদ্বিতীয় ব্রহ্ম" এবং অন্তেতে "এই আত্মাই জগন্নাথ," এইরূপ কথিত হইয়াছে।

অভ্যাস— যে প্রকরণে যে পদার্থ প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেই প্রকরণের মধ্যে যে পুনর্ব্বার সেই বস্তুর প্রতিপাদন, তাহার নাম অভ্যাস, অর্থাৎ উক্ত উপনিষদের ষষ্ঠাধ্যায়ে "তত্ত্বমসি" (তুমিই ব্রহ্ম), এই

বাক্যদ্বারা সেই অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের নয় বার প্রকাশ করা হইয়াছে।

অপূর্ব্বতা— যে প্রকরণে যে বস্তুর বিষয় জ্ঞাপন করা হইয়াছে, তদ্বিষয়ে তাহাতে যে প্রমাণ আছে, সেই প্রমাণের অতিরিক্ত প্রমাণ যে অগ্রাহ্য, তাহা জ্ঞাপনের নাম অপূর্ব্বতা; অর্থাৎ উল্লিখিত উপনিষদের ষষ্ঠাধ্যায়ে অদ্বিতীয় পূর্ণব্রহ্ম, এই বিষয় প্রমাণ করা হইয়াছে, সুতরাং তিনি সেই উপনিষদের প্রমাণ ভিন্ন অন্য প্রমাণের গ্রাহ্য নহেন, তাহাতে এই বাক্য কথিত আছে।

ফল— যে প্রকরণে যে বস্তু জ্ঞাপন করা হইয়াছে, তাহার অনুষ্ঠান করা, অথবা শ্রবণদ্বারা অভ্যাস বা ভাব গ্রহণকরার নাম ফল; অর্থাৎ প্রাগুক্ত উপনিষদের ষষ্ঠাধ্যায়ে এই বিষয় ব্যক্ত হইয়াছে যে, যে মহাপুরুষ সেই মঙ্গলময় করুণানিধান ব্রহ্মকে জানিতে পারেন, তিনিই তত্ত্বজ্ঞানী। তাঁহার দেহ বিনাশকালপর্য্যন্তই বিলম্ব, দেহধ্বংসের পরেই পরব্রহ্মে বিলীন হয়েন। এই অদ্বৈততত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন শ্রুতিতে উক্ত আছে।

অর্থবাদ— যে প্রকরণে যে বস্তু প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেই পদার্থের প্রশংসাকে অর্থবাদ কহে; অর্থাৎ উক্ত উপনিষদের ষষ্ঠাধ্যায়ে শ্বেত

আচার্য্যকে প্রশ্ন করিয়াছেন যে, যাঁহাকে জ্ঞাত হইলে অশ্রুত পদার্থের শ্রবণ হয়, অস্মৃত পদার্থের স্মরণ হয়, তাহা আমাকে বলুন। তাহাতে গুরু সেই ব্রহ্ম পদার্থের নানাপ্রকার প্রশংসা করিয়াছেন।

উপপত্তি— যে প্রকরণে যে বস্তু জ্ঞাপন করা হইয়াছে, সেই প্রকরণে সেই বস্তু প্রতিপন্ন করিবার যুক্তির নাম উপপত্তি; অর্থাৎ শিষ্য গুরুকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন যে, হে সৌম্য! যে প্রকার একটি মৃণ্ময় পাত্রের অবস্থা সম্যগ্ রূপে জ্ঞাত হইলে, মৃত্তিকানির্ম্মিত পদার্থ মাত্রেরই অবস্থা জ্ঞাত হওয়া যায়; কিন্তু ঐ মৃত্তিকাময় পদার্থের বিকার ও নামান্তর কেবল বাক্য মাত্র; সেই সেই পদার্থনির্ম্মিত মৃত্তিকাই সত্য। এইরূপ অদ্বৈত পরমাত্মার জ্ঞাপন বিষয়ে বিকারের বাক্য মাত্র রূপ যুক্তি উক্ত হইয়াছে।

মনন— বেদান্তের অবিরোধী যুক্তিদ্বারা নিরন্তর শ্রূয়মাণ পরমাত্মার চিন্তা।

নিদিধ্যাসন— দেহাদি জড়পদার্থবিষয়ক যে বিরোধিজ্ঞান, তাহার নিরাকরণপূর্ব্বক অদ্বিতীয় পরমাত্মবিষয়ে প্রভুত অবিরোধিজ্ঞানের সঞ্চার।

সমাধি— সমাধি দুই প্রকার,—প্রথম সবিকল্পক, তাহার পর নির্ব্বিকল্পক সমাধি।

সবিকল্পক সমাধি— জ্ঞান (ব্রহ্মজ্ঞান), জ্ঞাতা (জ্ঞানকর্ত্তা), জ্ঞেয় (ব্রহ্ম), এই ত্রিবিধ ভ্রান্তি (সন্দেহ) থাকা সত্ত্বেও যে অখণ্ড অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপে স্বকীয় চিত্তবৃত্তির অবস্থান, তাহাই সবিকল্পক সমাধি। যে প্রকার মানবগণের মৃণ্ময় হস্তিতে হস্তিজ্ঞান থাকা অবস্থাতেও ঐ হস্তির মৃত্তিকাত্ব জ্ঞান অনুভব থাকে। তৎকালে সেই প্রকার দ্বিতীয় বোধ থাকা সত্ত্বেও অদ্বিতীয় জ্ঞান হয়। বস্তুতঃ আমিই সেই ব্রহ্ম, এইরূপ অখণ্ডবোধক আত্মার অহঙ্কার, অর্থাৎ দ্বৈতজ্ঞান থাকা জন্য, এই সমাধির নাম সবিকল্পক সমাধি হইয়াছে।

নির্ব্বিকল্পক সমাধি— জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়, এই সন্দেহত্রয়াত্মক জ্ঞানের অভাব হইলে অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বস্তুতে অখণ্ডাকারে যে চিত্তবৃত্তির অবস্থান, তাহাই নির্ব্বিকল্পকসমাধি। যে প্রকার জলমিশ্রিত লবণ জলের আকারে পরিণত হইলে, লবণের লবণত্বজ্ঞানের অভাব হইয়া কেবল জল মাত্রই উপলব্ধি হইয়া থাকে, তদ্রূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপে পরিণত চিত্তবৃত্তির অসজ্জ্ঞানসমূহের অভাবে কেবল এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম মাত্রই জ্ঞান হয়।

প্রাগুক্ত নির্ব্বিকল্পক সমাধির আরও কএকটি অঙ্গ আছে। যথা,—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং সবিকল্পক সমাধি।

যম—	অহিংসা, সত্য, অচৌর্য্য (পরদ্রব্য হরণে অনিচ্ছা), ব্রহ্মচর্য্য (একব্রহ্মচিন্তাভিন্ন অপর বৈষয়িক চিন্তাতে নিবৃত্তি), অপরিগ্রহ (অপকৃষ্ট বাক্য গ্রহণ), এই কয়টি যম।
নিয়ম—	শুচি, সন্তোষ, তপস্যা, অধ্যয়ন ও ঈশ্বরেতে প্রণিধান।
আসন—	হস্ত পদাদির ক্রমানুসারে সংস্থান করা। যথা—পদ্মাসন, গরুড়াসন, বীরাসন ইত্যাদি।
প্রাণায়াম—	রেচক, পুরক ও কুম্ভকদ্বারা প্রাণ বায়ুকে ত্যাগ ও গ্রহণের নাম প্রাণায়াম।
প্রত্যাহার—	শব্দাদি বাহ্য বিষয় ও বিষয়বাসনাদি মানসিক বিষয় হইতে শ্রোত্র প্রভৃতি বাহ্যেন্দ্রিয় এবং মানসিক বৃত্তির নিবারণকে প্রত্যাহার বলে।
ধারণা—	অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বস্তুতে অন্তঃকরণের অভিনিবেশকে ধারণা বলে।
ধ্যান—	পরব্রহ্ম চিন্তাতে চিত্তবৃত্তির একাগ্রতাকে ধ্যান বলে।
সবিকল্পক সমাধি—	পূর্ব্ব উল্লিখিত মত সবিকল্পক সমাধি।

প্রাগুক্ত অষ্ট প্রকার নিয়ম যে ব্যক্তি করিবেন, কেবল সেই মহাত্মারই নির্ব্বিকল্পকসমাধি আচরণ করিবার ক্ষমতা হইবেক। তদন্যথাচারী ব্যক্তিব্যূহের ঐ সমাধি আচরণের বাসনা করা কেবল নিরর্থক। কিন্তু উক্ত নির্ব্বিকল্পক সমাধিতে মনঃনিবেশ করিলে, তাহাতে আরও কয়টি বিঘ্ন উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। যথা—লয়, বিক্ষেপ, কষায় এবং রসাস্বাদন।

লয়— অখণ্ড ব্রহ্মচিন্তাতে মনোনিবেশ করিতে অক্ষম হইয়া অন্তঃকরণ বৃত্তির অচৈতন্য ভাব অবলম্বন করা।

বিক্ষেপ— অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুকে অবলম্বন করিতে অসমর্থ হইয়া, অন্তঃকরণবৃত্তির অন্য অবলম্বন করা।

কষায়— লয় ও বিক্ষেপের অভাবে ও রাগাদি বাসনাদ্বারা অন্তঃকরণ স্তব্ধ হইয়া অখণ্ড পরব্রহ্মকে অবলম্বন করিতে অক্ষম হওয়া।

রসাস্বাদন— নির্ব্বিকল্পকরূপে সেই অদ্বিতীয় পরব্রহ্মকে অবলম্বন করাতে অন্তঃকরণে সবিকল্প আনন্দ অনুভব করা, অথবা নির্ব্বিকল্প সমাধি আরম্ভকালীন সবিকল্প আনন্দ আস্বাদন।

এই চারি প্রকার বিঘ্নরহিত চিত্ত যখন বায়ুশূন্য প্রদীপের ন্যায় অচল হইয়া কেবল একমাত্র ব্রহ্মচিন্তাতে চিত্তবৃত্তি নিমগ্ন হয়, তখন তাহাকে নির্ব্বিকল্প সমাধি বলা যাইয়া থাকে। উক্তরূপ বিঘ্নচতুষ্টয় নিবারণপক্ষে শ্রুতিতে উপদেশ দিয়াছেন,

যথা—অন্তঃকরণ লয়রূপ বিঘ্নকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে, উদ্বোধ, অর্থাৎ কথঞ্চিৎ জ্ঞান জন্মাইবেক ও বিক্ষেপদ্বারা আবৃত হইলে, অন্তঃকরণকে শান্ত করিবেক এবং কষায়যুক্ত হইলে, তখন শাস্ত্রানুশীলনদ্বারা চিত্তবৃত্তিকে তাহা হইতে নিবৃত্তি করিবেক; এইরূপে সারভূত ব্রহ্মপদার্থে সম্যক্ প্রকারে প্রণিধান হইলে, অন্তঃকরণবৃত্তি চালনাশক্তি রহিত হইয়া, আর কোনরূপ সবিকল্পক আনন্দরসের আস্বাদনে প্রবৃত্ত হয় না। সুতরাং তখন প্রজ্ঞাদ্বারা চিত্তবৃত্তি অন্যসঙ্গরহিত হইয়া, যে প্রকার বায়ুশূন্য স্থানে দীপশিখা নিশ্চল হওতঃ সাতিশয় প্রজ্বলিত হয়, তদ্রূপ অন্তঃকরণবৃত্তি বিষয়ান্তর হইতে নিবৃত্ত হইয়া নিশ্চলরূপে এক পরমাত্মচিন্তাতেই নিমগ্ন হয়।



জীবন্মুক্তির লক্ষণ।

পূর্ব্ব উল্লিখিত মতে যোগিমহাত্মচয়ের অন্তঃকরণে ব্রহ্ম-জ্ঞান বিরাজিত হইলে, ক্রমেই অজ্ঞানজনিত সঞ্চিত পাপ পুণ্য এবং সংশয়-প্রমাদি এককালে ধ্বংস হইয়া সংসার বন্ধন স্বরূপ কার্য্যকলাপ সম্যগ্‌রূপে বিনাশ হয় (১)।

এবম্ভূত জ্ঞানী মহাপুরুষকে জীবন্মুক্ত বলে। এইরূপ পুরুষ জাগ্রৎ সময়ে রক্ত মাংস বিষ্ঠা মূত্রাদির আধাররূপ শরীর-দ্বারা ও আন্ধ্য, মান্দ্য, অপটুতা প্রভৃতির আশ্রয়ীভূত ইন্দ্রিয়-চয়দ্বারা এবং অশনা, পিপাসা, শোক, মোহ ইত্যাদির আকর স্বরূপ অন্তঃকরণদ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বাসনাকৃত জ্ঞানের অবি-রোধী প্রারব্ধ কর্ম্ম সকল ক্রমে ভোগ করতঃ দৃশ্যমান এই ভূত-ময় জগৎ ও তাহার কার্য্যকলাপ কিছুই সত্য নহে, এইরূপ জ্ঞান করেন। যে প্রকার ঐন্দ্রজালিককর্তৃক দর্শিত কুহক-উদ্ভূত পদার্থ সকল দর্শনেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য সত্তেও, তাহা অলীক বোধ হয়, সেই প্রকার বাহ্য বস্তু অনুভবকারী চক্ষুঃ থাকিতেও চক্ষু-হীন, কর্ণ থাকা সত্তেও কর্ণহীন, মনঃ থাকা সত্তেও মনের কার্য্যহীন ও প্রাণ থাকা সত্তেও নির্জ্জীব জড় পদার্থের ন্যায়

থাকেন[illegible] অর্থাৎ মনের কার্য্যকারিত্বহীন *। বস্তুতঃ মনঃ, প্রাণ, চক্ষুঃ, [illegible] ইত্যাদি বাহ্যেন্দ্রিয় ও অন্তরেন্দ্রিয় বর্ত্তমান থাকা অবস্থাতেও যিনি বাহ্যকার্য্যে তত্তদ্ ইন্দ্রিয়চয়কে নিযুক্ত না করেন, সেই মহাত্মাই জীবন্মুক্ত।

জীবন্মুক্তির উত্তরকালে ঐরূপ জীবন্মুক্ত পুরুষের তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ব্বে যে প্রকার আহার বিহারাদি করা হইত, ক্রমে তাহা অন্তর্হিত হইয়া, শুভ কর্ম্মের বাসনা সকল সম্যগ্‌রূপে তিরোহিত হয়; এবং সাংসারিক ক্রিয়া কলাপাদি অশুভ কার্য্য সমূহ একেকালেই বিধ্বংসিত হওতঃ সংসারে বিচরণ করেন। বাস্তবিক কি শুভ কর্ম্ম, কি অশুভ কর্ম্ম, এই উভয় প্রকার কার্য্যই জ্ঞানী পুরুষকে স্পর্শও করিতে পারে না। জ্ঞানী মহাপুরুষদের যদি যথেষ্টাচরণে বাসনা হয়, তবে অশুচি ভক্ষণকারী কুক্কুরাদি পশুতে আর তত্ত্বজ্ঞানিতে কি প্রভেদ থাকিল? বুধগণ ঐরূপ অন্যায়াচারী তত্ত্বজ্ঞানিকে আত্মজ্ঞরূপে অভিহিত করিয়াছেন। জীবন্মুক্ত পুরুষ জীবনের সার্থক যোগারাধ্য পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলে, বিনয়িতা, সুশীলতা, মিষ্টভাষিতা, অশুচি জ্ঞান ইত্যাদি শোভন লক্ষণ সকল অঙ্গভূষণের ন্যায় অযত্নসুলভেও তাঁহার অনুগমন করে। যেহেতু দিবাকরকরে ধরণী আলোকিত হইলে গ্রাম, চৈত্য, বন, উপবন, সুশোভন সৌধরাজী এবং নদ নদী সাগর প্রভৃতি পৃথি-

* "ইদমিন্দ্রজালমিতি জ্ঞানবান্ তদিন্দ্রজালং
পশ্যন্নপি পুরমার্থমিদ মিতি ন পশ্যতি।
সচক্ষুরচক্ষুরিব সকর্ণোঽকর্ণ ইব
সমনা[illegible]মনা ইব সপ্রাণোঽ[illegible]"—

বীর ভূষণ সকল কি বিনাশ প্রাপ্ত হয়? বরং তপনের অতি সুনির্ম্মলরূপে প্রাগুক্ত বস্তু সকলে নিপতিত হইয়া তাহার দ্বিগুণতর ঔজ্জ্বল্যই প্রকাশ করে, তদ্রূপ যোগিগণের হৃদয়াকাশ প্রখর মার্ত্তণ্ডরূপ জ্ঞানজ্যোতিতে আলোকিত হইলে, কর্ত্তার অনিচ্ছাবশতঃও সদ্গুণ সকল তাঁহাকে ত্যাগ করে না। যে হউক, এইরূপ জীবন্মুক্ত পুরুষ দেহযাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্ত ইচ্ছা, অনিচ্ছা ও পরেচ্ছা, এই তিন প্রকার আরব্ধ কর্ম্মজনিত সুখ দুঃখ অনুভব করতঃ প্রারব্ধ কর্ম্মের অবসানে প্রত্যক্ আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্মে প্রাণ স্বয়ং লীন হইলে পরে, অজ্ঞান ও তৎকার্য্যরূপ সংস্কার সকলের বিনাশ হেতু পরম কৈবল্যরূপ পরমানন্দ, অদ্বৈত অখণ্ড ব্রহ্ম স্বরূপে অবস্থিত হইয়া কৈবল্যানন্দ ভোগ করেন। এই বিষয়ে শ্রুতিতে প্রমাণ আছে যে, দেহাবসানে জীবন্মুক্ত পুরুষের প্রাণ সকল লোকান্তর গমন না করিয়া এই পরব্রহ্মে লীন হয় এবং সংসার বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া পরব্রহ্মানন্দে কৈবল্য সুখে মগ্ন হয়। এইরূপ বেদান্তসারে এবং সুবোধিনী ও বিদ্বন্মনোরঞ্জিনী নাম্নী টীকাতে স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আমিও সেই মহামহোপাধ্যায়দিগের মত অবলম্বনকরিয়া যথাসাধ্য বর্ণন করিলাম।

সম্পূর্ণ।